

নাটক

বহিপীর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ



নাটকটির আলোচ্য বিষয়

'বহিপীর' নাটকটি বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত পিরপ্রথার একটি বিশ্বস্ত দলিল। এ নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পিরকে কেন্দ্র করে যার নাম বহিপীর। বহিপীরের সর্বগ্রামী ঘৰ্ষণ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহের কাহিনিই এ নাটকের মূল উপজীব্য। বহিপীর সারা বছর বিভিন্ন জেলায় তার অনুসারী বা মুরিদদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। তখন মুরিদরা সর্বস দিয়ে তার সেবা করেন। একবার এক মুরিদ তার ঘাত্তহারা কন্যা তাহেরাকে এই বৃক্ষ পিরের সাথে জোর করে বিয়ে দেন। তাহেরা তা মেনে না নিয়ে পালিয়ে যায়। ডেমরার ঘাটে বিপদগ্রস্ত বা অসহায় তাহেরাকে নিজেদের বজরায় আশ্রয় দেন জমিদার হাতেম আলির স্তুর্তি খোদেজা বেগম। বহিপীর তাহেরার সন্ধানে বের হয়ে পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং ঘটনাক্রে হাতেম আলির বজরাতেই আশ্রয় লাভ করেন। একসময় তিনি জানতে পারেন তার নববিবাহিতা স্তুর্তি তাহেরাও এই বজরাতেই আছে। তখন পির তাহেরাকে পাওয়ার জন্য নানা রকম কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে থাকেন। অন্যদিকে বজরায় জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাহেরার করুণ কাহিনি জেনে তার পক্ষ নেয়। সে তাহেরাকে বাচাতে চায়, প্রয়োজনে বিয়ে করে হলেও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বজরার মধ্যে দুই পক্ষের দ্বি চরম আকার ধারণ করে। অন্যদিকে ক্ষয়িক্ষু জমিদার হাতেম আলির খাজনা বাকি পড়ার কারণে তার জমিদারি 'সূর্যাস্ত আইনে' নিলামে ওঠার উপক্রম হয়। তিনি অর্ধসংগ্রহের জন্য শহরে এসেছেন বজরায় কিন্তু পরিবারকে জানাননি বিষয়টি। পরে অর্ধসংগ্রহে বৰ্ষ হয়ে বহিপীরের কাছে কথাটি বলে ফেলেন। বহিপীর এই সুযোগে জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। পির তাকে অর্ধ ধার দিতে চান তার স্তুর্তি তাহেরাকে তার হাতে তুলে দেওয়ার বিনিয়োগ। তাহেরা আভূত্যা করতে রাজি, তবু বহিপীরের সাথে সে যাবে না বলে সংকল্প করলেও জমিদার হাতেম আলির দুর্দশা দেখে সে পিরের সাথে যেতে রাজি হয়। তবে হাতেম আলির মানবিক মূল্যবোধ জ্ঞাত হয় এবং তিনি এই শর্তে টাকা নিতে অঙ্গীকৃতি জানান, তাতে জমিদারি চলে গেলেও তার আফসোস নেই। এসব নানা ঘটনা ও দ্বন্দ্বে নাটক অঙ্গসর হলেও বহিপীর শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেন না। তাহেরা ও হাশেম আলি সব বাধার জাল ছিঁড়ে করে পালিয়ে যায় অর্ধাং নতুন জীবনের পথে ধাবিত হয়। বহিপীর অবশ্যে বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হন। 'বহিপীর' নাটকটি পিরপ্রথার বিশ্বস্ত দলিল হলেও শেষ পর্যন্ত 'আমাদের আলোর পথ দেখায়। এ অবস্থা বদলানোর সংকেত দেয়। হাশেম আলি ও তাহেরা এ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে। কুসংস্কার, অন্ধবিদ্বাসের স্থানে মানবিকতার জয় হয়। এভাবে 'বহিপীর' নাটকটি শেষ পর্যন্ত মানবিক জাগরণের দৃশ্যকাব্য হয়ে উঠেছে।

একনজরে নাট্যকার-পরিচিতি

নাম	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
জন্ম তারিখ	১৫ই আগস্ট, ১৯২২ সাল।
জন্মস্থান	বোলশহর, চট্টগ্রাম।
পিতৃনিবাস	নোয়াখালী।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ। মাতা : নাসিম আরা বাতুন।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিকুলেশন (এসএসসি), ১৯৩৯, কৃতিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ (এইচএসসি), ১৯৪১, ঢাকা কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : বিএ (১৯৪৩), আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ; এমএ (অসমাণ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	সহ-সম্পাদক (সাব এডিটর)– দৈনিক দা স্টেটসম্যান; সম্পাদক– কন্টেন্টম্পোরারি। সহকারী বার্তা সম্পাদক– ঢাকা বেতার কেন্দ্র। বার্তা সম্পাদক– করাচি বেতার কেন্দ্র (১৯৫০ সাল)। প্রেস-অ্যাটাশে– পাকিস্তান দূতাবাস; তথ্য অফিসার– ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিস; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক; ইউনেশ্বের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-প্যারাসিস। কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন– নয়াদিলি, ঢাকা-সিডনি, করাচি, জাকার্তা, বন, লকন এবং প্যারিসে নানা পদে ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	ছেটগঞ্জ : 'নয়নচারা' (১৯৪৫), 'দুই তীর ও অন্যান্য গঞ্জ' (১৯৬৫)। উপন্যাস : 'লালসালু' (১৯৪৮), 'চাদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), 'কানো নদী কানো' (১৯৬৮)। নাটক : 'বহিপীর' (১৯৬০), 'তরঙ্গভূজ' (১৯৬৪), 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪), 'উজানে মৃত্যু'।
পুরস্কার/সম্মাননা	একুশে পদক (১৯৮৪), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), বাল্লা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০০১) ইত্যাদি।
জীবনাবস্থা	১০ই অক্টোবর, ১৯৭১ সাল।



১ ভিত্তির সব ▶ একনজরে নাটকের সূচি

PART 01	বিশ্লেষণ (Analysis)	
১. শিখনফল বিশ্লেষণ	পৃষ্ঠা ৯৩৬	অনুশীলনীর সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর —————— পৃষ্ঠা ৯৩৯
PART 02	অনুশীলন (Practice)	
১. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	পৃষ্ঠা ৯৩৮	অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর —————— পৃষ্ঠা ৯৪২
		মাস্টার ট্রেইনার প্রশ্নীত বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর —————— পৃষ্ঠা ৯৪৫
PART 03	একাক্রমিক সাজেশন্স (Exclusive Suggestions)	
		পরীক্ষায় ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন —————— পৃষ্ঠা ৯৭২

PART**01**

বিশ্লেষণ Analysis

PART**03**

একাক্রমিক সাজেশন্স (Exclusive Suggestions)

পরীক্ষায় ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন —————— পৃষ্ঠা ৯৭২

শিখনফল বিশ্লেষণ**১**

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

১. শিখনফল বিশ্লেষণ : নাটকটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা—

শিখনফল ১ : 'বহিপীর' নাটকের সময় ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

শিখনফল ২ : নাটকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

শিখনফল ৩ : তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান অন্ধ পৌরভঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞানতে পারবে।

শিখনফল ৪ : আজাদীর প্রতিপক্ষকে যিথ্যা ভয়ঙ্গিতি প্রদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানতে পারবে।

শিখনফল ৫ : অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা সম্পর্কে জ্ঞানতে পারবে।

শিখনফল ৬ : বিপদ্ধতাকে সাহায্যের নিমিত্তে ঝুঁকি লেওয়ার বিষয়ে জ্ঞানতে পারবে।

শিখনফল ৭ : অসম বয়সের বিয়ের সমস্যা অনুধাবন করতে পারবে।

শিখনফল ৮ : ধর্মকে পুঁজি করে মানুষের মনে আবেগ জাহাত করা সম্পর্কে জ্ঞানতে পারবে।

শিখনফল ৯ : বৈষ্ণবিক স্বার্থ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

শিখনফল ১০ : নাটকটি বিচার বিশ্লেষণ ও এর যৌক্তিকতা যাচাই করতে পারবে।

শিখনফল ১১ : সূর্যাস্ত আইনে জমিদারি হারানো সম্পর্কে জ্ঞানতে পারবে।

শিখনফল ১২ : পৌরভঙ্গ মানুষের মানসিকতা অনুধাবন করতে পারবে।

শিখনফল ১৩ : নাটক হিসেবে 'বহিপীর'-এর সার্থকতা অনুধাবন করতে পারবে।

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা

২. নাটকের সংজ্ঞা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান একটি শাখা নাটক। নাটককে এক কথায় দৃশ্যকাব্য বলা হয়। নাটকের সংজ্ঞা দিতে পিয়ে ঔশচন্দ্র দাশ তাঁর 'সাহিত্য সন্দর্ভ' গ্রন্থে লিখেছেন, "সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্য-সাহিত্যকে কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাহাদের মতে কাব্য দুই প্রকার : দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য এবং ইহা সকল প্রকার কাব্য-সাহিত্যের প্রেক্ষ- কাব্যের নাটকক রয়েছে। নাটক দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের সময়ের রঙামঞ্চের সাহায্যে গতিমান যানবঙ্গীবনের প্রতিষ্ঠিতি আমাদের সম্মুখে মৃত্ত করিয়া তোলে। রঙামঞ্চের সাহায্য ব্যৱস্থাত নাটকীয় বিষয় পরিস্কৃত হয় না।"

নাটকের সংজ্ঞা দিতে পিয়ে Elizabeth Drew তাঁর 'Discovering Drama'-য় লিখেছেন: "Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre."

রঙামঞ্চের মাধ্যমে অভিনয়শিল্পীদের সাহায্যে মানবের চলমান জীবনের সুখ-দুঃখকে যথন সংলাপের মধ্য দিয়ে দর্শকের দৃষ্টির সামনে

উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে নাটক বলে। রঙামঞ্চে শুধু নাটকের অভিনয় দেখা নয়, নাটকের সংলাপ শোনাও প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে দেখা আর শোনা মিলিয়ে দর্শকের চিত্ত ও চিনাকে অভিভূত ও মুক্ত করতে সক্ষম হয় যে নাটক তা-ই উৎকৃষ্ট নাটক।

নট, নাট্য, নাটক শব্দগুলোর মূল হলো নট। আর এই নট-এর অর্থ হলো নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা। আবার ইংরেজি 'DRAMA' শব্দটির মূলে রয়েছে যিক শব্দ DRAEIN। এই মূল শব্দের অর্থ to-do (করা)। নাটক যানেই নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা বা কিছু করা। নাটক মানুষের জীবনের কথা উচারণ করে। নাটক মানুষের বা সমাজের বিচিত্র ঘটনাকে বিশৃঙ্খল করে। এদিক বিচারে নাটক হলো দর্শণ— মানুষের দর্শণ, সমাজের দর্শণ।

৩. 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি সংক্ষেপ

'বহিপীর' নাটকটি গড়ে উঠেছে বহিপীরের সর্বজ্ঞাসী স্বার্থ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। ডেমরার ঘাটে অবস্থানকারী একটি বজরা। বজরাটি রেশমপুরের জমিদার হাতেম

নাটক > বহিপীর

আলির। দুটো কামরা। একটি সদর কামরা, অন্যটি পুরনীরীদের জন্য সংরক্ষিত। সদর কামরার সামনে পাটাতনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। গত রাতের বাড়ে একটি আধাড়োবা নৌকা থেকে বহিপীর ও তার ঘাসের হকিকুলাহ জমিদারের শহরগামী বজরায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ভেতরের কামরায় জমিদারগুলি খোদেজা বেগম, জমিদারগুলি হাশেম আলি এবং তাহের নামের সদয় কৈশোর পেরুনো এক যুবতি। পতকাল জেমরার ঘাটে যুবতিটি অল্পবয়সী একটি ছেলেকে নিয়ে বিড়বনার শিকার হয়েছিল। ছেলেটি সুখাধাৰ কাঁদছিল। তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। কোথায় যাচ্ছে তাও তারা জানত না। তাদেরকে ঘিরে জটলা জমে গিয়েছিল। দু-একজন বদলোক মেয়েটির নিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। ঠাট্টা-মশকরা করতেও শুরু করছিল তাদের কেউ কেউ। এমনই অবস্থায় জমিদারগুলি চাকর দিয়ে তাহেরা নামের যুবতিকে বজরায় ডেকে আনেন। জিজাসার জবাবে জানা যায়, সে মাতহারা। তার কুসংকারাঞ্জ বাবা ও সৎমা তাকে বৃষ্টি পীরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কিন্তু সে এ অন্যায় বিয়ে মেনে না নিয়ে বাঢ়ি থেকে পালিয়েছে। তাহেরার এ কথায় খোদেজা বেগম অবাক হন।

এনিকে জমিদার হাতেম আলির জিজাসার, জবাবে বহিপীর বলেন, দেশের নানা স্থানে তার মুরিদান। একেক স্থানে একেক চাঁপের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হলেও হাস্যকর ঠেকে। এ সমস্যার সমাধান করার জন্য পীর সাহেবের বইয়ের ভাষা চর্চা করে ঐ ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা বলেন। এ কারণেই তিনি 'বহিপীর' নামে পরিচিত। বহিপীরের জিজাসার জবাবে জমিদার হাতেম আলি বলেন, শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। আসলে জমিদার হাতেম আলি বহিপীরের কাছে তার শহরে আসার উদ্দেশ্য যেমন গোপন করেন, বহিপীরও জমিদার সাহেবের কাছে তার আসার উদ্দেশ্য এড়িয়ে যান।

জমিদার হাতেম আলি ও বহিপীরের কথোপকথনে তাহেরার সন্দেহ জাগে। জমিদারের বজরায় তাহেরা হাশেমের কাছ থেকে জানতে পারে, বহিপীরের কামরায় অবস্থান করা বৃষ্টি লোকটি সুনামগঞ্জের বহিপীর। মুহূর্তে তাহেরা বজরার জানালা দিয়ে নদীতে ঝাপ দিয়ে ভুবে মরতে চায়। হাশেম খোদেজা বেগমকে চিন্তার করতে নিষেধ করে তাহেরাকে আশ্বস্ত করে যে, তাহেরার অভিতে তাকে পীর সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। খোদেজা বেগম ছেলের এমন কথার কোনো শান্ত ঝুঁজে পাব না। ইতোমধ্যে জমিদার হাতেম আলি শহর থেকে স্থানে আসেন। তিনি দুশ্চিন্তাপ্রাপ্ত, পরাজিত, বিপ্রস্তু। বহিপীরের কাছে তিনি ঝীকার করেন আর্থিক সংকটে পড়ার কারণে তার জমিদারি সুর্যাস্ত আইনে নিলামে উঠানে থাকে। জমিদারি রক্ষার জন্য তিনি শহরের বন্দুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছেন। আর এ সংবাদটি তিনি পরিবারের সবার কাছে গোপন রেখেছেন। চিকিৎসার অঙ্গুহাতে তিনি শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অর্থ সংগ্রহে ব্যৰ্থ হয়েছেন। জমিদারকে নানা সত্ত্বনা দিয়ে বহিপীর তার স্ফরের আসল কারণ খুলে বলেন এবং তার বিয়ে করা বিবি যে জমিদার সাহেবের বজরাতেই আশ্রয় নিয়েছে, তাও তিনি জানান।

তাহেরা জমিদারপুরীর নানা কথায় এবং ভয়ের মুখেও বহিপীরের সঙ্গে তার বিয়েকে ঝীকৃত দেয় না। এর মধ্যে জমিদারগুলি হাশেম মানবিক কারণে তাহেরার পক্ষ নিয়ে বিবরণটিকে আরও জটিল করে তোলে। একেতে মায়ের সাধান বাণী, বহিপীরের ভীতি প্রদর্শন, পিতার করুণ মুখ কিছুই তাকে পিছু টলাতে পারে না। সে তাহেরাকে বাঁচাতে চায়। এমনকি বিয়ে করে হলেও। নাটকের এ পর্যায়ে বহিপীর অত্যন্ত চালাকি করে বৃষ্টিমত্তার পরিচয় দেন। তার বেয়াড়া বিবিকে উদ্বারে তিনি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করার অভিনয় করেন। কিন্তু জানেন, এতে অনেক ঝামেলা। তাই ওই পথে আর এগোন না। তিনি প্রথমে ধর্মীয় বিয়ের দোহাই দেন। কিন্তু তাহেরা তার পাস্তা যুক্তি দিলে তা থেকে তিনি সরে এসে মানবিকতার বাহানা করেন। বলেন, এ

সেয়ে কখনো প্রেহ-মমতা পায়নি। তার কাছ থেকে প্রেহ-মমতা পেলে বুঝতে পারবে ...। এতেও কাজ না হওয়ায় তিনি জমিদারের অসহায়তের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি অর্থ সাহায্য করে জমিদার হাতেম আলির জমিদারি রক্ষা করার প্রস্তাব করেন। শৰ্ত হিসেবে তাহেরাকে ফেরত পেতে চান। এ পর্যায়ে জমিদারপুরী খোদেজা বহিপীরের এ প্রস্তাবকে আল্লাহর বিশেষ রহমত হিসেবে গণ্য করে গ্রহণ করতে রাজি হন। তিনি তাহেরাকে বহিপীরের কাছে ফিরে যেতে বলেন। তখন পিতার অসহায় মুখ ও কটনীর্গ হৃদয়ের কথা তেবে হাশেম আলির হাতহারে পরিবেশকে বেদনাবিধুর করে তোলে মাত্র। তার বিনিময়ে একটি জমিদারি, জমিদার পরিবার রক্ষা পাছে— এই বোধ তাহেরাকে বহিপীরের কাছে আন্তর্সমর্পণে উৎসাহিত করে।

শেষ পর্যায়ে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁকে বসেন জমিদার হাতেম আলি। নিজের কাছে নিজেকে হীন, ব্যার্থপর এবং ছোট মনে হয়। তার মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। তিনি পীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এক পর্যায়ে তাহেরা ও হাশেম আলি পালিয়ে যায়। জমিদার হাতেম আলি তাদের বুঝতে গেলে বহিপীর তার হাত চেপে ধরেন। খোদেজা বেগমের আর্তচিকারে বহিপীর তাকে ধৈর্য ধরতে বলেন। তখন এক নতুন মানুষ বহিপীর। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তিনি দীর্ঘ নিষ্কাশ ছেড়ে বলেন— “এতক্ষণে ঝাড় থামিল, তাহারা পিয়াছে, যাক। তাছাড়া তো আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল, যাইবেই।” ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিপ্ত খোদেজা বেগমের জিজাসার জবাবে বহিপীর বলেন— “এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রাহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জমিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-সুজ্ঞন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?”

‘বহিপীর’ নাটকটি বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত পীরপ্রথার একটি বিশ্বস্ত দলিল। কিন্তু নাটকটি শেষ পর্যন্ত আয়াদের আলোর পথ দেখায়। চলমান ক্ষয়িক্ষু সমাজব্যবস্থা বদলানোর বাস্তব শিক্ষা দেয়। শেষ পর্যন্ত ‘বহিপীর’ মানবিক জাগরণের পরিপূর্ণ দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠে।

১ উৎস পরিচিতি

‘বহিপীর’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত একটি নাটক।

২ পাঠের উদ্দেশ্য

সমাজের প্রচলিত অন্ধ পিরপ্রথা ও সেটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

৩ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত ‘বাংলা সাহিত্য’ বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

হাঁকাহাঁকি — গর্বসহকারে উচ্চকাঠে ডাকাডাকি, বচসা।

কোলাহল — বহু লোকের ঘিলিত কঠের আওয়াজ, গোলমাল।

হুশ — চৈতন্য, জ্ঞান।

তকদির — ভাগ্য, কপাল।

ব্যাঘাত — বাধা, বিঘ্র।

বিন্কারিত — প্রসারিত।

লঠন — হাতে বহন করা যায় এমন কাচের আবরণবেষ্টিত প্রদীপবিশেষ।

কর্পকুহুরে — কানের গর্তে বা ছিদ্রে।

মর্জি — খেয়ার, অভিরুচি।

কুম্ব — বুট্ট, রাগারিত।

বানান সতর্কতা

শীঘ্ৰ	লেবাস	জোয়ান	চঙ্গ	বৱদ্বৰ্ত
কিপ্ৰ	সংবিৎ	খান্দানি	ঘকক্ষিয়া	মুর্তিবৎ
সঙ্গ	হত্তীপ্ৰবৃত্ত	সমীচীন	বিশুচ্ছ	শক্তি
হস্ত	কষ্ট	হাঁকাহাঁকি	দৃঢ়চিত্তে	হৃশ
ভৰ্ত	আঘা	মুষড়ানো	খাটি	কৃতজ্ঞ

- (১) চৌধুরী তথ্য

- 'বহিপীর' নাটকটির রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
 - 'বহিপীর' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।
 - 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পীরকে কেন্দ্র করে।

- 'বহিপীর' নাটকটি পিইএন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নাটকের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে ১৯৫৫ সালে।
 - 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর, তিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন।
 - বাঙালি মুসলমান সমাজে পীর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে।
 - মূলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরে পীর সমাজের সৃষ্টি।
 - 'বহিপীর' নাটকের নাট্যকারের পিতা একজন যাজিঞ্চিট্টেট ছিলেন।
 - নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সারা বাংলাদেশ ঘূরে বেড়ানোর সুযোগ পান পিতার চাকরির বদলি সূত্রে।
 - পীরপ্রধা নিয়ে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিখ্যাত উপন্যাস 'শালসাল'।

PART

02



ଅନୁଶୀଳନ *Practice*

ছুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রত্নতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

ଅନଶୀଲନୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଉତ୍ତର



ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ସମୃଦ୍ଧକରଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଦେଖଭାବ ବିକାଶେ ସହାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

পাঠ্যবইয়ের অনশ্চীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর



নতুন পার্থ্যবইয়ের আলোকে উভরকৃত

- | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------|
| ১. | এমন বাড় কখনো দেখিনি— উন্নিটি কারা? | ■ | উন্নিপক্টি পঢ়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | |
| ২. | কি হাশেমের
গুরুদেবের | কি তাহেরোর
গুরু বহিপীরের | মাতবর ধূর্তপ্রকৃতির লোক। বয়স হয়েছে অর্থচ বভাব বদলায়নি।
বুড়ো বয়সে কবিরউদ্দিনের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু
বিয়ের রাতেই প্রতিবেশী রাজন মেয়েটিকে বিয়ে করে। পরবর্তীতে
মাতবর তা মেনে নেয়। | |
| ৩. | 'এক-আর্থ ঠাঁটা-মফরা করাতেও শুরু করেছে'— কারা এ কাজটি
করতে শুরু করেছে? | কি মাফিরা | উন্নিপক্টের শেষ অবস্থা মোকাবিলার মাধ্যমে 'বহিপীর' নাটকের
কোন চরিত্রের মিল আছে? | |
| ৪. | গুরুদেবের লোকেরা | কি সহপাঠীরা | কি বহিপীর | কি হাশেম আলি |
| ৫. | নদীতে খালি ঝী দেখতে পাই তাহেরা? | কি যাত্রীরা | কি হকিকুলাহ | |
| ৬. | নৌকা | কি বজরা | শেষ অবস্থার মোকাবিলার উভয় চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যকে নির্ণয় করে | |
| ৭. | গুরু পলাশ | কি কচুরিপানা | তা হলো— | |
| ৮. | কথ্য ভাষা সম্পর্কে বহিপীরের মত হলো,— এটি | i. মাঠ ঘাটের ভাষা
ii. প্রচন্ড বাণী বহন করার উপযুক্ত
iii. খোদার বাণী বহন করার অনুপযুক্ত | i. বুদ্ধিমত্তা
ii. বাস্তবজ্ঞানসম্পর্ক
iii. মানবিক চেতনা | |
| ৯. | নিচের কোনটি সঠিক? | নিচের কোনটি সঠিক? | নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ১০. | কি i কি ii কি i + ii কি i + iii | কি i কি ii | কি i + ii কি i + iii | |
| ■ | উন্নিপক্টি পঢ়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | ■ | উন্নিপক্টি পঢ়ে ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | |
| | তামশু মহাজনের জয়ি বেদবল হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে তাঁর মনে শান্তি নেই।
বাড়িতে না জানিয়ে তিনি জয়ি রক্ষার জন্য কর্তৃত যান। এসব ঘটাচ জোগানোর
অর্থ জোগাড়ের জন্য বিপর্য অবস্থন করতে গিয়ে তাঁর খোদায় হয়। | | আন্দুলাহ গ্রামের কুলে মাটারি করেন। গ্রামের যানুষ তাকেও পির
মনে করেন। কারণ, তাঁর বাবাও পির ছিলেন। সে কারণে গ্রামের
একজন বয়েক লোক তাঁর পারে সালাম করতে যান। কিন্তু আন্দুলাহ
এসবে বিপৰ্যা করেন না। সেজন্য তিনি সালাম করতে না দিলে বয়েক
লোক মনে করে বেহেতুর পথটা কঠিন হয়ে গেল। | |
| ১১. | উন্নিপক্টের তামশু মহাজনের সাথে 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রটি সামৃদ্ধপূর্ণ— | কি হকিকুলাহ | উন্নিপক্টের আন্দুলাহের কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটকের বিপরীত | |
| ১২. | কি হাশেম আলি | কি হাশেমের আলি | বৈশিষ্ট্যের চরিত্রটি হলো— | |
| ১৩. | গুরুদেবের প্রতারণার শিকার। | কি অমিদার লিঙ্গি | কি হাশেম আলি | কি হাশেম আলি |
| ১৪. | গুরু সাহেবের প্রতারণার শিকার। | | কি হকিকুলাহ | কি বহিপীর |
| ১৫. | গুরু সাহানোর জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। | | কি বহিপীর | |
| ১৬. | গুরু হারানোর জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। | | কি বৈশিষ্ট্যের চরিত্রটি হলো— | |
| ১৭. | গুরু বজরায় দুর্ঘটনার শিকার। | | কি ধূর্ততা | কি ধৈর্যশীলতা |
| ১৮. | | | কি কুসংক্ষণাযুক্ত | কি ভঙ্গায়ি |

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ১ ▶ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সূজনশীল প্রশ্ন

আজাদের বাবা নামকরা পির ছিলেন। কিন্তু আজাদ লেখাপড়া শিখেছেন। শহরে চাকরি করেন। দীর্ঘদিন পর গ্রামে বেড়াতে আসেন। গ্রামের মূরব্বির তার কাছে এসে তাকে সালাম করতে যায়। আজাদ সাহেব নিজেই তাকে সালাম করেন, কিন্তু মূরব্বি এ ঘটনার নিজেকে পাপী মনে করেন। আরেকজন তার কাছে পানি পড়া নিতে আসে। তাকে আজাদ সাহেব বোঝানোর চেষ্টা করেন।



ক. 'বহিপীর' নাটকের প্রথম সংলাপটি কারণ?

খ. 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা'— এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামের মানুষগুলোর কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত সমাজের কোন চিত্রকে ইঙ্গিত করে তা তুলে ধরো।

ঘ. উদ্দীপকের আজাদ চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ী নয়— মন্তব্যটি বিচার করো।



১

২

৩

৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জ্ঞান

- 'বহিপীর' নাটকের প্রথম সংলাপটি হাশেমের।

খ. অনুধাবন

- বিয়ে হলো তকদিরের কথা— এ কথাটি জামিদারপত্নী খোদেজা বলেছেন তাহেরাকে উদ্দেশ করে। এখানে দাম্পত্য জীবনের অনিচ্ছিত সুখের বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।
- বিবাহ বন্ধনে আবশ্য হয়ে মানুষ সুখী হতে চায়। কিন্তু বিয়ে করলেই যে কেউ সুখী হবে, তার নিচ্ছতা নেই, কেউ তা নিতে পারে না। এক্ষেত্রে দুর্বলচিত্ত মানুষ কর্মশক্তির তুলনায় ভাগ্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল। তারা মনে করে, ভাগ্য ভালো হলে সুখ আসবে, আর ভাগ্য খারাপ হলে তা আসবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে— বিয়ে-হলো তকদিরের কথা।

ঢ সারকথা : দুর্বলচিত্ত মানুষ মনে করে, দাম্পত্য জীবনে সুখ অনিচ্ছিত, তাই তা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়াই উত্তম।



গ. প্রয়োগ

- পীরের প্রতি অন্ধভক্ত মানুষ দেখা যায় 'বহিপীর' নাটকে এবং সেই চিত্রে কুটে উঠেছে উদ্দীপকের সমাজব্যবস্থায়।
- সমাজে 'পীর' মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কারণ সমাজের মানুষের মতে পীর খোদার প্রিয় বাদ্যা। পীর অনেক ক্ষমতা রাখেন, ক্ষমতার কারণেই খোদার সঙ্গে তার সম্পর্ক সালামী এবং মানুষ এই পীরের ক্ষমতার মাধ্যমে খোদার অনুগ্রহ পেতে চায়।
- উদ্দীপকে আজাদের বাবা একজন নামকরা পীর ছিলেন। আজাদের বাবার প্রতি মানুষের গভীর শৰ্ষা-ভক্তির কারণে মানুষ চায় আজাদও তার পিতার মতো কাজ করুক। তারা আজাদকে পীরের সন্তান হওয়ায় পীর মনে করতে থাকে। 'বহিপীর' নাটকেও এ সমাজব্যবস্থার অনুরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বহিপীরকে সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য করে না, তাদের কাছে তিনি অতিমানব। এ কারণেই সারা বছর তাকে মানুষের আতিথ্য প্রাহ্ল করতে হয়। এমনকি বৃক্ষ পীরের কাছে কিশোরী কল্যানকে বিয়ে দিতেও কেউ দোষের মনে করে না। এভাবে পীরের প্রতি যে অন্ধভক্তি তা উদ্দীপক এবং 'বহিপীর' নাটক উভয় সমাজব্যবস্থাতেই সমান বলে মনে হয়।

ঢ সারকথা : 'বহিপীর' নাটক ও উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষগুলোর কার্যক্রমে পীরের প্রতি অন্ধবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের আজাদ চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ী নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।
- ধর্ম মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিত্র বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কারণ ধর্মের মাধ্যমে মানুষ আধিক শান্তি লাভ করে। ফলে যারা ধর্মসংলগ্ন মানুষ তাদের প্রতিও একধরনের দৃঢ়বিশ্বাস থাকে। তবে কিছু কিছু অসাধু মানুষ আছে, যারা এটাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে ঘার্থ হাসিল করে।
- উদ্দীপকে আজাদের বাবা নামকরা পীর ছিলেন। কিন্তু আজাদ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। শহরে চাকরি করেন। অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে দেখলেন যে, মানুষ তাকে অত্যন্ত ভক্তি করছে। মানুষ পানিপড়া নিতে আসছে। আজাদ তাদের সালাম করলে তারা পাপ মনে করছে। আজাদ এ বিষয়টি প্রশ্ন না দিয়ে তাদের বোৱাতে চেষ্টা করেন। অন্যদিকে 'বহিপীর' নাটকেও দেখা যায়, বহিপীরের প্রতি মানুষ অনেক শৰ্ষা প্রদর্শন করে। ফলে সারা বছরই তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। তিনি মুখ কুটে বললেই মানুষ অনেক টাকা বের করে দিতে প্রসূত। এমনকি ভক্তির কারণে বৃক্ষ পীরের কাছে কিশোরী মেয়েকে বিয়ে দিতেও আপত্তি করে না।
- 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরকে অত্যন্ত সুযোগসংরক্ষণ চরিত্রের মানুষ হিসেবে পাওয়া যায়, যার বৈষয়িক জ্ঞান অত্যন্ত জ্ঞানালো। মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই বহিপীর তাহেরাকে বিয়ে করেছেন। উদ্দীপকের আজাদের প্রতি মানুষের অন্ধভক্তি আছে। ইচ্ছা করলেই আজাদ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ধর্মব্যবসায়ী নন, তাই তিনি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাই বলা যায় যে, প্রশ়াস্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

ঢ সারকথা : 'বহিপীর' নাটকে দেখা যায় বহিপীর ধর্মকে ইতিয়ার হিসেবে বাবহার করে ঘার্থ হাসিলের চেষ্টা করেন। একই সুযোগ ধাকা সহেও উদ্দীপকের আজাদ তা করেন না। কারণ উদ্দীপকের আজাদ বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ী নন।



প্রশ্ন ২৪ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২৮ং সূজনশীল প্রশ্ন

ভগিণী সারা যাওয়ার পর মঞ্জুর সাহেবে তার ভগিনী শাজেদার দায়িত্ব নেয়। শাজেদাকে সে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। বিতীয়বার ভগিনীকে বিয়ে দিতে অনেক টাকা প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই বাধা হয়ে শাজেদাকে এক ব্যবসায়ীর বিতীয় ঝী হিসেবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মঞ্জুর সাহেবের ঝী এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে এবং বিয়ে ডেও দেয়।

- ক. 'সূর্যান্ত আইন' কত সালে প্রণীত হয়? ১
 খ. জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩
 ঘ. মাতৃসুলভ সহানুভূতি থাকলেও উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের ঝী চরিত্রটি পুরোপুরি 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রের মতো নয়— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২৮ং প্রশ্নের উত্তর

ক. জ্ঞান

- ১৭৯৩ সালে সূর্যান্ত আইন প্রণীত হয়।

খ. অনুধাবন

- জমিদারি সূর্যান্ত আইনে নিলামে উঠেছে বলে জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই।
- হাতেম আলি জমিদার। খাজনা বাকি পড়ায় তার জমিদারি হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সূর্যান্ত আইনে নির্দিষ্ট সময়ের আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা না দিতে পারলে জমিদারি অন্যের কাছে হস্তান্তর করত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। হাতেম আলি সারা জীবন জমিদার ছিলেন। শেষ বয়সে এসে জমিদারি হারাতে হবে এটা তিনি মানতে পারেননি। আবার জমিদারি বাঁচাতে যে পরিমাণ অর্ধ প্রয়োজন, তাও তিনি জোগাড় করতে পারছেন না। এসব কারণেই হাতেম আলির মনে শান্তি নেই।

গুরুত্বপূর্ণ সারকথা : জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই, কারণ সূর্যান্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে উঠেছে।

গ. প্রয়োগ

- 'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলি একজন আদর্শ মানুষ। কারণ তিনি টাকার জন্য তাহেরাকে পীরের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি— এই বিষয়টি উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।
- বৈষয়িক সুবিধার জন্য মানুষ কখনো কখনো অন্যের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে, যা অন্যায় ও অমানবিকতা। আর যারা মানবতাবোধসম্পর্ক, তাঁরা নিজের সুবিধার জন্য অন্যকে কষ্ট দেন না, বরং নিজের বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের বার্থকে রক্ষা করেন।
- উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেব একজন বার্থবাদী মানুষ। তাই টাকা বাঁচানোর জন্য সে তার 'বোনকে এক ব্যবসায়ীর বিতীয় ঝী হিসেবে বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করে। মঞ্জুর সাহেবের বিপরীত চরিত্র হলো 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি। কারণ তিনি জমিদারি রক্ষা করার ক্ষেত্রে পীরের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার শর্তেও বহিপীরের হাতে তাহেরাকে তুলে দিতে রাজি হননি। সুতরাং দেখা যায় যে, উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলির চরিত্রের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

গুরুত্বপূর্ণ সারকথা : সারকথা : 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি টাকার বিলিময়ে তাহেরাকে পীরের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি। আর উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেব টাকা বাঁচাতেই বোনকে ব্যবসায়ীর বিতীয় ঝী হিসেবে বিয়ে দিতে চেয়েছে।

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা

- 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা র মধ্যে মাতৃসুলভ আচরণ থাকলেও তা কুসংস্কারাঙ্গম। কিন্তু উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের ঝীর মধ্যে কোনো কুসংস্কার নেই। সে আদর্শ মানুষের পরিচয় দিয়েছে।
- কুসংস্কার মানুষের জন্য অভিশাপ। কারণ মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাস করে অনেক সময় সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যাকে গ্রহণ করে। ফলে অনেক ক্ষতি হয় এবং কখনো কখনো বিপদও হয়। আর যাদের চিন্তার ক্ষমতা আছে, বোধের ক্ষুণ্ণণ আছে তারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না।
- উদ্দীপকে মঞ্জুর সাহেবের ঝীর চরিত্রে মাতৃসুলভ আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। শাজেদাকে তার তাই মঞ্জুর সাহেব বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করে। কিন্তু বিয়েতে টাকা খরচ হবে, এটা ভেবে এক ব্যবসায়ীর বিতীয় ঝী হিসেবে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে জোর প্রতিবাদ করে তার ঝী। সে বুঝতে পারে যে সতিনের সংসার কুরুক্ষেত্রের মতো, শাজেদা সেখানে শান্তি পাবে না। 'বহিপীর' নাটকে খোদেজা চরিত্রের মধ্যে মাতৃসুলভ আচরণ খুঁজে পাই। তাহেরা বিপদে পড়ার খোদেজা তাহেরাকে বজরায় তুলে নেন। যত্ন করেন, মাথার চুল আঁচড়ে দেন। মেয়ের 'মতো ব্যবহার করেন তাহেরার সঙ্গে।'
- 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রটি অত্যন্ত কুসংস্কারাঙ্গম। কারণ তাহেরাকে তিনি মাতৃমেহ দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন টিকিই; কিন্তু যখন বুঝলেন যে, তাহেরা পীরের অবাধ্য ঝী, তখনই তার মাতৃমেহ ছান হয়ে যাব। বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে কিশোরী তাহেরার দাস্ত্য জীবন কেমন বেমানান আর অন্যায় হবে, সেটা বিবেচনা না করেই তিনি তাহেরাকে পীরের হাতে তুলে দিতে চান। এ অন্যায়কে হাশেম রোধ করতে গেলে খোদেজা পীরের অভিশাপের ভয় দেখান। পীরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জমিদারি রক্ষা করতে চান। তাই বলা যায়, প্রযোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ সারকথা : সারকথা : 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রে মাতৃমেহ থাকলেও তা কুসংস্কারের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। আর উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের ঝীর চরিত্র কুসংস্কার ঘারা প্রাপ্তিত নয়। অর্থাৎ মঞ্জুর সাহেবের ঝী 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রের অনুরূপ নয়।

প্রশ্ন ৩ ▶ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর তৃতীয় সূজনশীল প্রশ্ন

সুমির বাবা দিনমজুর। যৌতুকের টাকার অভাবে সুমির বাবা বৃক্ষ মোড়লের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। সুমি রাজি না হয়ে কর্মের সম্বাদে বেরিয়ে পড়তে গেলে সবাই মিলে তাকে ধরে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। তখন রাতুল প্রতিবাদ করে এ বিয়ে ঠেকায়। অবশেষে সে নিজেই বিনা যৌতুকে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।



- ক. নৌকার সঙ্গে কীসের ধারা লেগেছিল? ১
- খ. "এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না"— এ কথাটি বুবিয়ে বলো। ২
- গ. উদ্দীপকের সুমি চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. "প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের রাতুল ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি অভিন্ন"— সন্তুষ্যাতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ৩০

ক. ভজান

- নৌকার সঙ্গে বজরার ধারা লেগেছিল।

খ. অনুধাবন

- এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না— কথাটি ছারা তাহেরার আচরণ লক্ষ করে তার মাকে নিদা করা হয়েছে।
- তাহেরার সঙ্গে বহিপীরের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তাহেরা পীরকে স্বামী হিসেবে মানতে নারাজ। সে পীরের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। তার এই পালানোটা জমিদারগুলিনি খোদেজার কাছে খুব অন্যায় কাজ মনে হয়েছে। কারণ খোদেজা পীরভুক্ত, পীরের ছীন হওয়া তার কাছে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। অর্থে তাহেরা পীরের বউ হতে রাজি নয়। ঘর থেকে পালানোর কারণে তার প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে খোদেজার মনে। এজন্যই তিনি উত্তীর্ণ করেছেন।

গ. সারকথা : তাহেরা বহিপীরকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়, তাই সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। এটা খোদেজার কাছে খুব অন্যায় কাজ মনে হওয়ায় তিনি প্রয়োগ্য উত্তীর্ণ করেছেন।

ঘ. প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সুমি চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তাদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
- বিয়ে মানুষের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়ের ক্ষেত্রে তাই বর-কনের পছন্দের বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হয়। বয়সের ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক ধারাগতি হবে এবং বিয়ে কোনো অতিরিক্ত দেনা-পাওনার শর্তে হতে পারবে না। কারণ এসব সমস্যা ধারকে দাম্পত্য জীবন অনেক অসুবৰ্ণ হয়ে ওঠে।
- উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সুমি দিনমজুর বাবার মেয়ে। যৌতুকের অভাবে সুমির বিয়ে হচ্ছে না। এর ফলে বাবা গ্রামের মোড়লের সঙ্গে সুমির বিয়ে ঠিক করে। সুমি এতে ঘোর আপত্তি জানায়। তাতে কোনো ফল হয় না। অবশেষে সুমি পালানোর চেষ্টা করে এবং ধরা পড়ে। গ্রামের মানুষ সুমিকে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। 'বহিপীর' নাটকেও দেখা যায় যে, তাহেরা সংযোগের স্বামৈর ধারকে। তার সংযোগ এবং বাবা জোর করে তাকে বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এভাবে উদ্দীপকের সুমির সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঞ. সারকথা : 'বহিপীর' নাটকের তাহেরাকে জোর করে পীরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। উদ্দীপকের সুমিকেও গ্রামের মোড়লের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সে বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করে, যা তাদের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা

- প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের রাতুল ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি অভিন্ন— সন্তুষ্যাতি যথার্থ।
- সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়া অনেক সাহসের ব্যাপার। কারণ যেখানে মিথ্যার খেলা চলে, সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই কষ্টকর। যারা-মানবিক এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী, তারা কখনই অন্যায়কে প্রশংসন দেন না। মিথ্যার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করায় তাদেরকে কখনো কখনো ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়।
- উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাতুল অত্যন্ত প্রতিবাদী চরিত্র। সুমির বাবা দিনমজুর, যৌতুকের কারণে ঘেরে বিয়ে দিতে পারে না। ফলে গ্রামের মোড়লের সঙ্গেই ঘেরে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুমি বৃক্ষ মোড়লকে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয় না। সে বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করে ধরা পড়ে। গ্রামের সবাই মিলে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে রাতুল। অবশেষে সে নিজেই সুমিকে যৌতুক হাড়া বিয়ে করে। 'বহিপীর' নাটকের হাশেমও অনুরূপ দৃষ্টিতে সৃষ্টি করে। বহিপীর তাহেরাকে নিজের ছীন বলে দাবি করলেও তাহেরা তা মেনে নেয় না। বৃক্ষ পীরের সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে পালিতে ডুবে মরবে বলে প্রতিবাদ করে। তবু পির তাকে নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা চালায়। এমতাবস্থায় জমিদারপুর হাশেম তাহেরাকে এ বিপদ থেকে উৎসার করে।
- 'বহিপীর' নাটকের হাশেম জমিদারের ছেলে। তাহেরা বিপদাপন্ন মেয়ে। পির তাকে ছীন হিসেবে দাবি করলে সে বৃক্ষ পীরের সঙ্গে না পিলে আঘাত্যা করতে চায়। এছাড়াও যেখানে তাহেরার মত নেই, সেখানে পীরের সঙ্গে তাহেরাকে নিয়ে যেতে দেওয়াও ঠিক নয়। এমন পরিস্থিতিতে হাশেম তাহেরাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই বলা যায় যে, প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের রাতুল ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি অভিন্ন।

ঞ. সারকথা : 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সাহসী প্রতিবাদী চরিত্রের অধিকারী। তাহেরাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সেই গ্রাম পাওয়া যায়। উদ্দীপকের রাতুলও সুমিকে যৌতুক হাড়া বিয়ে করে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থাৎ তারা দুজনেই প্রতিবাদী চরিত্রের অধিকারী।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

NCTB প্রদত্ত চড়ান্ত মানবষ্টনের আলোকে বিষয়বস্তু
ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরপ্রশ্নের
সংখ্যা ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর



নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

- ক. 'সৰ্বান্ত আইন' জমিদার হাতেম আলির জীবনকে কীভাবে
প্রভাবিত করেছে? ৩
- খ. বহিপীর ও হাতেম আলির সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ
কর। ৭

১নং প্রশ্নের উত্তর :

▶ শিখনফল ১১ ও ১৪

ক. 'সৰ্বান্ত আইন' জমিদার হাতেম আলির জমিদারি নিলামে দাঢ় করিয়েছে। ১৭৯৩ সালে প্রণীত এ আইনে বলা আছে, নির্ধারিত তারিখে সূর্য ডোবার পূর্বে জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করতে হবে। তা করতে ব্যর্থ হলে খাজনা পরিশোধে অপরাগতার দায়ে জমিদারির ব্যতীত নিলামে উঠে যাবে। জমিদার হাতেম আলি ক্ষয়িক্ষু জমিদারির প্রেরণ প্রতিনিধি। বৎসরপ্রম্পরায় জমিদারির দাপট করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাতেম আলির জমিদারি যেখানে এসে পৌছায়, তাকে নাট্যকার 'টাকের ঢেল' বলে উল্লেখ করেছেন। তবু গ্রামে সদ্যান বজায় রেখে চলার জন্য এই জমিদারি সহায় ক ছিল। কিন্তু খাজনা বাকি পড়ায় এখন তা নিলামে ওঠার উপক্রম হয়েছে। জমিদারির আয় ছাড়া হাতেম আলির আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। এই জমিদারির ওপরই নির্ভর করছে সদ্যান বজায় রেখে চলা। তাই বলা যায়, 'সৰ্বান্ত আইন' হাতেম আলির জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

খ. 'বহিপীর' নাটকে বহিপীর ও হাতেম আলির সম্পর্ক আশ্রয়হীনতা ও আশ্রয়দাতার।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর এই এলাকার মানুষ নন। তার বাড়ি সুনাঘগঞ্জে। বছরের বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত তার মুরিদদের সঙ্গে কাটান। এখানে তার এক পেয়ারের মুরিদ আছে। মুরিদ পিরের আশীর্বাদ পেতে নিজ কন্যাকে বৃন্দ পিরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। মুরিদের মেয়ে তাহেরা এই অসম বয়সের বিয়েকে মেনে নেয় না। তাই সে বিয়ের রাতে বাড়ি ছেড়ে পালায়। ফলে পিরসাহেব তার সহযোগী হকিকুলাহকে সঙ্গে নিয়ে নববধূকে ঝুঁজতে বের হন। নৌকায় করে যাওয়ার সময় প্রচন্ড ঝড় ঝট। তখন বহিপীরের নৌকার সঙ্গে জমিদারি বজরার ধাক্কা লাগে। আধ ডোবা অবস্থায় বহিপীরকে উদ্ধৰণ করেন জমিদার হাতেম আলি।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িক্ষু জমিদার। রেশমপুরে তাঁর ব্যক্তিশৈলী জমিদারি রয়েছে যা সার্ব্য আইনে নিলামে চলে যেতে বসেছে। তাই তিনি শহরে বন্ধু আনন্দোরারউদ্দিনের কাছে টাকা ধারের জন্য পি঱েছিলেন। বিবরাটি প্রথমে তিনি স্ত্রী-পুত্র এমনকি বহিপীরের কাছেও গোপন রাখেন। বন্ধুর কাছে টাকা থেকে ধার না পাওয়ার তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং বহিপীরের কাছে সরকিছু মূলে বলেন।

বহিপীর প্রথমত হাতেম আলির অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি জানতে পারেন তার পলাতক স্ত্রী তাহেরা জমিদারের এই বজরায়ই অবস্থান করছে। তাই তিনি জমিদার হাতেম আলিকে তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে কিরে যাওয়ার শর্তে টাকা ধার দিতে চান। শহরে পিরসাহেবের কিছু ধনী মুরিদ আছে। তাদের কাছে থেকে টাকা নিয়ে বহিপীর জমিদার হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।

হাতেম আলি পিরসাহেবের এই শর্তের স্বার্থ খুঁজে পান না। বিপদে পড়লেও হাতেম আলি ব্যক্তিত্বান পুরুষ। তাই তিনি এমন শর্তে টাকা নিতে অবীকৃতি জানান। পিরসাহেবেও তার ভুল বুঝতে পারেন। ফলে তিনি বিনা শর্তে হাতেম আলিকে টাকা দিতে রাজি হন।

বহিপীর ও হাতেম আলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায় দুজনেই গভীর দৃষ্টিত্বয় পথ। বহিপীর তার পালিয়ে যাওয়ার স্তৰীকে খুঁজে পাওয়ার এবং বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিত্বয় ব্যত। অন্যদিকে হাতেম আলি বহু পুরোনো জমিদারির হারানোর দৃষ্টিত্বয় ভীত। জমিদারির সঙ্গে হাতেম আলির মানসম্মান সহকারে বেঁচে থাকা নির্ভর করছে। তাই হাতেম আলি ও পিরসাহেবকে গভীর দৃষ্টিত্ব মধ্য দিয়ে মেলানো যেতে পারে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

ক. "খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের
নাই।" – উক্তিটি কার? কেন তিনি একধা বলেছিলেন? ৩

খ. 'বহিপীর' নাটকের নাট্যকার কোন কোন সামাজিক সমস্যার
আলোকপাত করেছেন? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর :

▶ শিখনফল ৩ ও ২

ক. "খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।" – আলোচ্য উক্তিটি বহিপীরের। বহিপীর জমিদারি হারানোর ভয়ে দৃষ্টিত্বান্ত হাতেম আলিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একথা বলেছেন।

বিপদের সময় আত্মহারা হয়ে পড়া উচিত নয়। বরং ধৈর্য ধরে বিপদ থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ধৈর্য সব উপায় শেষ হয়ে যায়, তখন ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব হয় না। হাতেম আলির জমিদারি সার্ব্য আইনে নিলামে ওঠার উপক্রম হয়েছে। স্ত্রী-সন্তানকে যিথ্যা বলে শহরে চিকিৎসার নাম করে বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে অর্ধ সাহায্যের জন্য এসেছিলেন তিনি। অথচ ধনাচা সেই বন্ধুও তাঁকে নিরাশ করেছেন। ফলে হাতেম আলি হতাশায় দুচোখে অন্ধকার দেখছেন। তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করেছে। বহিপীর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা রাখার উপদেশ দিয়েছেন। বহিপীরের মতে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। হাতেম আলির জমিদারি যাওয়ার আশঙ্কাও হয়তো সেই রকম একটি পরীক্ষা। তাই বিচলিত না হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভরসা রাখা উচিত বলে মনে করেন বহিপীর।

খ. 'বহিপীর' নাটকে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। নিচে কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করা হলো—

প্রথমত, 'বহিপীর' নাটকের নামকরণেই পির সম্পন্দায়ের ধর্মব্যাসার ইঙ্গিত রয়েছে। সুফিরাদের ব্যাখ্যার ওপর পির-মুরিদ প্রথা গড়ে উঠলেও বর্তমান সময়ে তা ব্যাবসার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বহিপীর উল্লেখ করেছেন বছরের বিভিন্ন সময় তাকে বিভিন্ন অঙ্গে মুরিদদের কাছে কাটাতে হয়। মুরিদরা তাদের সর্বস্ব দিয়ে পিরের সেবা করে। হালের গুরু, ঘাগল-মুরগির ব্যবস্থা করে

নাটক ৪ বহিপীর

খাওয়ায়। অর্থ না ধাকলেও খল করে পিরের সেবা করে। তাহেরার বাবা-মা সেই পিরকে খুশি করতে তাদের কিশোরী কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিল। এমনকি বহিপীর চাইলে তার ধনী মুরিদরা পিরকে জমিদারি রক্ষার টাকা দেবেন বলেও বহিপীরের দৃঢ় বিশ্বাস।

চিতীয়ত, সাধারণ মানুষের কুসংস্কার, অস্মিন্দিগ্নাস ও ধর্মজীবি 'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। বাস্তব জ্ঞানবহুর্ভূত ধর্মজীবিই ধর্মীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে উৎসাহিত করে। 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রটি ধর্মীয় ভীতির প্রামাণ্য দলিল। তাহেরার সঙ্গে বহিপীরের বিয়ে অন্যায় বুঝেও তিনি বহিপীরকেই সমর্থন করেন শুধু বহিপীরের বদনোয়া লাগার ভয়ে।

তৃতীয়ত, অসম বয়সের বিবাহ এ নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। হিন্দু সমাজের কৌলীন্য প্রথার সূত্র ধরে বাংলার সর্বত্র অসম বয়সের বিয়ে চালু হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' প্রসন্নে আশি বছর বয়স্ক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আট বছরের শিশুকন্যার বিয়ে এক সময়ে এসমাজে প্রচলিত সত্য ছিল। 'বহিপীর' নাটকে পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সঙ্গে কিশোরী তাহেরার বিয়ের ব্যাপারটি সেই অসম বয়সের বিয়েকে সামনে এনেছে।

চতুর্থত, নারীসমাজের প্রতি সামাজিক অবমাননার দিকটি ফুটে উঠেছে 'বহিপীর' নাটকে। 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসার দিকটি নিঃসন্দেহে দৃঢ়সাহসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু জমিদারপঞ্জী খোদেজা বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখেননি। তিনি নানাভাবে তাহেরাকে হেয় করেছেন।

পঞ্চমত, ইংরেজদের রেখে যাওয়া জমিদারি প্রথার ভাঙন। 'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলি ক্ষয়িকু জমিদার। বাপ-দাদার আশলে জমিদারির নাম-ভাক ধাকলেও এখন তা কেবল চাকের চোলের মতো। তাও সম্ভ্যা আইনে নিলামে চড়তে যাচ্ছে।

'বহিপীর' নাটকের উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমস্যা ওগৱে বর্ণিত হলো। নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এসব বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

ক. তাহেরা কেন বহিপীরের সঙ্গে ফিরে যেতে চেয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

৩

খ. হাশেমকে কি প্রতিবাদী চরিত্র বলা যায়? তোমার মন্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।

৭

গুণ প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৯ ও ১৪

ক: আশ্রয়দাতা জমিদার হাতেম আলির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁর জমিদারি রক্ষার জন্য তাহেরা বহিপীরের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল।

তাহেরা সৎমায়ের সংসারে বড় হওয়া মেরে। তার সৎমায়ের ইত্থনে বাবা বৃন্দ পিরের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেয়। তাহেরা এই অসম বয়সের বিয়ের ব্যাপারে সোজার হয় এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে জমিদারের বজরার আশ্রয় নেয়। জমিদার হাতেম আলি ও তার স্ত্রী খোদেজা অসহায় তাহেরাকে আশ্রয় দেওয়ায় তাদের প্রতি তাহেরা কৃতজ্ঞ। জমিদারগুলি খোদেজা তাকে কন্যার সমতুল্য মনে করেছেন। ঘটনাচক্রে বহিপীর ঝড়ের কবলে পড়ে জমিদারের বজরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জানতে পারেন তার পলাতক নববধূ এই বজরাতেই অবস্থান করছে। ধূর্ত বহিপীর তার স্তৰীকে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষায় টাকা ধার দিতে চান। আশ্রয়দাতা হাতেম আলির উপকারে আসার সুযোগ তাহেরা হাতছাড়া করে না। জমিদার হাতেম আলির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে তাহেরা বহিপীরের সঙ্গে ফিরে যেতে রাজি হয়।

খ: হাশেমকে প্রতিবাদী চরিত্র বলা যায়।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জমিদারপুত্র হাশেম আলি। প্রচলিত জমিদারি ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা লাপ্পট্য শ্রেণির যুবক সে নয়। হাশেম আলি উচ্চশিক্ষিত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জমিদারপুত্র হয়েও পিতার জমিদারির প্রতি তার বিদ্যুমাত্র আগ্রহ নেই। বরং ব্যাবসা করে নিজের পায়ে দাঢ়াতে আয় সে। তাই বাবার কাছে ছাপাখনার ব্যাবসা দেওয়ার স্বপ্ন ব্যাক করেছে।

হাশেম আলি একটি ইতিবাচক চরিত্র। মানবীয় সূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের গুরুত্ব তার কাছে সর্বাধিক। এক অর্থে হাশেম আলিকে নায়ক বলা যেতে পারে। জমিদারপুত্র হলেও বৈবারিক বিবেচনা তার কাছে কম। পিতার জমিদারি চলে গেলে এবং ছাপাখনা বসাতে না পারলেও সে চিন্তিত নয়। সে ভাবে, যখন লেখাপড়া করেছে তখন একটা কিছু হবেই। সে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

অসম বিয়ে না মেনে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা তাহেরার সমস্যা হাশেম আলিই প্রথম উপলব্ধি করে। হাশেম তাহেরার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। মেয়েটি আবাহন করতে পানিতে বাঁপ দিতে চাইলে হাশেম তাকে রক্ষা করে। পুরো বজরার মানুষ তাহেরার বিপক্ষে চলে গেলেও একমাত্র হাশেমই ছিল তার পক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত সে তার পক্ষ ত্যাগ করেনি। 'নাটকে' তাকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির। একেতে মাতার সাবধান বালী, বহিপীরের ভীতি প্রদর্শন, পিতার করুণ অবস্থা— কোনোকিছুই তাকে পিছু হটাতে পারেনি। সে তাহেরাকে বাঁচাতে চেয়েছে, এমনকি বিয়ে করে হলেও। জমিদারপুত্র হিসেবে তাহেরা তার কাছে একটি অপরিচিত মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব বৈবারিক ভাবনা ত্যাগ করে মেয়েটিকে বাঁচাতে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সবকিছু ছিল করে অচেনা অপরিচিত একটি মেয়েকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে অজ্ঞানার উদ্দেশ্যে।

হাশেম আলির শিক্ষা কেবল বাহ্যিক নয়, তার মনুষ্যত্ব গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সব ধরনের সংকীর্ণতামূল্য আধুনিক যুবক। প্রেসের ব্যাবসার সন্দারণা বিনষ্ট হলেও সে চিন্তিত নয়। সে মায়ের সাবধান বালী, বহিপীরের ভীতি প্রদর্শন কিংবা বাবার করুণ অবস্থার চিন্তায় মনুষ্যত্বীন কাজ করতে প্রস্তুত নয়। সমাজের প্রচলিত অসম বিয়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী। আর এই অসম বিয়ের শিকার বালিকা তাহেরাকে নিয়ে পালিয়ে তার প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায় যে, হাশেমকে অবশ্যই প্রতিবাদী যুবক বলা যায়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৪

ক. "কখ্য ভাবা হইল মাঠ-ঘাটের ভাবা, খোদার বালী বহন করার উপযুক্তা তাহার নাই।"— এ উক্তি কে এবং কেন করেছিল? ৩

খ. "নাটকে সাহস এবং স্বাধীনতার প্রতীক হচ্ছে তাহেরা।"— তাহেরা চরিত্রিত্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশপূর্বক এ স্বত্ব বিশ্লেষণ কর। ৭

গুণ প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৮ ও ১৪

ক: "কখ্য ভাবা হইল মাঠ-ঘাটের ভাবা, খোদার বালী বহন করার উপযুক্তা তাহার নাই।"— উক্তিটি 'বহিপীর' তার নাম প্রসঙ্গে করেছিল।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তিনি এখানকার লোক নন। তার বাড়ি সুনামগঞ্জ। বছরের বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মুরিদদের বাড়িতে কাটান পিরসাহেব। তাকে সারা বছরই ওয়াজ-নসিহত করে ফিরতে রাজি হয়। তাছাড়া

দেশের সর্বত্র তার মুরিদ থাকায় আঙ্গলিক ভাষায় কথা বলা তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা একেক আঙ্গলের আঙ্গলিক ভাষা একেক রকম। তাই বহিপীরকে বাধ্য হয়ে বইয়ের ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তাছাড়া বহিপীর মনে করেন কথা ভাষা জনসাধারণের ভাষা। শরিয়ত তথা সন্দিকৃতার দিকনির্দেশনামূলক উপদেশ বহন করার সক্ষমতা আঙ্গলিক কথা ভাষার নেই। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত খোদার বাণীকে যথাযথভাবে ধারণ করার গুরু-গভীর বৈশিষ্ট্য কেবল বইয়ের ভাষারই রয়েছে। তাই বহিপীর মনে করেন খোদার বাণী ধারণ করার স্ক্ষমতা কথা ভাষার নেই।

৩. 'বহিপীর' নাটকের 'সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র তাহেরো। সে ঘাত্তীন।' সে সংযোগের সংস্কারে পালিত এক মেয়ে। তার বাবা এবং সৎস্মা তার মতামতকে উপেক্ষা করে বৃক্ষ পিরের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। তাই তাহেরাকে সাহস ও স্বাধীনতার প্রতীক বলা যায়।

নিজের অমতে বিয়ের বিবুদ্ধে বিদ্রোহ করে ঘর ছেড়ে পালানো তৎকালীন সমাজ বিচারে একটা মেয়ের পক্ষে কখনোই সহজ কাজ 'বলা যায় না।' ফলে তাহেরা পালিয়ে গিয়ে নিঃসন্দেহে দৃঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। নানাবিধি আশঙ্কার নিয়ে পালিয়ে তাহেরা সমাজে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিকটি উন্মোচন করেছে।

ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমঅধিকার থাকা উচিত। বিয়ের মতো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত জানানো প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার। কিন্তু আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় কর্তৃত্ববান পুরুষের মতামত নেওয়া হলেও নারীরা সব সময় থেকেছে অবহেলিত। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্তে তাদের মতামত জানার প্রয়োজন মনে করে না সমাজের কর্তৃব্যক্তি। তাহেরার মতো প্রতিবাদী নারীরা তাদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য না দিলে এ ধরনের কার্যক্রমের বিবুদ্ধে ঝুঁকে দাঢ়ালে তবেই সমাজের পরিবর্তন আসবে। তাই পারিবারিক সিদ্ধান্তকে মেনে না নিয়ে পালিয়ে আসায় তাহেরা চরিত্রের মধ্যে দৃঃসাহসিকতা ঝুঁটে উঠেছে।

ছিতীয়ত, জন্মগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন। যতামতের ব্যাপারেও তাই। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে অপরের মতকে অগ্রহ্য করার স্বাধীনতা। তাহেরার মাঝে ব্যক্তিস্বাধীনতার সেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। বাবা-মায়ের মতামত, বৃক্ষ পিরের সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্তে তাহেরার পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই সে তার ব্যক্তিস্বাধীনতার বলে এ বিয়েকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পালিয়ে এসেছে। বিষয়টি তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নির্দেশ করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ তথা পারিবারিক সিদ্ধান্তের বিবুদ্ধে তাহেরার অবস্থান। একাকী একটা মেয়ের পক্ষে বাড়ি থেকে পালিয়ে অনিশ্চয়তার দিকে পা বাঢ়ানো জীৱনের কাজ নয়। তাহেরা পালিয়ে গিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে পারিবারিক অবিবেচনামূলক সিদ্ধান্তের বিবুদ্ধে মত প্রকাশ করার। তাহেরা পারিবারিক সিদ্ধান্তকে মেনে না নিয়ে সেই স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাই নাটকে তাহেরাকে সাহস ও স্বাধীনতার প্রতীক বলা যায়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৫

- ক. বহিপীর চরিত্রে ইতিবাচক উপাদানগুলো বর্ণনা কর। ৩
খ. সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় গোড়ামির যে চিত্র 'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় দাও। ৭

শেষের উত্তর :

ক. 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রটি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও স্থিরবৃত্তিসম্পন্ন তাকে অসম বয়সে বিয়ের জন্য নানাবিধি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি সবকিছু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। বহিপীরের প্রথম স্তুর মারা যান চৌক বছর পূর্বে। বৃক্ষ বয়সের নিঃসংজ্ঞাত কাটাতে মুরিদের কন্যাকে বিয়ে করার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারেননি। বিয়ের রাতে স্তুর পালিয়ে গেলে তিনি তাকে খুজতেও বেরিয়েছেন। এসব বিষয়ে তিনি পুলিশ হস্তক্ষেপ পরিত্যাগ করেছে। তাহেরাকে ফিরিয়ে আনতে তিনি ধর্মের দোহাইও দিয়েছেন। এতে তাহেরার মন না গলায় পুলিশের ভয় দেখিয়েছেন। তারপর তিনি মানবিকতার বাহানায় তাহেরার সহানুভূতি পেতে চেয়েছেন। সবকিছুই করেছেন স্থিরচিত্তের সঙ্গে। শেষমেশ হাতেম আলিকে টাকা ধার দেওয়ার শর্ত হিসেবে তাহেরাকে অধিকার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তাহেরা হাশেমের সঙ্গে চলে গেলে বহিপীর বিনা শর্ত হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার টাকা দিয়েছেন। তাই একদিক থেকে বিচার করলে 'বহিপীর' তাহেরার একটি নিশ্চিত স্থান দেখতে চেয়েছেন। 'বহিপীর' নাটকের এই দিক বিবেচনার বহিপীর চরিত্রটি সম্পূর্ণ ইতিবাচক চরিত্র।

খ. 'বহিপীর' নাটকে বহিপীর ও খোদেজা চরিত্রের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রটি গ্রামীণ মানুষের কুসংস্কারকে আশ্রয় করে গঠিত পির সম্পদায়ের ধর্মব্যাবসার ঘৰূপ তুলে ধরেছেন। বহিপীরের বাড়ি সুনামগঞ্জে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। বহিপীর সারা বছর মুরিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওয়াজ-নসিহত করে সেবা নেন। বহিপীরের মুরিদরা তার কথায় সব করতে পারে। হালের গুরু বিক্রি করে, আখালের ছাগল-মুরগি জবাই করে পিরের সেবা করতে প্রস্তুত। মুরিদের সামর্থ্যে না থাকলেও কর্জ করে পিরের সেবায় মরিয়া তারা। এমনকি পিরের এক মুরিদ ও তার স্তুর মিলে তাদের বালিকাকন্যা তাহেরাকে পঞ্জাশোর্খ বৃক্ষ পিরের সঙ্গেও বিহোও দেয়। যদিও তাহেরা তা মেনে নেয়নি। বহিপীরের শহরের ধনী মুরিদরা পির সাহেবকে হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার টাকা দিতেও কস্তুর করবে না। ধর্মকে পূজি করে ব্যাবসার এই তথ্যটি বাংলাদেশের সমাজে জেকে বসা পির-মুরিদি নামক ধর্মব্যাবসার ঘৰূপ উন্মোচন করেছে।

'বহিপীর' নাটকের একটি অপ্রধান চরিত্র খোদেজা। জমিদার হাতেম আলির স্তুর। এই চরিত্রটি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মভীরু। তাহেরার সঙ্গে বহিপীরের অসম বিয়েটা যে অন্যায় সেটি বুকতে পেরেও পিরের অভিশাপের ভয়ে তিনি এ ধরনের কাজকে অব্যাকার করেন না। ছেলে হাশেম তাহেরাকে উত্পাদ করতে চাইলে তিনি ছেলেকে পিরের অভিশাপের জন্য নিষেধ করেন। এমনকি ছেলে ও পির মুখোমুখি অবস্থানে গেলে তিনি পিরের পক্ষে অবস্থান নেন। অর্থ তিনি তার ছেলেকেও শক্তভাবে দমন করতে পারেন। পিরভক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীত প্রকৃতির এমন খোদেজাদের কারণেই সমাজে এখনো পির সম্পদায়ের ধর্মব্যাবসা টিকে থাকতে পেরেছে। পির সাহেবের জীবনাচরণ ও তার মুরিদাদের সর্বস্ব দিয়ে পিরের সরুচি অর্জনের চেষ্টা 'বহিপীর' নাটকের ধর্মীয় গোড়ামির চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। পাশাপাশি জমিদারপত্নী খোদেজার কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোড়ামি সমাজে প্রচলিত ধর্মব্যাবসা বৃক্ষের সহায়ক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বহিপীর-ধর্মব্যাবসায়ী হল খোদেজা ধর্মব্যাবসার অনুকূল পরিবেশ।



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৬

ক. 'বহিপীর' নাটকে উল্লিখিত পিরপথার স্বৃপ্ন ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. তাহেরা ও খোদেজা চরিত্রের গতিশৈক্ষণিক বিশ্লেষণ কর। ৭

গুনং প্রশ্নের উত্তর : ► শিখনফল ১ ও ১০

ক. 'বহিপীর' নাটকের উল্লিখিত পিরপথা বাংলাদেশের পির-মুরিদ সম্পর্কের স্বৃপ্ন উন্মোচন করেছে। মধ্যাপ্রাচ্য থেকে ইসলাম ধর্ম সৃষ্টি হয়ে মধ্যযুগে ভারতবর্ষ ও বাংলা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

অশিক্ষিত জনসাধারণকে সুকিবাদের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা থেকে পিরপথার সূচনা হয়। ধীরে ধীরে তা একটি আর্থাবেষী গোষ্ঠীর ধর্মব্যাবসায় সূপ্ত লাভ করে। 'বহিপীর' নাটকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। 'বহিপীর' নাটকের নামকরণের ঘণ্টাই পিরপথার ইঙ্গিত রয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। বছর দুবছর অন্তর তিনি তার বিভিন্ন অঞ্চলে মুরিদদের বাড়ি গমন করেন। মুরিদরা সর্বো উজাড় করে পিরের সেবা করে। গৃহস্থের ছাগল-হাস-মুরগি জবাই করে, অর্থ কর্জ করে হলেও পিরের সেবায় তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। বহিপীরের ধনী মুরিদরা তাকে জমিদারি নিলামের হাত থেকে বাঁচানোর ঘটো অর্থ নিতেও কসুর করবে না বলে পিরসাহেবে আশ্বাবিশ্বাসী। তাহেরার বাবা-মা তো বৃন্দ পিরের সেবায় কিশোরী কন্যাকেও দান করে দিয়েছে।

খ. বহিপীর নাটকের দুই ভিন্ন মানসিকতার দুজন নারী চরিত্র তাহেরা ও খোদেজা। তারা পরম্পরার বিপরীত মেরুর চরিত্র।

তাহেরা চরিত্রটির প্রতি নাট্যকার বিশেষ যত্নবান ছিলেন। গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে তাহেরা। তার মা নেই। সৎমায়ের সংসারে সে মানুষ। বাবা ও সৎমা মিলে বৃন্দ বহিপীরের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। বহিপীর সুনামগঞ্জের অধিবাসী। তাহেরার বাবা, সৎমা বহিপীরের মুরিদ। পিরের আশীর্বাদ পেতে তারা তাদের মেয়েকে উৎসর্গ করে। তাহেরা বিশ শতকের প্রথমার্ধের নারীজাগরণের প্রতীকী চরিত্র। সে এই অসম বিয়ে মানে না। তাই বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে ডেমরার ঘাটে পৌছায়। সেখানে বাজে ছেলেদের কুনজরে পড়তে দেখে জমিদারপত্নী খোদেজা তাকে বজায় আশ্রয় দেন।

অন্যদিকে জমিদারপত্নী খোদেজা। স্বামীর চিকিৎসার জন্য স্বামী ও একমাত্র পুত্র হাশেম আলিকে নিয়ে শহরে যান। খোদেজা সরল পরিচয় নারীর প্রতীক। সামাজিকভাবে বন্ধনকে তিনি ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। কুসংস্কার ও ধর্মভূতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি মনে করেন তাহেরার বিয়ের আসর থেকে পালানো উচিত হয়নি। এমনিতে খোদেজা মানবিক গুণের অধিকারী। তবে পিরের বদদোয়াকে তিনি খুবই ভয় পান। তাহেরা প্রসঙ্গে বহিপীর ও তার নিজ পুত্র হাশেম আলি মুখোমুখি দাঁড়ালে খোদেজা বহিপীরের পক্ষ নেন। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে খোদেজা খুবই দুর্বল। তিনি শক্ত হাতে তার পুত্রকেও দমাতে পারেননি।

এদিক থেকে তাহেরা দৃঢ়সাহসিকতার পরিচয়বাহী। তাহেরা স্বাধীন ব্যক্তিসত্ত্বে উভাসিত অনমনীয় এক নারী। সে কখনোই বহিপীরকে স্বামী হিসেবে মেনে নেয়নি; বরং বাবাবার প্রতিবাদ করেছে। বহিপীরের দেখানো পুলিশের ভয়, বার্ধক্যজনিত সহানুভূতির দোহাই কোনোকিছুই তার ব্যক্তিত্বকে টলাতে পারেনি। সে প্রয়োজনে পানিতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে তবু বহিপীরের সঙ্গে যাবে না। কিন্তু তার আশ্রয়দাতা হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষার টাকা দেওয়ার শর্তে সে ষেষ্যায় ফিরে যেতে রাজি হয়েছে। এদিক বিচারে তাহেরা চরিত্রটি মানবিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তাহেরা চরিত্রটি 'দৃঢ়সাহসী নারীসত্ত্ব' প্রতীক। জীবনের প্রশ্নে সে স্বাধীনচেতা, নিজ সিন্ধান্তে অনমনীয়। কৃতজ্ঞতাবোধ চরিত্রটিকে মানবীয় করে তুলেছে। অন্যদিকে খোদেজা চরিত্রটি সরল, ধর্মভূত প্রার্থী মায়ের প্রতীক। তাহেরাকে আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিলেও বহিপীরের অধ্যাত্মাপ্রতির ভয়ে ভীত তিনি। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস চরিত্রটিকে নেতৃত্বাচক করে তুলেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৭

ক. বহিপীর কেন বইয়ের ভাষা রঞ্জ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. তাহেরাকে বিশ শতকের নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৭

গুনং প্রশ্নের উত্তর : ► শিখনফল ৮ ও ১৪

ক. বিভিন্ন অঞ্চলের মুরিদদের বোকার ঘারে বহিপীর বইয়ের ভাষা রঞ্জ করেছেন।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তিনি এখানকার মানুষ নন। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। বছর দুবছরে বহিপীর একবার মুরিদদের বাড়ি যান সেবা দেওয়ার ও ধর্ম উপদেশ দেওয়ার জন্য। মুরিদরা সর্বো দিয়ে বহিপীরের সেবা করে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় তার মুরিদ-থাকায় সব অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা তার পক্ষে শেখাটা দুর্বল। তাছাড়া এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে কাটু শোনার। আবার কথ্য ভাষার বেশ কিছু সংকীর্ণতা রয়েছে। বহিপীর ঘেরে ওয়াজ-নসিহত করে বেড়ান, সেহেতু তার ভাষায় গান্ধীর ধাকা বাঞ্ছনীয়। কথ্য ভাষার শব্দে সেই গান্ধীর নেই যা শরিয়তের বাণীকে বহন করতে পারে। তাই বহিপীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার জটিলতা এড়াতে এবং কথা-বার্তায় যথার্থ গান্ধীর বাজায় রাখতে বইয়ের ভাষা রঞ্জ করেছেন।

খ. হ্যা, তাহেরাকে বিশ শতকের নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক বলা যায়। আমার মতের সপক্ষে নিচে যুক্তি তুলে ধরা হলো—

'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ উনিশ শতকের শেষাংশ এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নকে নির্দেশ করে। ১৭৯৩ সালে 'সূর্যাস্ত আইন' প্রিতিশ ভারতে চালু হয় এবং এ আইনে জমিদার হারাতে থাকে। এ সহয় পর্যবেক্ষণ হাতেম আলির ক্ষয়িক্ষ জমিদারি প্রমাণ করে নাটকটি বিশ শতকের সূচনায় প্রবহমান। বিশ শতক বাংলার আধুনিকতাবাদের কাল। সাহিত্য সমাজ সংস্কারের তুমুল গতিধারা নিয়ে বিশ শতক উভাসিত। বেগম রোকেয়া, বেগম ফজিলাতুন্নিসার মতো নারীরা বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীর অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাহেরা চরিত্রের মধ্যে লেখক বিশ শতকের সেই নারীজাগরণের বীজ বুলে দিয়েছেন।

তাহেরার বাবা-সৎমা তাদের বৃন্দ পিরের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেয়। বিয়েতে তাহেরার মতকে তারা উপেক্ষা করে। অসম বয়সের এই বিয়ে সে ঘেনে নেয় না। বিয়ের রাতে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় সে। সমকালীন সমাজ বিচারে একটি কিশোরীর পক্ষে এমন দৃঢ়সাহসের কাজ অভাবনীয়। স্বাধীনচেতা তাহেরা ত্য করে দেখায়। আঞ্চলিক-পরিজন ছেড়ে অনিশ্চিত পথে পা বাঁচানো একটি মেয়ের পক্ষে সহজ ছিল না। তাহেরা পুরুষতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছে।

বহিপীর তার সহযোগী ইকিকুম্ভাকে নিয়ে তাহেরার খৌজে দের হলে ঘটনাক্রমে জমিদার হাতেম আলির বজরায় তাহেরার সম্মান পায়। তাহেরা নিজের পরিচয়ও গোপন করেনি। কিন্তু বহিপীরের সব কৃটচক্রের জাল ছিঁড় করেছে। বহিপীরের দেখানো গুলিশের ভয়ে তাহেরা ভীত হয়নি। এক্ষেত্রে বৃষ্ণ মানুষ হিসেবে পিবের সহানুভূতির প্রয়োগ তাহেরা ছিল অবিচলিত। সে পানিতে ঝাপ দিয়ে আক্ষবিসর্জন করতেও প্রস্তুত ত্বরণে বহিপীরের সঙ্গে ফিরে যাবে না। এই অনন্ধনীয় বাস্তিত তাহেরাকে আধুনিক মানুষে পরিণত করেছে। শেষ পর্যন্ত সে জমিদারপুত্র হাশেম আলির হাত ধরে অজ্ঞানায় উক্ষেপ্ত্রে ঢলে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিশ শতকের সূচনার পরিম্বলে রচিত 'বিহীন' নাটকের তাহেরো চরিত্রটি ধার্মীনচেতা, অধিকারসচেতন, আধুনিক নারীজগনশের প্রজীক হয়ে উঠেছে। তাহেরো শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বে থেকেছে অটল, সিদ্ধান্তে থেকেছে অননন্মীয়। নিজের মতামতকে উপেক্ষা করায় বাড়ি থেকে পালিয়ে দুঃসাহসিতার যে পরিচয় দিয়েছে তা সমকালীন পরিম্বলে বিরুদ্ধ।

বর্ণনাবৃক্ষ প্রঞ্চ ০৮

- ক. নাটক কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
 খ. "বহিপীর" নাটকের বহিপীর অভ্যন্তর খৃত ও বাস্তব জ্ঞানসম্পর্ক
 ব্যক্তি।" সন্দেশ মূল্যায়ন কর। ৭

ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣେର ଉତ୍ତର : ▶ ଶିଖନକଲ ୨ ଓ ୮
 କିମ୍ବା ନାଟକ ସାହିତ୍ୟର ଏକଟି ବିଶେଷ ଶାଖା । ନାଟକ ଶବ୍ଦଟିର ମଧ୍ୟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଜିତ ନାଟକ କୀ ତାର ଇତିହାସ ରହୁଥିଲା । ନାଟକ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ତପ୍ତି ‘ନୃ’ ମୂଳ ଧାତୁ ଥେବେ ଉତ୍ସଗତ । ନୃ ମାନେ ହଞ୍ଚେ ନଡ଼ାଚଡ଼ା କରା, ଅଞ୍ଚାଳନା କରା । ନାଟକରେ ଇଂରେଜି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଲୋ Drama । Drama ଶବ୍ଦଟି ଏସେହେ ଯିକ Dracın ଶବ୍ଦ ଥେବେ । ଯାର ଅର୍ଥ ହଲୋ to do ବା କୋନୋ କିଛି କରା । ନାଟକରେ ମଧ୍ୟେ ମୂଳତ ଅଭିନେତା-ଅଭିନେତ୍ରୀଦେର ନଡ଼ାଚଡ଼ା, କଥାବାର୍ତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିର ମାଧ୍ୟମେ ଜୀବନେର ବିଶେଷ କୋନୋ ଦିକ୍ ବା ସଟନା ଉପର୍ଯ୍ୟାପନ କରା ହୁଏ । ପ୍ରାଚୀନ ସଂକ୍ରତ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକକେ କାବ୍ୟ-ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରା ହୁଯେଛେ । ନାଟକ ଅଭିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଉପର୍ଯ୍ୟାପିତ ହୁଏ ବଲେ ଏକେ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ବଲା ହତୋ । କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖାର ବିଷୟ ନୟ, ଶୋନାରୁ ଓ ବିଷୟ । ନାଟକ ମଧ୍ୟେ ଅଭିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଦେଖା ଓ ଶୋନାର ମାଧ୍ୟମେ ଦର୍ଶକରେ ସାମନେ ତୁଲେ ଧରା ହୁଏ । ତାଇ ଏଟି ଏକଟି ମିଶ୍ର ଶିଳ୍ପମାଧ୍ୟମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେ ନାଟକ ଏକଟି ଅଭାବ୍ୟ ପୁରୁତ୍ୱପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ଶିଳ୍ପମାଧ୍ୟମେ ବୃପ୍ତାକ୍ଷରିତ ହୁଯେଛେ ।

୪ “ବହିପୌର” ନାଟକେର ବହିପୌର ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଧୂର୍ତ୍ତ ଓ ବାନ୍ଧବଜୀନସମ୍ପଦ ବାନ୍ଧିବାରୁ—” ମନ୍ଦୁବାଟି ଯଥାର୍ଥ ।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। সুনামগঞ্জ জেলায় তার
বাড়ি। বহিপীর বছর দুবছরাপে মুরিনদের বাড়িতে যান। মুরিনদ্রা
সর্বস্ব দিয়ে তার সেবা করে। একবার এক মুরিন তার কন্যাকে বৃন্দ
পিরের সঙ্গে যিয়ে দিতে চাইলে বহিপীর তাতে রিমত করেন না।
কারণ হিসেবে একাকিত্তের অভ্যন্তর দেখান। বহিপীরের প্রথম ঝীঁ
মারা যান চৌদ বছর আগে। তাই বৃন্দ বয়সে ঝীঁসেবা পেতে তার
আগ্রহের ক্রমতি নেই।

ବହିପୀରେର ବିଯେ କରା କିଶୋରୀ ଝୁଲ୍ଲି ବାଡ଼ି ଥିଲେ ପାଲିଯେ ଯାଉୟାକେ
କେନ୍ଦ୍ର କରେ ବିପତ୍ତି ସଟେ । ଅଛବାସି କିଶୋରୀ ତାହେର ବୃଦ୍ଧ ପିରେର
ସଙ୍ଗେ ନିଜେର ଅମତେ ଏମନ ବିଯେକେ ମେନେ ଦେଯାନି । ମେ ପାଲିଯେ
ଗେଲେ ତାର ବାବା ଓ ସଂଦ୍ରା ପୁଲିଶେ ଖବର ଦିତେ ଚାଇଲେ ବୁନ୍ଦିଆନ
ବହିପୀର ଦେଶବ ନିଧେଧ କରେନ । କେନା ତିନି ବୁଝାତେ ପାରେନ
ତାହେରାର ଅମତେ ଏମନ ବିଯେ ଆଇନ ଘାରା ବୀକୃତ ନନ୍ଦ । ଫଳେ ପୁଲିଶେ

জানালে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। অগত্যা নিজের সফরসঙ্গী হকিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে বহিপীর নিজেই পলাতক গ্রীকে ঘূঢ়তে বের হন।

ভাগকুমে তাহেরা যে জমিদারি বজরায় আশ্য গ্রহণ করে, কাড়ে নৌকাভূবি হয়ে একটুর জন্য বেঁচে গিয়ে বহিপীরও সেই বজরাতেই আশ্য দেন। তার পলাতক ঝী হাতেম আলির এই বজরাতেই অবস্থান করছে দেখে বহিপীর কিষ্টুটা নিশ্চিন্ত হন। তারপর নানা রকম কৌশলের মাধ্যমে তাহেরাকে নিজের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা চালান। প্রথমত নরম কঠে ভস্তুতাবে তাকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। এতে তাহেরা সায় না দিলে বহিপীর তাকে পুলিশের ডয় দেখান। এতেও কাজ না হলে বহিপীর কিঞ্চিমাত করার চাল আঁটেন। হাতেম আলির জমিদারি রঞ্জায় টাকা ধার দেওয়ার শর্তে তিনি তাহেরাকে ফিরে পেতে চান। আশ্যদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পিয়ে তাহেরা বহিপীরের শর্তে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু হাতেম আলি এমন শর্তে টাকা ধার নিতে চান না। তাই তাহেরা জমিদারপুত্র হাশেম আলির হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জয়ায়। পরাজিত হয়েও বহিপীর তার বৃদ্ধিমত্তা থেকে সরে আসেননি। তিনি তাহেরা-হাশেমের চলে যাওয়ায় কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন না। কেননা কৃটবৃদ্ধিসম্পন্ন পিরের বুঝাতে অসুবিধা হয় না যে এ বিষয়টি নিয়ে যত বাড়াবাড়ি হবে ততই তার মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হবে, তার বাস্তিত নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রটি স্থিরবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাই তাকে ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

वर्णनाभूलक प्रश्न ०९

- ক. 'সূর্যাস্ত আইন' কী? হাতেম আলি কীভাবে সূর্যাস্ত আইনের বিপ্লব হতে চলেছেন? ৩

খ. "অশিক্ষিত মানুষের ক্রসক্ষার ও ধর্মজীবি বহিপৌরের ধর্মব্যাবসায় শুরুজি।" মন্তব্যটির সপ্তক্ষে যুক্তি দেখাও। ৭

ଠଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ଉତ୍ସର : ➤ ଶିଖନଫଳ ୧୧ ଓ ୩
କ ବହରେ ନିର୍ଧାରିତ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୋବାର ଆଗେ ଖାଜନା ପରିଶୋଧ ସଂକ୍ରମ୍ଭ ଆଇନଙ୍କୁ 'ସର୍ବାଧ୍ୟ ଆଇନ' ନାମେ ପରିଚିତ ।

ব্রিটিশ ভারতের পার্লামেন্টে ১৯৯৩ সালে 'সূর্যাস্ত আইন' পাশ হয়। ওই আইন সাম্মতি আইন নামেও পরিচিত। ইংরেজ সরকার খাজনা আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফল সূর্যাস্ত আইন। ওই আইনের ফলে নির্দিষ্ট জমির মালিকরা তাদের নামে অর্পিত জমির ওপর বছরের নির্ধারিত দিন সূর্য অন্ত ঘাওয়ার পূর্বে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে ওই জমি খাস বলে বিবেচিত হতো। পরবর্তী সময়ে নিলামের মাধ্যমে সামর্দ্ধারা ওই জমির খাজনা পরিশোধের মাধ্যমে জমি ভোগদখলের কর্তৃত লাভ করত। হাতেম আলি বহিপৌর নাটকের ক্ষয়িয়ু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ায় তার জমিদারি সূর্যাস্ত আইনে নিলাম উঠতে বসেছে। একমাত্র বন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে তিনি অর্ধসাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। তাই বলা যায়, হাতেম আলি খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার সূর্যাস্ত আইনের বলি হতে চলেছেন।

“অশিক্ষিত ধানুষের কুসংস্কার ও ধর্মজীবি বহিপৌরের ধর্মব্যাবসার পূজি !” — আলোচা ফত্তব্যাটি যুক্তিযুক্ত।

‘বহিপৌর’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপৌর। ‘বহিপৌর’ নামকরণের মধ্যেই সৈয়দ ওয়ালিউদ্দাহ বাংলাদেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে জেঁকে বসা পিরপ্রধার বিষয়টিতে শুরুতারোপ করেছেন। বাংলা

নাটক ▶ বহিপীর

অঞ্জলে পিরপথার উভ ঘটে ইসলামের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরে। জনসাধারণকে ইসলামের একত্ববাদের ষষ্ঠ বোঝাতে তৎকালৈ পির-মুরিদ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সাধারণ অশিক্ষিত যানুষকে পুঁজি করে পির সম্প্রদায় ধর্মব্যাবসা শুরু করে। 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের মধ্যে পিরপথা নামে ধর্মব্যাবসার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

বহিপীর নাটকের বহিপীর অত্যন্ত ধূর্ত ও কৃটকৌশলী ব্যক্তি। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। ওয়াজ-নসিহত করার সুবিধার্থে পিরসাহেব বইয়ের ভাষা রঙ করেছেন। তাই তাকে 'বহিপীর' বলা হয়। বহিপীর কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার মুরিদান রয়েছে। বছর দুবছরাত্তির বহিপীর তার মুরিদদের বাড়িতে যান। মুরিদরা তাদের সর্বস্ব দিয়ে বহিপীরের সেবা করে। কেউ হালের বলদ বিক্রি করে, কেউ হাস-মুরগি জবাই করে পিরকে খাওয়ায়।

বহিপীরের প্রথম ছীন বছর আগে মারা গেছেন। অশিক্ষিত মূর্ধ মুরিদ বহিপীরের সেবার উদ্দেশ্যে তার কিশোরী কন্যা তাহেরাকে বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বহিপীরের মতো বৃন্দ কিশোরী মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে সম্মত হওয়াই প্রমাণ করে সেই বহিপীর ভস্ত। বিয়ের রাতে তাহেরা পালিয়ে গেলে বহিপীর তাকে খুঁজতে বের হন। জমিদারপত্নী খোদেজা বহিপীরের অধ্যাত্ম শক্তিকে ডয় পান। তিনি মনে করেন বহিপীরের বদদোয়ায় তার পরিবারের অংশগুল হতে পারে। খোদেজার কুসংস্কারাত্মক মানসিকতা তাহেরাকে বহিপীরের সঙ্গে যেতে মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে। বহিপীর চাইলে তার শহরের মুরিদের অর্থ দিয়ে হাতেম আলির জমিদারি রক্ষা করাও সন্দেশ।

বহিপীরের জীবন-যাপন ও অর্থনীতি তার পিরপথার ওপর নির্ভরশীল। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের ধর্মভীতি ও কুসংস্কার এই অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। মুরিদরা তাদের যথাসর্ব পিরের সেবায় দান করে। তাহেরার সৎমা ও বাবা খিলে তাদের কিশোরী কন্যাকেও পিরের হাতে তুলে দিতে কসুর করে না। জমিদারপত্নী খোদেজা পিরের বদদোয়াকে খুব ডয় পান। শহরের ধনী মুরিদরা পিরের কথায় হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার টাকা দেবেন বলেও পিরসাহেব আগ্রাবিশ্বাসী। তাই বলা যায় যে, অশিক্ষিত মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মভীতিই হলো বহিপীরের ধর্মব্যাবসার পুঁজি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১০

- ক. বহিপীর কীভাবে জমিদারের বজরায় আসেন? ৩
খ. "তাহেরাকে কেন্দ্র করেই 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে" মন্তব্যটির পক্ষে অধৰ্ম বিপক্ষে তোধার মতহৃদয়ত দাও। ৭

১০নং প্রশ্নের উত্তর:

► শিখনকল ৫ ও ১৪

- ক. বাড়ের ক্যারণে নাকানিচুবানি খেয়ে বহিপীর জমিদারের বজরায় আসেন।

বহিপীরের বাড়ি সুনামগঞ্জে। এখানকার এক পেয়ারের মুরিদ বহিপীরের সঙ্গে তার নিজ কন্যা তাহেরার বিয়ে দেয়। বৎস খানদানি বলে বহিপীর বিয়েতে অমত দেননি। মুরিদের সেই কিশোরী কন্যা অসম বয়সের বিয়ে না ঘেনে পালিয়ে যায়। বহিপীর তার সহকারী হকিকুলাহকে নিয়ে তাহেরাকে খুঁজতে বের হন। ডেমরা ঘাট থেকে বহিপীর ডিঙি নৌকা নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে প্রচন্ড ঝড় ওঠে। বাড়ের প্রকোপ থেকে বাঁচতে বহিপীরের নৌকা একটি হেট খালের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়। তখন জমিদার হাতেম আলির বজরায় সঙ্গে বহিপীরের নৌকার ধাকা

লাগে। বাড়ের প্রকোপ ও বৃহৎ বজরার ধাকায় গতি সামলাতে না পেরে বহিপীরের নৌকা ভুবতে শুরু করে। আধ-ডোবা অবস্থায় বহিপীরকে হাতেম আলির বজরায় টেনে তোলা হয়। মরতে মরতে বেঁচে যান বহিপীর। এভাবে বহিপীর জমিদারের বজরায় আসেন।

ক. "তাহেরাকে কেন্দ্র করেই 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।" মন্তব্যটি সঙ্গে আমি একমত।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম পুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। এক অর্থে তাকেই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়। তাহেরা মা-মরা মেয়ে। সৎমায়ের সংসারে সে বড় হয়েছে। তার বাবা ও সৎমা খিলে বৃন্দ বহিপীরের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে। এ অসম বয়সের বিয়ে মেনে না নিয়ে তাহেরা ঘর ছেড়ে তাহেরা পালিয়েছে। সমকালীন সমাজবাস্তবতা বিচারে এটি অত্যন্ত দৃঢ়সাহসিক পদক্ষেপ। বহিপীর তার পালানোর খবর পেয়ে সহকারী হকিকুলাহকে নিয়ে তাকে খুঁজতে বের হয়েছেন।

জমিদার হাতেম আলির পত্নী অসহায় তাহেরাকে দেখে তাদের বজরায় তাকে আশ্রয় দেন। ঘটনাক্রমে বহিপীরও বাড়ের কবল থেকে কোনোমতে বেঁচে হাতেম আলির বজরায় অবস্থান নেন। ধীরে ধীরে তিনি জানতে পারেন তাহেরা এই বজরাতেই অবস্থান করছে। ফলে বহিপীরের দুর্বল কাজটি অনেকাংশে সহজ হয়ে ওঠে।

হাতেম আলির শিক্ষিত, আধুনিক ও যুক্তিবাদী ছেলে তাহেরার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সে মনে করে তাহেরার অমতে পঞ্চাশোর্ধ্ব পিরের সঙ্গে তাহেরার এ বিয়ে যুক্তিসংগত নয়। সে তাহেরাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে চায়। এমনকি বিয়ে করে হলেও সে তাকে উল্লার করার শপথ করে। একেত্রে মাতার সাধারণ বালী, পিতার জমিদারি হারানোর আশঙ্কা, পিরের পুলিশের ডয় দেখানো কোনোক্ষেত্রে তাকে তার সিন্ধুত থেকে সরাতে পারেনি। ফলে তাহেরাকে কেন্দ্র করেই বহিপীর ও হাশেম আলির মধ্যে হস্ত ঘনীভূত হয়।

শুরু থেকেই তাহেরা তার সিন্ধুতে ছিল অনমনীয়। সে বাধীনচেতা, আধুনিক নারীজাগরণের প্রতীক। পুলিশের ডয়, বৃন্দের প্রতি সহানুভূতি কোনোক্ষেত্রে তাকে অবদমন করতে পারেনি। প্রয়োজনে সে পানিতে ঝাপ দিয়ে আরুহত্যা করতে প্রস্তুত তবু সে বহিপীরের সঙ্গে যাবে না।

'বহিপীর' নাটকের মঞ্চায়ন একটা বৃহৎ বজরায়। তাহেরা এই বজরায় আসার মধ্য দিয়ে কাহিনির সূচনা হয়েছে। নাটকের শুরুতে যে বাড়ের কথা বলা হয়েছে তা প্রতীকী অর্থে তাহেরার জীবনে বিদ্যমান বাঢ়। দুই প্রধান চরিত্র বহিপীর ও হাশেম আলির ছান্দও গড়ে উঠেছে তাহেরাকে কেন্দ্র করে। তাই এ কথা নির্বিধায় বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি তাহেরাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১১

- ক. 'বহিপীর' নাটকের শুরুর পরিবেশ বর্ণনা কর। ৩
খ. "তাহেরা একই সঙ্গে অনমনীয় ও যানবিক চরিত্র।" 'বহিপীর' নাটক অবলম্বনে মন্তব্যটির সত্যাসত্য নিরূপণ কর। ৭

১১নং প্রশ্নের উত্তর:

► শিখনকল ১ ও ১৪

ক. 'বহিপীর' নাটকের শুরুতে নাট্যকার নদীর তীরবর্তী বন্দর এলাকার হেমতকালীর বর্ণনা দিয়েছেন, যে নদীর পাড়ে ভেড়ানো ছিল একটি জমিদারি বজরা।

নাটক লেখা হলেও এটি শূলত দৃশ্যকাব্য। মঞ্চায়নের মধ্যেই রয়েছে নাটক রচনার সার্বিকতা। তাই মঞ্চের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার নাটকের শুরুতে মঞ্চ ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশের বর্ণনা উল্লেখ করেন। 'বহিপীর' নাটকেও এই ধারার বাত্যায়

ঘটেন। নাটকার অভ্যন্তর সংক্ষেপে পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। ‘বহিপীর’ নাটকের শুরু হেস্টকালের কোনো একটি দিনের সকাল নয়টায়। নাটকের শঙ্ক বজরায় হওয়ায় চারপাশে নদী, নদীতে নোকা, জাহাজের সিটির শব্দ। পার্শ্ববর্তী তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি পানের শ্বেণ রেশ। মঞ্চটি দুই কামরাওয়ালা একটি জমিদারি রংদার বজরা। বজরার সামনে পাটাতনে বশে একটি চাকর অসলা পেষে; একটু দূরে পিরের সহকারী হকিকুলাহ ইুকা টানে, ছাদে শুকায় বহিপীরের সেবাস। বড় কামরায় জমিদার হাতেম আলি ও বহিপীর। ছেট কামরায় অবস্থান করছে জমিদারগুলি হাশেম আলি, জমিদারপঞ্জী খোদেজা ও তাহেরা। এভাবে লেখক শুরুর পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন।

৩. “তাহেরা একই সঙ্গে অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র।”— মন্তব্যটি সত্য। ‘বহিপীর’ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র তাহেরো। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। মা-মরা মেয়ে সে, সৎমায়ের সংসারেই সে বড় হয়েছে। বাবা ও সৎমা খিলে তাদের বৃন্দ পিরের সঙ্গে তাহেরোর অমতে তাকে বিয়ে দেয়। তাহেরো এই অসম বয়সের বিয়ে মেনে নেয়নি। বিয়ের রাতে সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। সমকালীন সমাজব্যবস্থা বিচারে তাহেরোর এই কাজ দুসাহসিকতার পরিচয়ক। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনিশ্চিয়তার পথে পা বাঢ়ানো একজন নারীর ক্ষেত্রে সহজ ব্যাপার নয়। তাহেরো সজ্জানে এই অনিশ্চিয়তাকে বেছে নিয়েছে।

বাড়ি ছেড়ে তাহেরো আশ্রয় পেয়েছে জমিদার হাতেম আলির বজরায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়েনি। ঘটনাচক্রে বহিপীরও এসে উঠেছেন সেখানে। কিন্তু তাহেরো তার সিন্ধানে অনমনীয়। প্রয়োজনে সে আঞ্চাহত্যা করতে প্রস্তুত, তবু বহিপীরের সঙ্গে সে কিরে যাবে না। বহিপীরের শরিয়ত ঘোতাবেক বিয়ের দোহাই, পুলিশের ভয় কিংবা বৃন্দ বয়সের দিকে তাকানোর সহানুভূতির বাণী কোনোকিছুই তাকে তার সিন্ধান থেকে সরাতে পারেনি।

তাহেরো চরিত্রের অনমনীয় মানসিকতার পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে তার কৃতজ্ঞতাবোধ। অসহায় তাহেরোকে জমিদার পরিবার ডেমরা ঘাট থেকে সহানুভূতির বশে তুলে আনে। বজরায় তুলে তাহেরোর সব দায়িত্ব নেয় এই পরিবার। তাই বহিপীর জমিদার হাতেম আলিকে করুণ অবস্থায় দেখে তাহেরোকে বহিপীরের সঙ্গে যাওয়ার শর্তে জমিদারকে টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। জমিদার হাতেম আলি এ শর্তের যৌক্তিকতা দেখতে পান না। মানবিক তাহেরো তার আশ্রয়দাতাকে টাকা দেওয়ার শর্তে বহিপীরের সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাবে সন্মত হয়। কৃতজ্ঞতাবোধ তাহেরো চরিত্রটিকে মানবিকতা দান করেছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, তাহেরো চরিত্রটি দুঃসাহসের দৃষ্টিত। বহিপীরের সঙ্গে অসম বয়সের বিয়ে না মেনে সে ‘বাড়ি ত্যাগ করে।’ প্রয়োজনে আঞ্চাহত্যা করবে তবু সে বহিপীরের সঙ্গে কিরবে না। শরিয়তি বিয়ের প্রসঙ্গে, পুলিশের ভয় কিংবা সহানুভূতির প্রয় কোনোকিছুই তার সিন্ধান থেকে তাকে সরাতে পারেনি। কিন্তু আশ্রয়দাতা হাতেম আলির বিপদে সে মানবিক হয়েছে। টাকা ধার দেওয়ার শর্তে বহিপীরের প্রস্তাবে সন্মত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, তাহেরো চরিত্র একই সঙ্গে অনমনীয় ও মানবিক।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১২

- ক. “বিয়ে হলো তকদিরের কথা।” খোদেজাৰ এই উক্তিতে তার কেমন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- খ. “ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসাবে বহিপীর জীবন ও জগতকে গণনা করেন।” মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৭

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক. “বিয়ে হলো তকদিরের কথা।” খোদেজাৰ এই উক্তিতে তার ধর্মীয় সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। ‘বহিপীর’ নাটকের খোদেজা চরিত্রটি কুসংস্কারাজন্ম ও ধর্মভীরু। সরল গ্রামীণ মায়ের বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। সমকালীন সমাজব্যবস্থার বিপরীতে চিন্তা তিনি মেনে নিতে পারেন না। বৃন্দ পিরের সঙ্গে তাহেরোর বিয়েকে তিনি তকদিরের কথা বলেছেন। পঞ্চাশোৰ্ষ বৃন্দ বয়স্ক লোকের সঙ্গে কিশোরী মেয়ের বিয়ে ধর্মগ্রন্থ ব্যারাও স্বীকৃত নয়। তাই প্রকৃত ধর্ম শিক্ষাও তার চরিত্রে প্রকাশ পায়নি। তার মন্তব্যে যেটি ফুটে উঠেছে তাকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলাই শ্বেয়। পিরের সঙ্গে বিয়েকৈ তিনি সৌভাগ্য মনে করেন। বহিপীরের বদদোরাকে তিনি ডয় পান। এমনকি নিজ পুত্র ও বহিপীরের মুখোমুখি অবস্থানে তিনি পিরের অধ্যাত্ম শক্তিৰ ভয়ে পিরের পক্ষ নেন। খোদেজা চরিত্র আগামগড়া ধর্মজীতিতে আকৃত। সেই ধর্মীয় সংস্কার থেকেই খোদেজা বিয়েকে তকদিরের বিষয় বলে উঠেছে করেছেন।

খ. “ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসাবে বহিপীর জীবন ও জগতকে গণনা করে।”— মন্তব্যটির যথার্থ।

‘বহিপীর’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। ইসলামি শরিয়তের ভাবধারার আদর্শ প্রচারিত পিরপঞ্চায়ার সঙ্গে তার পিরত্বের যথেষ্ট বিচ্ছুতি রয়েছে। শরিয়তের ব্যাখ্যার স্বার্থে পির সম্প্রদায়ের সূচনা। কিন্তু বহিপীর বিষয়টিকে অর্থনৈতিক করে ফেলেছেন। তাই এক অর্থে ‘বহিপীর’ নাটকে উল্লিখিত বহিপীরের পিরত্বকে ধর্মব্যাবসা বলা যেতে পারে। বহিপীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মুরিদদের বাড়ি বাড়ি বছর দুবছরাতে গমন করেন। তার মুরিদীরা সর্বৰ দিয়ে পিরের সেবা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ছাগল-মুরগিসহ গৃহপালিত পশু-পাখি দিয়ে পিরের সেবায়ত্র করে তারা। ‘বহিপীর’ নাটকে উল্লিখিত বহিপীর কোনো অর্থনৈতিক কর্ককান্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। অর্ধাং পির-মুরিদি থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়েই তার ভরণপোষণ করতে হয়। অশিক্ষিত মানুষের ধর্মজীতিকে পুঁজি করেই তার এ ব্যাবসা চালিত।

বহিপীর সবকিছুর উর্ধ্বে রেখেছে তার ব্যক্তিস্বার্থকে। তার পেয়ারের মুরিদ তার কাছে নিজ কন্যাকে তুলে দিতে চাইলে তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন। বিয়ের রাতে তাহেরো পালিয়ে গেলে বহিপীর তাহেরোর বাবাকে আইনি সহায়তা নিতে নিষেধ করেছেন। কেমনা এই অসম বিয়ে আইন স্বীকৃত নয়। ফলে হিতে-বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। জমিদারের বজরায় বসেও তিনি তাহেরোকে পুলিশের ভয় দেখান, কিন্তু পুলিশে যাওয়ার চিন্তাও মাথায় আনেন না। তাহেরোকে ফিরে পেতে তিনি জমিদার হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষার অর্থ প্রদানের কথা বলেন। অর্ধাং জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগ প্রহণ করেন এবং এক্ষেত্রে তাহেরোর কৃতজ্ঞতাবোধকে কাজে লাগান। শেষ পর্যন্ত তাহেরো হাশেমের সঙ্গে পালিয়ে গেলে বহিপীর বিষয়টি নিয়ে আর সামনে অগ্রসর হন না। কেননা তিনি বুঝতে পারেন এ বিষয় নিয়ে যত ঘাঁটাঘাঁটি করা হবে, ততই তার মান-সম্মানের ওপরে চাপ বাড়তে থাকবে। পির হিসেবে তার সামাজিক মর্যাদার হানি ঘটবে যার প্রভাব পড়বে তার ধর্মব্যাবসার ওপর।

সুতরাং দেখ্য যাচ্ছে যে, বহিপীরের পির-মুরিদি থেকে শুরু করে তাহেরোকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োকটি পদক্ষেপে বহিপীর তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে সবার উপরে রেখেছেন। তাই বলা যায় যে, বহিপীর ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসাবে জীবন ও জগতকে গণনা করেন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১৩

ক. "আপনারা কোরবানির গোত্ত থেকে পারেন, কিন্তু গোরু জবাই দেখতে পারেন না।" তাহেরা এ কথা কেন বলেছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

খ. "বহিপীর নাটকে হাশেম আলিকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির।" 'বহিপীর' নাটক অবলম্বনে স্কটব্যাটি বিচার কর।

৭

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ➤ শিখনফল ১৪ ও ১৫

ক. খোদেজার পরম্পরাবিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিকুণ্ঠ হয়ে তাহেরা এ কথা বলেছে।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা একই সঙ্গে দরদি ও কুসংস্কারাঞ্চম চরিত। সমাজ সম্পর্ক বহির্ভূত কোনো কাজকে তিনি অশ্রয় দেন না। অসহায় তাহেরাকে ডেমরার ঘাট থেকে বজরায় তুলে নিয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেন। তাকে নিজের মেয়ের মতোই আদর করেন। তাহেরা পানিতে ঝাপ দিয়ে আভ্রহ্যত্যা করতে উদ্যত হলে হাশেম আলিকে দিয়ে তিনি তাহেরাকে বাঁচান। বহিপীরের সঙ্গে অসম বয়সের বিয়ে যথোপযুক্ত কাজ হয়নি মনে করলেও তিনি তাহেরার পরিবার ছেড়ে পালানোকে ভুল সিদ্ধান্ত বলেছেন। বহিপীরের সঙ্গে বিয়েকে ভাগ্যের লেখা বলে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী তিনি। বহিপীর যখন তাহেরাকে নিতে এসেছেন তখন তার যাওয়া উচিত বলেও তাহেরাকে তিনি বোঝান, এক দিকে তিনি তাহেরাকে আভ্রহ্যত্যা হাত থেকে বাঁচান, আবার অন্যদিকে তার সিদ্ধান্তের বাইরে বহিপীরের সঙ্গে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। এতে বিকুণ্ঠ হয়ে তাহেরা আলোচা কথাটি বলেছে।

খ. "বহিপীর" নাটকে হাশেম আলিকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির।" 'বহিপীর' নাটকের পট বিবেচনায় আলোচ্য স্কটব্যাটি যুক্তিপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাশেম আলি। সে কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র অর্থাৎ বহিপীর চরিত্রের ধর্মব্যাবসা, কৃট চক্রান্ত, বৈষয়িক বৃদ্ধির বিপরীতে হাশেম আলি যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক চরিত্র। এক অর্থে বহিপীরকে ধলনায়ক হিসেবে ধরে নিলে হাশেম আলি নায়ক চরিত্রের মহিমায় উত্তীর্ণ হবে। হাশেম আলি শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। বিশ শতকের সূচনায় বাংলা অঞ্চলে যে আধুনিক চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটেছিল, 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সেই আধুনিকতাবাদের প্রতীক চরিত্র।

হাশেম আলি জমিদারপুত্র। তবে প্রচলিত জমিদারপুত্রদের কোনো নেতৃত্বাচক বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ফুটে ওঠেনি। সে উচ্চশিক্ষিত, নাটকে তাকে বিএ পাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৈতৃক জমিদারির প্রতি তার কোনো প্রকার আগ্রহ নেই। সে আধুনিক চিন্তাধারায় শিক্ষিত তরুণ। ছাপাখানার ব্যাবসা করে সে নিজের ও অন্য যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চায়।

'বহিপীর' নাটকে হাশেম আলিকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে যুক্তিবাদী ও আগাগোড়া আধুনিক মানুষ। বজরায় অচেনা অপরিচিত, অসহায় মেয়ে, তাহেরা আশ্রয় নেয়। হাশেম আলি তার বিপদগ্রস্ত অবস্থার কথা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সঙ্গে কিশোরী তাহেরার বিয়েকে সে অনৈতিক, বে-আইনি মনে করেছে। অসহায় তাহেরাকে এ অবস্থা থেকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেয় হাশেম আলি। বজরার সবাই এমনকি তাহেরাও টাকা ধার দেওয়ার শর্তে বহিপীরের সঙ্গে যেতে রাজি হলেও একমাত্র হাশেম আলি সব

সময় এর বিপক্ষে থেকেছে। বহিপীরের সব কৃটচক্রান্তকে হাশেম অত্যন্ত সুস্থিতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। বহিপীরের দেখানো পুলিশের ভয়, মায়ের নিষেধ, বাবার অসহায় মুখ কোনো কিছুই তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাহেরাকে সঙ্গে নিয়েই সে অনিচ্ছিত অজ্ঞানার পথে পা বাঢ়িয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হাশেম আলি যুক্তিবাদী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মজীবির বিবৃত্যে সে সর্বদা সোচ্চার। এক্ষেত্রে সে নিজের সিদ্ধান্তে সব সময় অটুট থেকেছে। তাই বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকে হাশেম আলিকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১৪

ক. খোদেজা তাহেরাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।



পঞ্চ

খ. "হাশেম আলি কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত মেরুর চরিত্র।" স্কটব্যাটির সত্যাসত্য নিরূপণ কর।



১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ➤ শিখনফল ৫ ও ১৪

ক. মানবিক কারণে খোদেজা তাহেরাকে বজরার আশ্রয় দিয়েছিলেন। 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ তাহেরা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মা-মুরা মেয়ে সে। সৎমায়ের সংসারে মানুষ। সৎমা ও বাবা পিরের অনুগ্রহ পেতে বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে কিশোরী কন্যা তাহেরার বিয়ে দেয়। অসম বয়সের এই বিয়ে মেনে নেয়ানি তাহেরা। বিয়ের রাতে সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসে। ডেমরা ঘাটে অসহায় কিশোরী মেয়েকে বদলোকেরা কুনজরে দেখতে থাকে। নানাজন নানা স্কটব্য শুরু করে দেয়। এদিকে জমিদার হ্যাতেম আলি সপরিবারে বজরায় করে ডেমরা ঘাটে অবস্থান করছেন। জমিদার হ্যাতেম আলির স্ত্রী অসহায় তাহেরাকে দেখতে পান। তাহেরাকে দেখে তার মায়া হয়। এ কারণে খোদেজা তাহেরাকে চাকর হারা বজরার ভেকে এনে আশ্রয় দেন। সম্পূর্ণ অচেনা অজ্ঞানা একটি মেয়েকে নিতান্তই মানবিকতার কারণে খোদেজা তাদের বজরায় আশ্রয় দেন। কেননা রাত গড়ালে অসহায় তাহেরার বিপদ হতে পারে তা খোদেজা বুঝতে পারেন।

খ. "হাশেম আলি কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত মেরুর চরিত্র।" — 'বহিপীর' নাটকের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আলোচ্য স্কটব্যাটি সত্য।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর ও জমিদারপুত্র হাশেম আলি দুটি প্রধান চরিত্র। বহিপীর বৈষয়িক বৃদ্ধিশাসিত, অত্যন্ত ধূর্ত চরিত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। বছর দুবছরে তিনি মুরিদদের বাড়িতে বাড়িতে যান। মুরিদরা সর্বো দিয়ে তার সেবা করতেও কার্পণ্য করে না। বহিপীর কোনো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ নন। মুরিদদের দেওয়া অর্থের ওপর নির্ভর করেই তার জীবিকা চলমান। এমনকি তার ধনী মুরিদরা তাকে জমিদারি রক্ষার অর্থ দেবে বলেও তিনি আভ্যাবিশ্বাসী। অর্থাৎ বহিপীরের অর্থনৈতিক উৎস মূলত অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের ধর্মজীবির কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন। তিনি মুরিদের কন্যা কিশোরী তাহেরার সঙ্গে অসম বিয়েতে নিঃসংকোচে মত দিয়েছেন। তাহেরাকে খুঁজে পেতে পুলিশের আশ্রয় নেননি। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আইন হারা এ বিয়ে বীকৃত নয়। তাহেরাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি নানা কৃটচক্রান্তের আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিশের ভয়, ধর্মীয় বিয়ের দোহাই এবং শেষ পর্যন্ত অসহায় জমিদারকে টাকা ধার দেওয়ার শর্তে তাহেরাকে পেতে চান। সার্বিক বিচারে বহিপীরকে এই নাটকে হীন চরিত্রের ব্যক্তি বলা সমীচীন।

'বহিপীর' নাটকের আরেক প্রধান চরিত্র হাশেম আলি। সে শিক্ষিত, তরুণ, যুক্তিবাদী ও ঘানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জমিদারপুত্র হয়েও কোনো বৈষয়িক চিন্তা তার বাস্তিতে মান করতে পারেন। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহেরাকে উম্মার করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সে ছিল অনড়। পিরের পুলিশের ভয় দেখানো, মাঝের নিষেধ, অসহায় বাবার যুখ— কোনোকিছুই তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরাতে পারে না। বজরার সবাই এমনকি তাহেরাও জমিদারি রক্ষার টাকা দেওয়ার শর্তে বহিপীরের সঙ্গে যেতে একচন্দ হলে, একমাত্র হাশেমই এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। বহিপীরের সব চক্রান্তকে সৃষ্টিতার সঙ্গে মোকাবিলা করে হাশেম। সব শেষে তাহেরাকে বাঁচাতে সে তাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সার্বিক বিবেচনায় বহিপীরের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের কারণে হাশেমকে 'বহিপীর' নাটকের নায়ক বলা যায়।

বর্ণনাযুক্ত প্রশ্ন ১৫

- ক. তাহেরা কেন আভ্যন্তা করতে চাই? বুঝিয়ে দেখ। ৩
 খ. “হাতে আলি আভ্যন্তা, স্থিতিধী ও উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পন্ন উজ্জ্বল চরিত্র।” ‘বিহীন’ সাটক অবলম্বনে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৭

১৫৬ প্রশ্নের উত্তর : ► শিখনফল ১৪ ও ১৫
ক) পালিয়ে এসেও বহিপীরের হাত থেকে রক্ষা না পাওয়ায় তাহেরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আভ্যন্তা করতে চায়। 'বহিপীর' নাটকে কিশোরী তাহেরার সঙ্গে পঞ্জাশোধ্ব বহিপীরের বিয়ে দেয় তাহেরার বাবা ও সৎমা। তাহেরা মা-মরা মেয়ে। সত্যায়ের সংসারেই সে মানুষ। তার বাবা-মা বৃক্ষ বহিপীরের মুরিদ। সত্যায়ের পরামর্শে পিরের খেদমতে কিশোরী মেয়েকে বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দেয় তার বাবা। এ অসম বয়সের বিয়েতে তাহেরার শতাধিত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ঘনে করেনি তারা। তাই বিয়ের রাতে তাহেরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে জমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় পায়। মৃত্যু বহিপীর পুলিশে খবর না দিয়ে নিজে তাকে শুঁজতে বের হন। ঘটনাচক্রে বহিপীর হাতেম আলির সেই বজরায় এসে উপস্থিত হন। তাহেরা বহিপীরের কথা শুনে বুঝতে পারে এই সেই পির, যার সঙ্গে তার বাবা ও সৎমা জোর করে তাকে বিয়ে দিয়েছে। তাহেরা হাশেম আলি ও জমিদারগীটি খোদেজাকে তার পরিচর গোপন রাখার অনুরোধ করে। খোদেজা পিরের কাছে ছিথ্যা বলে তার বদনোয়া নিজেদের ঘাড়ে নিতে চান না। তাই পালিয়ে এসেও বহিপীরের হাত থেকে রক্ষা পাবে না ভেবে তাহেরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আভ্যন্তা করতে চায়।

খ “হাতেম আলি আজ্ঞানিয়ম, স্থিতধী ও উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পদ উজ্জ্বল চরিত্র।” ‘বহিপীর’ নাটকের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উজ্জ্বিল যথৰ্থে।

ହାତେମ ଆଲି 'ବହିପୀର' ନାଟକେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର । ତିନି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୟଦାର ଶ୍ରେଣିର ପ୍ରତିନିଧି । ଏକକାଳେ ତାଦେର ଜୟଦାରର ନାମଭାବ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ତାର ହାତେ ଏସେ ଯା ପୌଛେବେ ତାକେ ନାଟ୍ୟକାର 'ଢାକେର ଢୋଲ' ବଲେ ଅଭିହିତ କରେବେଳେ । ତମୁ ସମାଜେ ସମ୍ମାନ ବଜାଯାରେଥେ କୋନୋ ରକମେ ଚଲାର ଜନ୍ୟ ତା ସେହେଠେ ଛିଲ । ବିନ୍ତୁ ସାମ୍ବ୍ୟ ଆଇନେ ଏଥିନ ତାର ଜୟଦାର ନିଲାମେ ଉଠାର ଉପକ୍ରମ । ଏକଦିନ ପରେ ଖାଜନା ପରିଶୋଧ କରତେ ନା ପାରଲେ । ତାର ଜୟଦାର ନିଲାମେ ଉଠିବେ । ତୀ ଖୋଦେଜା ଓ ପ୍ରତି ହାଶେମ ଆଲି ଦୃଚ୍ଛିତାଗ୍ରହଣ

লুকচার সংজ্ঞনশীল বাংলা প্রথম পত্র (নাটিক) ▶ নবগং-দশগং শ্রেণি
হওয়ার আশঙ্কায় জমিদারি নিলামের কথা তিনি তাদের কাছে
গোপন রাখেন। অসুস্থিতার কারণে চিকিৎসার জন্য শহরে আসার
কথা বললে তারাও তার সঙ্গে শহরে আসার বায়না ধরে। তাই
তিনি জমিদারি বজরায় করে শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

ହାତେମ ଆଲି ଶହରେ ଆସାର ମୂଳ କାରଣ ଜୟମିଦାରି ରଙ୍ଗାର ଟାକାର ବନ୍ଦୋବନ୍ତ କରା । ଶହରେ ତାର ବନ୍ଧୁ ଆନୋୟାର୍ଡିନ୍ ଥାକେ । ସମ୍ପଦଦଶାଳୀ ବସ୍ତୁର କାହେ ଟାକା ଧାର ପାଓୟାର ଆଶ୍ୟାର ଜୟମିଦାର ଶହରେ ଆସେନ । କିନ୍ତୁ ଆନୋୟାର୍ଡିନ୍ର କାହେ ଟାକା ନା ପେଯେ ତିନି ଆଜ୍ଞାନିମିତ୍ତ ହେଯେ ପଡ଼େନ । ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଜୟମିଦାର ବହିପୀରେ କାହେ ସବକିଛୁ ଖୁଲେ ବଲେନ । ବହିପୀର ତାର ଅସହାୟତ୍ଵର ସୁଯୋଗ ନିଯେ ତାହେରାକେ ଫିରେ ପାଓୟାର ଶର୍ତ୍ତେ ତାକେ ଟାକା ଧାର ଦିତେ ଚାନ । ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହଲେଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶର୍ତ୍ତକେ ତାର କାହେ ଅମାନବିକ ମନେ ହୁଯ । ତାଇ ତିନି ବହିପୀରେ ଟାକା ନିତେ ଚାନ ନା ।

‘বহিপীর’ নাটকে হাতেম আলি শুরু থেকেই এত বড় বিপর্যয়কে স্থিত বৃন্দি দিয়ে চেপে রেখেছেন একান্ত নিজের কাছে। কারও সঙ্গে প্রয়োজনের অভিরিষ্ট কথা না বলে নিজের ভেতরে থেকেছেন আজ্ঞানিমগ্ন। আনোয়ারউদ্দিনের শেষ ভরসা হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারালেও বহিপীরের অমানবিক শর্তকে অগ্রহ্য করেছেন। তাই উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হাতেম আলি আজ্ঞানিমগ্ন, স্থিতধী ও উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পর্ক উজ্জ্বল চরিত। জমিদারি হারানোর ভয় তাকে মানসিক পীড়া দিলেও বহিপীরের অমানবিক শর্তের কাছে নিজের ঘনূঘ্ণত বিকিয়ে দেননি। তাই আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়।

বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্ন ১৬

- ক. নৌকার সঙ্গে বজরার ধাক্কা লাগে কীভাবে? ৩
 খ. নাটক শুরুর পূর্বে নাট্যকার যে পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তা
 বিস্তারিত আলোচনা কর। ৭

১৬০৯ প্রশ্নের উত্তরঃ

১। শিখনকলা ১ ও ১৩
জমিদার হাতেম আলি সপরিবারে বজরায় করে শহরে
এসেছিলেন। অন্যদিকে বহিপীর বিয়ের প্রথম রাতে পালিয়ে যাওয়া
সদ্য বিবাহিত ঝী তাহেরাকে খৌজার জন্য নৌকা নিয়ে বের হন।
ডেমরা ঘাটের কাছে হঠাৎ বড় শুরু হলে বজরা ও নৌকা একই
সঙ্গে খালের ডেতর চুকতে চেন্টা করে। খালের সবু পথে চুকতে
গিয়ে বজরা ও নৌকার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অর্থকারের মধ্যে এবং
হাওয়ার ধাক্কায় নৌকার মাঝিরা ঠিকমতো সামাল দিতে পারেনি।
ধাক্কা খেয়ে পির সাহেবের নৌকা মিনিটের মধ্যেই আধা-ডোবা হয়ে
যায়। পির সাহেব ও তার সঙ্গী ইকিকুল্লাহু নাকানি-চুবানি খেয়ে
অবশ্যে জমিদারের বজরায় আশ্বয় নেন। তবে বজরা ও নৌকার
সংঘর্ষে নৌকা প্রায় ডুবে গেলেও বজরার কিছুই হয়নি। সুতরাং
দেখা যায়, কড়ের সময় একই সঙ্গে খালের ডেতর চুকতে গিয়ে
নৌকার সঙ্গে বজরার ধাক্কা লাগে।

ସିନ୍ଧୁ ସୈଯନ୍ ଓ ଯାଲୀଉଜ୍ଜ୍ଵାଳା ରଚିତ 'ବହିପୀର' ନାଟକେର କାହିଁନି ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ ଏକ ପିରକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ, ସାର ନାମ ବହିପୀର । ଯାତ୍ର ଦୂଟି ଅଜ୍ଞେ ସମାନ ଏହି ନାଟକେର ସ୍ଥଳ ହିସେବେ ରଯେଛେ ମୂଳତ ବଜରାର ଦୂଟି କାମରା । ତବେ ନାଟ୍ଯକାର ନାଟକ ଆରଦେର ପୂର୍ବେ ଯଜ୍ଞେର ସେ ବର୍ଣ୍ଣା ଦିରିରେଛେ ତାତେ ପାଠକେର କାହେ ନାଟକଟି ହୁୟେ ଉଠେଛେ ଅଧିକତର ଆକର୍ଷଣୀୟ ।

‘বহিপীর’ নাটকের ঘঙ্গের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় নাট্যকার সময় ও কালের উল্লেখ করেছেন নিদিচ্ছিভাবেই। তিনি শুরুই করেছেন এভাবে— ‘হেয়তের বেলা নয়টা’। তারপরে নাট্যকার চারপাশের পরিবেশ বর্ণনা করেছেন বাস্তবধর্মীভাবে। নাট্যকারের উপস্থিতাপন

গুণে সবকিছুই হয়ে উঠেছে জীবন্ত। পানির শব্দ, দূরে জাহাজের সিটি খনি, তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি গানের অতি কীণ রেশ প্রভৃতি সমবেত কোলাহলের মধ্যে নাটকের পর্দা উঠিয়েছেন নাট্যকার। যেখানে রয়েছে মূলত দু-কামরাওয়ালা একটি রহস্য বজরা, কোণে সামান্য উচু পাড়, বজরা থেকে সেই পাড়ে ঘাটাঘাতের জন্য একটা সিডি। বর্ণনার মধ্যে দিয়েই দৃশ্যটিকে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

নাট্যকার বজরার দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন এভাবে— দর্শকের দিকে বজরাটি খোলা। পেছনের জানালাগুলোর অধিকাংশ তোলা, যার ভেতর দিয়ে অপর পাশের আভাসও কিছুটা দেখা যায়। বজরার সামনে পাটাতলে বসে একটি চাকর মসলা পেষে; একটু দূরে একজন মাঝি আপন মনে দড়ি পাকায়। তাই কাছাকাছি বসে হকিকুলাহ হুক টানে। ছাদে শুকাতে দেওয়া আছে একটি রঞ্জিন আলখালা ও পায়জামা।

পরিশেষে তাই বলা যায়, নাট্যকার মাত্র দুটি অঙ্গে নাট্যকাহিনির বিন্যাস করতে গিয়ে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অঙ্গের শুরুতেই একটি দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে একটা জীবন্ত বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা। নাট্যকারের এই পরিচর্যারীতি নাটকটিকে কালজয়ী করে রেখেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১৭

- ক. তাহেরা কীভাবে জমিদারের বজরায় আসে? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব 'বহিপীর' নাটকে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৭

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৫ ও ৩

ক. 'বহিপীর' নাটকে দেখা যায়, তাহেরার বাপ ও সৎমা হচ্ছে বহিপীরের মুরিদ। বছরে-দুইবছরে পিরসাহেবের একবার এলৈই তাহেরার বাবা ও সৎমা পিরের খাতির-খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। তারা পিরসাহেবের খেদমত করার জন্য তাহেরার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু তাহেরা তা মানে না। বিয়ের রাতেই সে নাবালক চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে সপরিবারে শহরে আসা জমিদার হাতেম আলির বজরা এসে থামে ডেমরার ঘাটে। তার ছেন্নী খোদেজা বেগম লক্ষ করেন তীরে অনেক ভিড়। একটা ছেলে কাঁদছে। পাশে অল্পবয়সি একটি মেরে চুপচাপ বসে আছে। এই মেরেটির নামই তাহেরা। বদলোকের হাত থেকে রক্ষা করতে খোদেজা বেগম তাই তাহেরাকে বজরার তুলে নেন। এভাবেই তাহেরা জমিদারের বজরায় আশ্রয় লাভ করে।

খ. 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পিরসাহেবকে কেন্দ্র করে, যিনি মূলত বহিপীর নামেই পরিচিত। এই বহিপীরের কাজ হচ্ছে সারা বছর বিভিন্ন জেলায় তার অনুসারীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান। এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ বোঝে না। তাই বইয়ের ভাষা তথা শুন্ধ বাংলায় কথা বলেন এই পির। 'বহিপীর' নাটকটি সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাট্যকাহিনিতে দেখা যায় সূর্যাস্ত আইনের কারণে জমিদার হাতেম আলি জমিদারি হারাতে বসেছেন। সূর্যাস্ত আইন প্রাণীত হয় ১৭৯৩ সালে। সেই সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে জেকে বসে পিরপ্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে পিরকে ধনী-পরিব সকলে অসন্দৰ ডয় ও মান্য করত। গ্রামের সাধারণ মানুষ মূলত ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণেই

পিরকে পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, পিরের সেবা করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নিজের কন্যাকে পর্যন্ত পিরের হাতে তুলে দিতে বিধা করে না। বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত এই পিরপ্রথার বিষয়ে দলিল হয়ে উঠেছে 'বহিপীর' নাটক। এ নাটকেও দেখা যায়, তাহেরার বাবা ও সৎমা মূলত পিরভক্তির কারণেই বৃন্ধ বহিপীরের সঙ্গে তাহেরার বিয়ে দেয়। এ বিয়েতে তাহেরার মত না থাকলেও তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। মুরিদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নেন পিররাও। তাই দেখা যায়, ধর্মব্যবসায়ী ও ঘার্থাবেষী এই বহিপীর জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগও গ্রহণ করেন। 'বহিপীর' নাটকে যদিও পিরসাহেব শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেননি, তবুও তৎকালীন সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিকড় গেড়ে বসা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিষয়ে দলিল হয়ে উঠেছে 'বহিপীর' নাটকটি।

পরিশেষে তাই বলা যায়, তৎকালীন গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব 'বহিপীর' নাটকে যদিও পিরসাহেব শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেননি, তবুও তৎকালীন সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিকড় গেড়ে বসা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিষয়ে দলিল হয়ে উঠেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১৮

- ক. 'বহিপীর' নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় কী? ৩
খ. 'বহিপীর' নাটকের পটভূমিতে রয়েছে অন্যথার সমাজ, কিন্তু এ নাটকে দুর্ব ও সংঘাত আধুনিক মানুষের মন ও মননের। 'বহিপীর' নাটক সম্পর্কে উক্তির সত্যাসত্য বিচার কর। ৭

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২ ও ১২

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর' নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং গ্রামীণ বাঙালি মুসলিম সমাজে পিরপ্রথার মাধ্যমে শোষণের চিত্রায়ণ। নাটকটিতে নাট্যকার গ্রামীণ প্রান্তিক শিক্ষা থেকে বঙ্গিত মানুষের সরলতাকে পুঁজি করে ঘার্থাবেষী মানুষের প্রভাবকে তুলে ধরেছেন। নাটকের সময়কাল ছিল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাট্যকার মূলত সেই সময়ের একটি বাস্তব চিত্রকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন 'বহিপীর' নাটকে। নাটকের কাহিনির সমকালে রয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষত মুসলমান সমাজের মধ্যে জেকে বসে পিরপ্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হয়ে আধুনিক মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে 'বহিপীর' নাটকে। নাট্যকার পুরোনো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ার মধ্যে উত্তরণকেই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য করে তুলেছেন।

খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর রচিত 'বহিপীর' নাটকটি রচনা করেছেন 'বহিপীর' নামে পরিচিত এক পিরকে কেন্দ্র করে। এ নাটকের কাহিনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নাটকের স্থান ও অনেক চরিত্র অন্যথার সমাজ থেকে উঠে এসেছে। নাট্যকার সেই সমাজের কথা বলেছেন যেখানে জমিদারপ্রথা ও পিরপ্রথা প্রচলিত রয়েছে, যা অন্যথার একটি সমাজকেই উপস্থাপিত করে। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তুতে দেখা যায়, জমিদারপুত্র হাঁশেম, তাহেরা, এমনকি জমিদার হাতেম আলি পর্যন্ত আধুনিক মননের পরিচয় দিয়েছে; আধুনিক জীবনে উত্তরণের প্রক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং আধুনিকতার জন্য চিরায়ত পুরোনো প্রথাকে ভেঙে নতুন দিনের জন্য সংগ্ৰাম করেছে।

'বহিপীর' নাটকের পটভূমি রচিত হয়েছে যে সময়ে তখন সামন্তবাদের সূর্য প্রায় অস্থিতি। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে অন্যথার সমাজের প্রান্তিক মানুষেরাও ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। সেই ভেঙে পড়

অনগ্রসর সমাজকেই নাটকের পটভূমি করে তুলেছেন নাটকার। কিন্তু আধুনিক সমাজে উত্তরণের জন্ম হাশেম ও তাহেরুর মতো প্রতিবাদী চরিত সৃষ্টিতে হিখা করেন না। অস্থবিষাস ও ধর্মীয় কুসংস্কারের পরোয়া না করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ায় বিদ্রোহ করেছে তাহেরু। জমিদারের বজরায় ওঠার পর জমিদারপুত্র হাশেম তাকে সর্বাঙ্গিকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছে। একদিকে বহিপীরের জঘন্য কৃটকৌশল অন্যদিকে হাশেম ও তাহেরুর চরম প্রতিবাদ বজরার মধ্যে দুই পক্ষের দ্঵ন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। তাহেরু ও হাশেম সব বাধার জাল ছিছে করে নতুন ধারায় নবজীবনের সূচনা করে। আধুনিক তাহেরু ও হাশেমের মন ও মননের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিঙ্গ বহিপীর শেষ পর্যন্ত বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধা হন; সড়াবনাময় নতুন দিনের পরিবর্তনকে শুভ কামনা জানান তিনি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ১৯

- ক. 'বহিপীর' নাটকের মাধ্যমে লেখক কী বার্তা দিতে চেয়েছেন? ৩
খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কীভাবে 'বহিপীর' নাটকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজবাস্তবতা তুলে ধরেছেন? বিজ্ঞাপিত আলোচনা কর। ৭

১৯নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ২ ও ৩

ক. উনিশ শতকের শেষ দিকে বা বিশ শতকের সূচনালগ্নের সময়কালের পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'বহিপীর' নাটক। সেই সময়ের গ্রামীণ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রামের দু-একজন ছাড়া সকলেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যার ফলে গ্রামীণ সমাজে কুসংস্কার ও অস্থবিষাস জঁকে বসে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জঁকে বসা পিরপথা, কুসংস্কার ও অস্থবিষাসকে নিয়ে রচিত হয়েছে 'বহিপীর' নাটক। তবে অনগ্রসর গ্রামীণ সমাজের পটভূমিতে রচিত হলেও লেখক এ নাটকে আধুনিক জীবনে উত্তরণের বার্তা দিয়েছেন। নাটকে দেখা যায়, বাংলালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে বেঁচিয়ে আসে নাটকের অন্যতম প্রধান দুটি চরিত্র হাশেম ও তাহেরু। পুরোনোকে ভেঙে নতুনের পথে বদলানোর এই সংতোকেই পাঠকের সামনে বার্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন লেখক; যেখানে কুসংস্কার, অস্থবিষাসের স্থানে জয় ঘোষিত হয়েছে মানবিকতার। এই বার্তার মাধ্যমেই 'বহিপীর' হয়ে উঠেছে মানবিক জাগরণের দৃশ্যকাব্য।

খ. 'বহিপীর' নাটকটি গড়ে উঠেছে গ্রামীণ সমাজবাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। এখানে সেই সমাজের কথা তুলে ধরা হয়েছে যে সমাজের মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও অস্থবিষাসের উপর নির্ভরশীল। তাদের এই অস্থবিষাসের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির বার্ধাবেশী মানুষ ব্যাবসা করতে থাকে। গ্রামীণ বাংলালি মুসলমান সমাজের এই বাস্তব চিত্রকে দেখতে পাওয়া যায় 'বহিপীর' নাটকে।

'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে বোকা যায়, নাটকটির সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। যেখানে জমিদার হাতেম আলি ১৭৯৩ সালে প্রণীত হওয়া সূর্যাষ্ট আইনে জমিদারি হারাতে বসেছেন। আর তৎকালীন বাংলালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত পিরপথার একটি বিশৃঙ্খলা হয়ে উঠেছে 'বহিপীর' নাটকটি।

'বহিপীর' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পিরকে কেন্দ্র করে, যে পির 'বহিপীর' নামেই পরিচিত ও জনপ্রিয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, পিরসাহেবকে ধর্মী-গরিব সবাই

অস্তর মানা ও ডয়া করত। ধন-সম্পদ থেকে শুরু করে নিজের কন্যাকে পর্যবেক্ষণ দান করে দেয় পিরের কাছে। তাহেরুর বাবা এবং সৎমা ছিল এই পিরের মুরিদ। পিরের খেদমত করার জন্ম বৃক্ষ পিরের সাথে তাহেরুকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। 'বহিপীর' নাটকের পটভূমি যে সময়ের সেই সময়ে বাংলালি মুসলমান সমাজে একটু একটু করে পরিবর্তনের ঝোঁয়া লাগতে শুরু করে। সেই পরিবর্তনের ধারাকেও নাটকার তুলে ধরেছেন নাটকে। পুরোনো সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে একদিকে যেমন, বহিপীর, খোদেজা বেগমের মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন অন্যদিকে আধুনিক মানুষের মন ও মননের প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তাহেরু ও হাশেমের মতো চরিত্র। বহিপীর, হাতেম আলিরা পুরোনোকে আঁকড়ে ধাকলেও নতুন জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছেন। এভাবে দুই ধরনের চরিত্রের সমাবেশের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের একটা জীবন ছবি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন 'বহিপীর' নাটকে। এভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তৎকালীন মানুষ, সময়, সমাজ ও পরিবেশকে উপস্থাপনের মাধ্যমে 'বহিপীর' নাটকে তৎকালীন সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২০

- ক. 'বহিপীর' কে?

খ. "যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি।" 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের এরকম মনে হওয়ার কারণ প্রাণ্য কর। ৭

২০নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৮ ও ৭

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে 'বহিপীর'। এই বহিপীরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নাটকের কাহিনি। এই পিরের কাজ হচ্ছে সারা বছর বিভিন্ন জেলায় তার মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো। এক এক এলাকায় এক এক ধরনের ভাষা। এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ বোঝে না। ভাষার এই জটিলতা কাটাতে বহিপীর বিভিন্ন এলাকার ভাষা শিক্ষা না করে বইয়ের ভাষায় তথা শূরু বাংলায় কথা বলেন। বহি বা বইয়ের ভাষায় কথা বলার কারণেই তার নাম হয়েছে বহিপীর। নাটকের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম অনুসারেই নাটকার নাটকের নামকরণ করেছেন 'বহিপীর'। তবে নামটির একটি প্রাচীকী তাত্পর্য আছে। নাটকে বহিপীর হচ্ছেন মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিষাসকে পূর্জি করে ব্যাবসা করা ঘার্থাবেষী শ্রেণির প্রতিনিধি।

খ. 'বহিপীর' নাটকটি রচিত হয়েছে এক পিরকে কেন্দ্র করে। বহিপীর নামে খ্যাত এই পির এক ঝড়ের রাতে আশ্রয় নেন জমিদার হাতেম আলির বাজরায়। হাতেম আলির সঙ্গে কথোপকথনের সময় নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে পিরসাহেবে বলেন, জীবনে তিনি যা চেয়েছিলেন তা পাননি, কেবল মুরিদান করেই জীবন কাটিয়েছেন। সারা বছর মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে ঘুরেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন।

বজরায় জমিদারের সঙ্গে বহিপীরের অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়। বহিপীর জানান অতি নিকটেই কোথাও তাকে যেতে হবে। ঝড়ের কবলে পড়ে একটু দেরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এতে কিছুই যায় আসে না। জানে বেঁচে আছেন এটাই যথেষ্ট। তার কাছে মনে হয়েছে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া, তারপর জমিদারের বজরায় আশ্রয় পাওয়ার মধ্যে নিচয় কোনো শুরুত আছে যা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নাকানি-চুবানি খাওয়ার পর বহিপীরের নিজেকে বড় শ্রদ্ধ মনে

নাটক ► বহিপীর

হয়েছে। কারণ হিসেবে বহিপীর নিজেই উল্লেখ করেছেন— 'কত আর ছুটাচুটি করতে পারি। বয়স তো হইয়াছে'। নিজের জীবনের ক্লানি অনুভব করে বহিপীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গ থেকে জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন। তার কাছে মনে হয়েছে যা তিনি চেয়েছেন তা তিনি পাননি। কেবল বেশকিছু মুরিদ হয়েছে তার। মুরিদ হওয়ার জন্য লোকেরা তার কাছে দলে-দলে এসেছে, সবকিছু উজ্জ্বল করে দিয়েছে। সেই মুরিদরাই তাকে আটেপুঁষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ঘার ফলে ইবাদত করার সময় বা ফুরসত তিনি পাননি। তাই বর্তমানে তার ভাবনা সবকিছু ছেড়ে তিনি খোদার ইবাদতে অনোয়োগ দেবেন। জীবনভর মুরিদানে বাস্ত ধাকার কারণে খোদার ইবাদত করার পর্যাণ সময় না পাওয়ার ফলে হতাশা ব্যক্ত করেছেন বহিপীর।

পরিশেষে বলা যায়, নিজের বিগত জীবনের সবকিছু পর্যালোচনা করার ফলে বহিপীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গ থেকে বলেছেন— "যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটিয়াইছি।"

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২১

ক. হাতেম আলির পরিচয় দাও।

৩

খ. 'বহিপীর' নাটকের সময়কাল ও পরিবশে নাটকের মূল বিষয়গুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? আলোচনা কর। ৭

২১নং প্রশ্নের উত্তর : ➤ শিখনফল ১৪১

ক. বহিপীর নাটকের অন্যতম একটি চরিত্র হাতেম আলি। তিনি একজন ক্ষয়িক্ষু জমিদার। রেশমপুরে তার যথকিঞ্জিৎ জমিদারি আছে। তবে একসময় এই জমিদারির নামডাক ও আয়ের পর্যাণতা থাকলেও বর্তমানে তা নেই। তার জমিদারি ঢাকের ঢোলের মতো আওয়াজ হলেও তেতর অন্তঃসারশূন্য, দেখতে বড় কিন্তু ভেতরে ফাঁকা। হাতেম আলির স্তৰী খোদেজা বেগম এবং একমাত্র ছেলে হাশেম আলি। জমিদার হাতেম আলির খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে জমিদারি নিলামে উঠে। জমিদারি রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে শহরে গেলেও অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। নাটকে জমিদার হাতেম আলি চিয়ায়ত পুরোনো সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি হলেও নতুন দিনের পরিবর্তনের সঙ্গবনায় তার মধ্যে যানবিক মূল্যবোধ জাহাজ হয়। তিনি বহিপীরের শর্তে টাকা নিতে রাজি হননি। এতে নাটকে হাতেম আলির উচ্চ নৈতিকতাবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলি স্থিতধী, আজ্ঞানিমগ্ন, উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পন্ন একটি উজ্জ্বল চরিত্র।

খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকটি রচিত হয়েছে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে। উনিশ শতকের শেষ দিকের সমাজব্যবস্থার দিকে তাকালে লক্ষ করা যায়, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজে পিরপ্রথার সৃষ্টি হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই ঘুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিতে রচনা করেছেন 'বহিপীর' নাটক। 'বহিপীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজে জেকে বসা পিরপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবনের পথে পদার্পণ করা। এই বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে লেখক যে সময়কে প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন তা নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে নাটকটি হয়ে উঠেছে মানবিক জাগরণের দৃষ্ট্যাকার।

'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নাটকের সময়কাল, উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনাপ্রস্থ। ১৯৯৩ সালে প্রশীত হওয়া সূর্যাস্ত আইনের প্রভাব নাটকের অন্যতম চরিত্র হাতেম আলির ক্ষেত্রে দেখা যায়। মূলত

সেই সময়ে ক্ষয়িক্ষু সামন্তবাদের সূর্য অস্তমিতপ্রায়। পুঁজিবাদীদের কবলে গড়ে সামন্তবাদীরা হারিয়ে যেতে বসেছে। সমাজে কুসংস্কারের বিষাক্ত ছায়া। তখন পর্যন্ত শিক্ষার আলো পরিপূর্ণবৃপ্তে বিকশিত হয়ে না উঠলেও একজন দুর্জন করে মানুষ সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে নিজের অধিকার সম্পর্কে। হাতেম আলি যেমন তার চিরায়ত জমিদারি টিকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তেমনই বহিপীরও পিরপ্রথাকে টিকিয়ে রেখে তার প্রভাব বজায় রাখতে বশ্যপরিকর। কিন্তু তাদের পুরোনো শোষণের থথাকে ডেডে দিতে বিদ্রোহ করেছে তাহেরা ও হাশেমের মতো তরুণ বাক্তিবর্গ। মূলত বিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে সেই চিত্রে পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, 'বহিপীর' নাটকের সময়কাল ও পরিবশে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে বাস্তবধর্মী ও জীবত করে তুলেছে, যা নাটকটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। সূতরাং দেখা যায়, মূল বিষয়বস্তুতে বাস্তব সময়কাল ও পরিবশের প্রভাব নাটকটিকে প্রভাবিত করে তুলেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২২

ক. হাতেম আলি শহরে গিয়েছিলেন কেন?

৩

খ. সামন্তবৃগীয় সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংঘাতটি কীভাবে 'বহিপীর' নাটকে ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৭

২২নং প্রশ্নের উত্তর :

➤ শিখনফল ১১ ও ৩

ক. রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলি। একসময় এই জমিদারির প্রচুর নামডাক খাকলেও বর্তমানে তা অন্তঃসারশূন্য। শহরে যাওয়ার কারণ হিসেবে হাতেম আলি পরিবারের কাছে শারীরিক অসুস্থিতার কারণে শহরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা বলেন। তার স্ত্রী খোদেজা ও পুত্র হাশেম তাকে একা ছাড়েননি। তারা তার সঙ্গে এসেছেন। তবে হাতেম আলির শহরে আসার মূল কারণ ছিল জমিদারি রক্ষা করা। সূর্যাস্ত আইনের করাল ধাসে তিনি জমিদারি হারাতে বসেছেন। তাই কোনো উপারাত্ম না পেয়ে খাজনার টাকা জোগাড় করার জন্য তিনি শহরে এসেছেন। আশা ছিল বাল্যবস্তু আনোয়ারাউন্দিনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জমিদারি নিলামে ঢাঢ়াটা বন্ধ করতে পারবেন। কিন্তু হাতেম আলিকে সেখানে নিরাশ হতে হয়। মূলত বাল্যবস্তু আনোয়ারাউন্দিনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জমিদারি রক্ষা করার জন্য হাতেম আলি শহরে গিয়েছিলেন।

খ. 'বহিপীর' নাটকটি গড়ে উঠেছে বহিপীরের সর্বগ্রাসী স্বার্থ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। নাটকের পটভূমি হিসেবে লেখক বেছে নিয়েছেন অনগ্রহসর গ্রামীণ সমাজকে। কিন্তু কাহিনিতে তুলে ধরেছেন আধুনিক মন ও মনমের প্রতিক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে নাটকের কাহিনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখনে বহিপীর ও তাহেরার দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনা নিয়েই নাটকটি গড়ে উঠেছে। তবে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই দ্বন্দকে হচ্ছে সামন্তবৃগীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে আধুনিক শিক্ষার।

সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে বেছে নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত একটি সাধারণ কাহিনি হচ্ছে 'বহিপীর'। তবে লেখক তার বিশ্লেষণী গুণ ও নিপুণ দক্ষতার মাধ্যমে এই সাধারণ কাহিনিকেই করে তুলেছেন অসাধারণ। সামন্তবৃগীয় সম্বিপ্তিপূর্ণে এসে আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে সামন্তবৃগীয় সংস্কারের যে সংঘাত হয় সেটিই তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। নাটকে দেখা যায়, হাতেম আলি ও বহিপীরের মতো প্রভাবশালী বাক্তিরা তাদের প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে

তাহেরা ও হাশেমের মতো তরুণ মানুষ সামন্তযুগের সংক্ষারকে ডেঙে নতুন জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চাইছে। বহিপীর ও তাহেরার কাহিনিকে কেন্দ্র করে জমিদারের বজরার মধ্যে দুপক্ষের ছন্দ চরম আকার ধারণ করে। বহিপীর জঘন্য কৃটকৌশলের আশ্রয় প্রাণ করতে থাকেন, এমনকি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগও তিনি গ্রহণ করতে তৎপর হন। বিকুল বিবদমান এ সংঘাতে সামন্তযুগীয় সংক্ষারের প্রতিনিধি বহিপীর শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন তাহেরা ও হাশেম আলি সব বাধার জাল জিন্ম করে পালিয়ে যায়। বহিপীর তথা সামন্তযুগীয় সংক্ষারের প্রতিনিধিরা আধুনিক শিক্ষার বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধা হন।

তাই বলা যায়, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি সাধারণ দৃষ্টিতে সরল মনে হলেও এর মূলে রয়েছে সামন্তব্যগীয় সংকারের বিরুদ্ধে আধুনিক শিক্ষার সংঘাত। সেখানে শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার জয় ঘোষিত হয়েছে এবং সামন্তব্যগীয় সংকার সেই বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধা হয়েছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৩

- क. पिरके बहिपीर वलार कारण व्याख्या कर। ३
 ख. 'बहिपीर' नाटकेत शेषे ये वार्ता प्रदान करा हय्येहे ता
 समाज परिवर्तनेर क्षेत्रे कठटा कार्यकर वले तुमि घ्ये
 कर? यत्किसह विश्लेषण कर। १

୨୩୯୯ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ତର :

► શિખનકલ ૪૭૧

ক পিরসাহেব বইয়ের ভাষায় কথা বলার কারণে তাকে বহিপীর বলা হয়। 'বহিপীর' নাটকটি রচিত হয়েছে এক পিরকে কেন্দ্র করে। এই পিরের কাজ হচ্ছে সারা বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে তার ডন্ট-অনুসারী তথা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেন এক অঞ্চলের যানুষের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ বোঝে না। এ সমস্যার সমাধানে তিনি বিভিন্ন এলাকার ভাষা শিক্ষা প্রাপ্ত না করে বইয়ের ভাষা রপ্ত করেছেন। এছাড়াও তিনি নিজেকে খোদার বার্তাবাহক বলে মনে করেন। তাই তার কাছে মনে হয় আঞ্চলিক কথ্য ভাষা কৃট। তাতে প্রবিত্রতা ও গান্ধীর নেই। খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা কথ্য ভাষার নেই। তার কাছে মনে হয় খোদার বাণী বর্ণনার জন্য পুষ্টকের ভাষার মতো পবিত্র ও গান্ধীর আর কোনো ভাষা নেই। তাই তিনি সব সময় বইয়ের ভাষাতেই কথা বলেন। এ কারণেই তাকে বহিপীর বলা হয়।

‘বহিপীর’ নাটকের পটভূমি গ্রামীণ অনন্ধসর সমাজ হলোও এর যুগে রয়েছে আধুনিক জীবনে উত্তরণের পদক্ষেপ। নাটকের শেষে লেখক এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, জোর করে পুরোনোকে চির প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করে কালের পরিবর্তনে নতুনত্বকে মেনে নেওয়াই বৃক্ষিমানের কাজ। ‘বহিপীর’ নাটকের শেষের এই বার্তা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকর বলে আশি মনে করি। যুগে যুগে নতুন চিন্তা, ধারণা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। ক্রমাবর্যে মানুষ এগিয়ে যায় উন্নতির দিকে। সেই সাথে এগিয়ে যায় সমাজ। নতুনকে গ্রহণ করার ভাগিদে আবশ্যিকভাবে হারিয়ে যেতে ধাকে পুরোনো। ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর ‘বহিপীর’ নাটকে সেই পরিবর্তনের সময়কালকে পটভূমি করে তুলেছেন। নাটকটিতে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নাটকের সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাটকে ইতিহাসের যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হচ্ছে ১৭৯৩ সালে প্রণীত

ହେଉଥା ସ୍ଵର୍ଗତ ଆଇନେ ନାଟିକେର ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ ହାତେମ ଆଲି ଜୟମଦାରି ହାରାତେ ବସେଇନେ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଏକଇ ସମୟେ ପ୍ରାଚୀଣ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଏଲାକାର ମଧ୍ୟେ ଶିକ୍ଷାକାର ଆଲୋ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରେଛେ । ଯାର ପ୍ରଭାବେ ବିଶେଷ କରେ ତରୁଣ ସମାଜ ସାଧାରଣ ମାନୁଷକେ ଶୋଷଣ କରା ସନାତନୀ ସମାଜ ଥିବେ ବେଳ ହେଁ ଆସତେ ଶୁରୁ କରେଛେ । ତାରା ନିଜେଦେର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କେ ଅଧିକତର ସଚେତନ ହେଁ ଉଠିଛେ । ତବେ ପୁରୋନୋ ସମାଜେର ପ୍ରଭାବଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିରା ତାଦେର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରାଖିତେ ଚେଟ୍ଟ କରାଛେ । ଲେଖକ ଏଥାନେ ନାଟିକେର ମାଧ୍ୟମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଯେଇଛେ ସେ ନତୁନେର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ମେନେ ନେଓରାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତାହେରା ଓ ହାଶ୍ମେମେର ନତୁନ ଜୀବନେର ଦିକେ ପଦାର୍ପଣେ ବାନ୍ଧବ ପରିସ୍ଥିତି ମେନେ ନିଯେ ବହିପୀରେର ମୁଖେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଁଛେ— ତାରା ତୋ ଆର ଆଗୁନେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିତେ ଯାଇଁ ନା, ବରଂ ତାଦେର ନତୁନ ଜୀବନେର ପଥେ ଯାଇଁ ନ ତାଦେର ଠେକିଯେ ରାଖା ଯାଇଁ ନା । କାରଣ ଆଜ ନା ହ୍ୟ କାଳ ତାରା ନତୁନେର ପଥେ ଯାବେଇ । ପୁରୋନୋ ସମାଜକେ ଭେଙେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନତୁନ ସମାଜେର ସ୍ଥିତି ଏହି ମେନେ ନେଓରା ଓ ସମର୍ଥନ କରା ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର ବଲେ ଆମି ମନେ କରି; ଯା ‘ବହିପୀର’ ନାଟିକେର ସମାନ୍ତିତ ବାର୍ତ୍ତା ହିସେବେ ଦିଯେଇଲେ ଲେଖକ ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৪

- ক. বুদ্ধ কীভাবে মরে যায়? ৩
 খ. তাহেরার সঙ্গে বহিপীরের কীভাবে বিয়ে হয়? বিষাণিত
 আলোচনা কর। ৭

୨୪ନ୍ ପ୍ରମେସ ଉତ୍ତର :

► શિખનકળ ૧૭ ૧૨

ক স্বেহ আর ভালোবাসার অভাবে বুত্ত মরে যায়। 'বহিপীর' নাটকে মাতৃহারা তাহেরো সম্পর্কে বহিপীর এ ঘন্টব্য ব্যক্ত করেছেন। মানুষ সামাজিক জীব। যুগ যুগ ধরে মানুষ পরিবারবন্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। পরিবারের বড়দের কাছ থেকে ছেটোরা স্বেহ-মশতা-ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়। কিন্তু যারা বড়দের এই স্বেহ-মশতা থেকে বঞ্চিত তারা নিতান্ত হতভাগ্য। 'বহিপীর' নাটকে তেমনই হতভাগ্য চরিত্র তাহেরো। ছেটবেলায় মাতৃহারা তাহেরো বাবা-মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একটি চারা গাছকে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা না করলে গাছটি যেমন ধীরে ধীরে বড় না হয়ে মরে যায় তেমনই মানুষও যদি প্রয়োজনীয় স্বেহ-মশতা-ভালোবাসা না পায় তবে তার বুত্ত মরে যায়। জমিদার হাতেম আলির সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাহেরো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বহিপীর এ বিষয়টি ভলে ধরেছেন।

৪ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি গড়ে
উঠেছে বহিপীরের সর্বশ্রাদ্ধা স্বার্থ এবং নতুন দিনের প্রতীক বালিকা
তাহেরার বিদ্রোহের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। এ বিদ্রোহের সূচনা হয়
বহিপীরের সঙ্গে তাহেরার জোর করে বিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে।
এই বন্ধ-সংঘাত ও তার সাথে জড়িয়ে পড়া কিছু ঘটনা, পরিবেশ ও
চরিত্রে আশ্রয় করে এগিয়েছে নাটকাহিনি।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে বহিপীর; যার কাজ হচ্ছে সারা বছর বিভিন্ন এলাকায় তার অনুসারী মুরিদদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো। তার অনেক মুরিদের মধ্যে পেয়ারা মুরিদ ছিল তাহেরার বাবা এবং সৎমা। কোনো এক জুন্মা রাতে অত্যন্ত শর্ক করে তাহেরার বাবা ও সৎমা তাহেরাকে ঝোর করে এই বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। তাহেরার বাবা পরহেজগার মানুষ, বিষয়-আশয় তেমন না থাকলেও বৃশ্ণ খানদানি। তাহাড়া নিজের বয়স হয়েছে, দেখাশোনা ও খেদমত করার জন্য একজন নিজের মানুষ প্রয়োজন— এ ছিল থেকে বহিপীর বিয়েতে মত দেন। বহিপীরের প্রথম স্তৰী চৌদ্দ বছর আগে মারা গেছেন। তাদের

কোনো সন্তানও নেই। বর্তমানে তার দেখাশোনার জন্য একমাত্র চাকর হকিকুল্লাহ রয়েছে। কিন্তু সে আর কত করতে পারে। এসব চিন্তাবন্ধন থেকে বিয়ে করাকেই অধিক সমীচীন মনে করেন বহিপীর। পিরসাহেবের বিয়েতে রাজি হওয়ার পর তার মুরিদ তথা তাহেরার বাবাই বিয়ের সব কাজের দায়িত্ব নেয়। তাহেরার বাবা ও সৎমা পিরের গেয়ারা মুরিদ হলেও তাহেরা পিরকে পছন্দ করত না। তার ওপর পিরের বৃন্দ বয়স। তাই বিয়ের রাতেই নাবালক চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করে তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

তাই বলা যায়, তাহেরার বাবা ও সৎমা নিজেদের ইচ্ছাতেই জোর করে তাহেরাকে তাদের পির তথা বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দেয়, যা তাহেরা মেনে নিতে পারেনি। তাই সে প্রতিবাদবৃপ্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৫

ক. হাশেমের নিজেকে বার্তাবাহক মনে হয়েছিল কেন? ৩

খ. “আপনারা কোরবানির গোষ্ঠ থেকে পারেন, কিন্তু গুরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না”— ‘বহিপীর’ নাটকের আলোকে আলোচনা কর। ৭

২৫নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৫ ও ৩

ক: গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত ‘বহিপীর’ নাটকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নদীতে ভাসমান জমিদার হাতেম আলির বজরার মধ্যে। বজরার দুটি কামরার সম্পূর্ণ নাট্যকাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে। বজরার বড় কামরার মধ্যে দেখা যায় জমিদার হাতেম আলি ও বহিপীরের মধ্যে কথোপকথন এবং অপর কামরার অবস্থান করে খোদেজা বেগম, তাহেরা এবং হাশেম আলি। দুই কামরার মধ্যে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানের বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে হাশেম আলি। নাটকের মূল কাহিনি যেখানে বহিপীরের বিরুদ্ধে তাহেরার দ্বন্দ্ব সেখানে এই দুই পক্ষের মধ্যে বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেছে জমিদারপুত্র হাশেম- হাশেম আলির ভাষ্যমতে, সারা দুপুর আর সারা বিকেল খরে এ কামরা, সে কামরা করছি। আর ভালো লাগে না। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শর্ত-পাল্টা শর্ত নিয়ে দুই জোরদার শত্রু পিলিবের মধ্যে যাতায়াত করছি। দুই পক্ষের মধ্যে বারবার তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য হাশেম আলির নিজেকে বার্তাবাহক বলে মনে হয়েছে।

খ: ‘বহিপীর’ নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, কুসংস্কারাত্মক ও ধৰ্মভীরু তাহেরার বাবা ও সৎমা বৃন্দ পিরকে খুশি করতে কিশোরী তাহেরাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়। তাহেরা এ বিয়ে মেনে না নিয়ে নাবালক চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করে পালিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে আশ্রয় পায় জমিদার হাতেম আলির বজরায়। কাকতালীয়ভাবে তাহেরাকে বুঝতে বের হয়ে বহিপীরও সেই বজরার আশ্রয় প্রহণ করেন। সব জেনে জমিদারগিরি তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চান। তাহেরা আস্থাহত্যা করতে চাইলে তাকে তারা মরতে দিতে চান না। যার ফলে জমিদারগিরি খোদেজা বেগমকে কটাক্ষ করে তাহেরা বলেছে— আপনারা কোরবানির গোশ্চত থেকে পারেন কিন্তু গুরু জবাই দেখতে পারেন না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে ডেমরা ঘাটে এলে তাহেরার চাচাতো ভাই ভরে কাঁদতে থাকে আর তাহেরা চুপচাপ বসে থাকে। এ সময় লোকজনের ডিঢ় জমে যায়। একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে দেখে জমিদার হাতেম আলির ছাঁ খোদেজা বেগম তাকে বজরায় তুলে নেন। তাহেরাকে বুঝতে বের হয়ে বহিপীরও বাড়ের কবলে পড়ে। জমিদারের বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার নৌকা প্রায় ভুবে

যায়। সজীসহ নাকানি-চুবানি থেরে পিরসাহেবে অবশেষে বজরায় উঠে আসেন। কাকতালীয়ভাবে বহিপীর ও তাহেরা একই বজরায় দুটি কামরায় আশ্রয় লাভ করে। পিরসাহেবের কথা জ্ঞানতে পেরে তাহেরা খোদেজা বেগমকে বারবার অনুরোধ করে পিরের কাছে তার পরিচয় প্রকাশ না করার জন্য। কিন্তু ধর্মভীরু খোদেজা তার কোনো কথা না শুনে পিরের কাছে তাহেরার পরিচয় ফাঁস করে দেন। এ সময় তাহেরা পানিতে ঝাপ দিয়ে আস্থাহত্যা করতে চাইলে খোদেজা ও হাশেম আলি তাকে রক্ষা করেন। খোদেজা বেগম তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে পারেন ঠিকই কিন্তু তোকের সামনে পানিতে ঝাপ দিয়ে মরতে দেন না। তাই জমিদারগিরির ওপর ক্ষেত্র থেকে তাহেরা প্রশ়েষ্ট উত্তিটি করেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৬

ক. এতদিনের জমিদারির শেষ রাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৩

খ. ‘বহিপীর’ নাটকে বহিপীরের নিজেকে পরাজিত শত্রু মনে হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৭

২৬নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ১১ ও ৯

ক: এতদিনের জমিদারির শেষ রাত বলতে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠার অভিন্ন মুহূর্তকে বোঝানো হয়েছে।

‘বহিপীর’ নাটকের অন্যতম চরিত্র হাতেম আলি। রেশমপুরে তার সামান্য জমিদারি আছে। বংশগতভাবে প্রাণ এই জমিদারির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বংশের ঐতিহ্য, মানসম্মান ও মর্যাদা। সূর্যাস্ত আইনের করাল গ্রামে তিনি জমিদারি হারাতে বসেছেন। বকেয়া খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে তার জমিদারি নিলামে উঠে। হাতেম আলিকে খাজনা দেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয় এক রাত। বাল্যবৃন্দ আনোয়ারউদ্দিনের কাছে অনেক আশা নিয়ে সাহায্যের জন্য যান হাতেম আলি কিন্তু আনোয়ারউদ্দিন জানিয়ে দেন যে তিনি সাহায্য করতে পারবেন না। তাই সমস্ত আশা হারিয়ে নিলাম হওয়ার আগের রাতকে জমিদারির শেষ রাত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

খ: ‘বহিপীর’ নাটকের অন্যতম একটি চরিত্র হচ্ছে হাতেম আলি। রেশমপুরে তার সামান্য জমিদারি আছে। ১৭৯৩ সালের সূর্যাস্ত আইনের করাল গ্রামে পড়ে তার সেই জমিদারি নিলামে উঠে চলেছে। অসহায় জমিদার হাতেম আলি অনেক চেষ্টা করেও জমিদারি রক্ষার জন্য খাজনার টাকা জোগাড় করতে পারেননি। শহরে বাল্যবৃন্দ আনোয়ারউদ্দিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। ঘটনাক্রমে বহিপীরের সদ্য বিবাহিতা ছাঁ তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে জমিদারের বজরায় আশ্রয় লাভ করে। অন্যদিকে বাড়ের কবলে পড়ে জমিদারের বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে বহিপীরের নৌকা প্রায় ভুবে যায়। তাহেরাকে বুঝতে এসে নাকানি-চুবানি থেরে কাকতালীয়ভাবে পিরসাহেবও একই বজরায় আশ্রয় প্রহণ করেন। বজরায় আশ্রয় নেওয়া তাহেরাকে বুঝিয়ে বহিপীরের কাছে ফেরত দেওয়ার শর্তে বহিপীর হাতেম আলিকে খাজনার টাকা ধার দিতে চান। বিধাবিত জমিদার তার জমিদারি রক্ষার জন্য তাহেরার কাছে শর্তের কথা উপস্থাপন করেন। নাটকে তাহেরা বিদ্যুই হলেও মানবিক গুণের অধিকারী। যে তাহেরা বহিপীরের কাছে না যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়েছে, যে তাহেরা বহিপীরের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য নদীতে ঝাপ দিয়ে আস্থাহত্যা করতে প্রস্তুত সেই তাহেরাই হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষা করার জন্য বহিপীরের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহেরা রাজি হলেও হাতেম আলি এরকম শর্তে রাজি

হননি। হাতেম আলি জমিদারি হারানোর উদ্বিগ্নতা ত্যাগ করে বিবেকের দশনে বহিপীরের প্রস্তাৱ প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বহিপীর বিনাশক্তি টাকা দিতে চাইলেও হাতেম আলি তা নিতে চাননি। তখন বহিপীর নিজের মানবিকতার পরিচয় দিতে চান। সকলের কাছে হার মেনে, বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে নিজেকে পরাজিত শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে জমিদার হাতেম আলির কাছে শেষ অনুরোধ জানান বহিপীর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৭

ক. হাতেম আলি নিজের জমিদারিকে ফাঁকা ঢেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন? ৩

খ. 'বহিপীর' নাটকে খোদেজা বেগম কুসংকারাচ্ছন্ন কিন্তু অত্যন্ত ধৰ্মভীরু একটি চরিত্র।— বিশ্লেষণ কর। ৭

২৭নং প্রশ্নের উত্তর : ১১ ও ৩

ক. উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার হয়েছেন হাতেম আলি। একসময় জমিদারির প্রাচুর্যতা থাকলেও বর্তমানে তা নেই। এ জমিদারি থেকে হাতেম আলি কোনো রকমে মানবর্যাদা রক্ষা করে ভরণপোষণ চালান। অন্তঃসারশৃঙ্গ্য এ জমিদারিকে তাই ফাঁকা ঢেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

হাতেম আলিকে জমিদার বলা হলেও তার জমিদারিতে কোনো আয় উন্নতি নেই, তার অর্থ-সম্পদও অচেল নয়। তিনি যে জমিদারি চালান তা একসময় ধনদৌলতে ভরপূর ছিল। কিন্তু এখন তা নেই, তার হাতে বর্তমানে যে জমিদারি তা কেবল ঢাকের ঢেল, বাজালে আওয়াজ হয় কিন্তু ডেতে অন্তঃসারশৃঙ্গ্য, দেখতে বড় কিন্তু ডেতে ফাঁকা। কষ্টু একজন জমিদার হিসেবে তিনি কিছুই পাননি। একারণেই হাতেম আলি নিজের জমিদারিকে ফাঁকা ঢেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

খ. 'বহিপীর' নাটকে অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জমিদার হাতেম আলির স্ত্রী খোদেজা বেগম। নাটকে খোদেজা বাঙালি মুসলমান নারী চরিত্রের সার্থক উদাহরণ। তিনি কুসংকারাচ্ছন্ন কিন্তু অত্যন্ত ধৰ্মভীরু একটি চরিত্র। তৎকালীন সময়কালকে নাটকে বাস্তবধর্মী করে তুলে ধরতে খোদেজার মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন লেখক।

'বহিপীর' নাটকের সার্বিক কাহিনিতে দেখা যায়, জমিদারগিমি খোদেজা বেগম অত্যন্ত সাদামাটা একটি চরিত্র। ডেমরা ঘাটে একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে শুনে সেই 'মেয়ে তথা তাহেরাকে অচেনা হওয়া সঙ্গেও নিজের বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। তাহেরার জীবনে করুণ কাহিনি শুনে তিনি নিজেও ব্যাধিত হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তার উদার মানবিক মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে। আবার তিনি যখন জানতে পারেন তাহেরা একজন পিরের পালিয়ে আসা স্তৰী তখন তিনি তাকে কিরিয়ে দিতে চেয়েছেন, যা তার কুসংকারাচ্ছন্ন মনমানসিকতাকে তুলে ধরে। তাহেরার মতো তরুণীর সঙ্গে বৃক্ষ পিরের বিয়ে অন্যায় জেনেও পরক্ষণেই পিরের অভিশাপের ভয়ে তিনি ভীত হয়েছেন। অন্যায় মনে করেও পিরের বদদোয়া থেকে নিষ্ঠার পেতে তাহেরাকে ফেরত পাঠাতে চেয়েছেন পিরের, কাছে। পিরের স্তৰী হওয়াকে তিনি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেছেন। আবার বহিপীরের সঙ্গে পুত্র হাশেম মুখোয়াবি দাঢ়ালে তিনি পিরের পক্ষ নিয়ে মামেলাযুক্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছেলেকেও তিনি শক্ত হতে দমন করতে পারেননি। যার মধ্য দিয়ে বাঙালি চিরায়ত মায়ের প্রতিমূর্তি কৃটে উঠেছে খোদেজা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে তাই বলা যায়, 'বহিপীর' নাটকে খোদেজা বেগম কুসংকারাচ্ছন্ন কিন্তু অত্যন্ত ধৰ্মভীরু একটি চরিত্র।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৮

ক. কারা নতুন জীবনের পথে যাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. "জোরজুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ তো আর অস্তু নয়।"— 'বহিপীর' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৭

২৮নং প্রশ্নের উত্তর : ১৪ ও ৯

ক. তাহেরা ও হাশেম নতুন জীবনের পথে যাচ্ছে।

'বহিপীর' নাটকের কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে স্বার্থাবেবী বহিপীর ও নতুন দিনের প্রতীক কিশোরী তাহেরার ব্লু। তাহেরা বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে অধীকার করে বাড়ি থেকে পালিয়ে জমিদার হাতিম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। তাহেরাকে কুঁজতে এসে ঘটনাক্রমে পিরসাহেবও সেই বজরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহেরাকে স্ত্রী দাবি করে জ্ঞান করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাহেরা তার সঙ্গে যেতে চায় না। জমিদারপুত্র হাশেম চায় তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে বাঁচাতে। বহিপীরের কুটকৌশলে পড়ে তাহেরা তার সঙ্গে যেতে চাইলেও জমিদার হাতেম আলি বহিপীরের সেই শর্ত মেনে নেননি। হাশেম তাহেরাকে নিয়ে নতুন জীবনের পথে বেরিয়ে পড়ে। পিরসাহেবও তাদের এ যাত্রাকে মেনে নেন।

খ. বাঙালি গ্রামীণ মুসলমান সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অত্যন্ত সরল। কিন্তু লেখক এর মধ্য দিয়ে সামন্তযুগের সম্বৰ্ধণকে তুলে ধরেছেন। নাটকের মূলে রয়েছে সামন্তযুগীয় সংক্ষারের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার ইচ্ছা। সামন্তযুগের প্রতিনিধি হিসেবে লেখক উপস্থাপন করেছেন বহিপীর চরিত্রকে। সরল পথে নিজের কার্যসম্বিধ করতে না পেলে বহিপীর কুটকৌশলের আশ্রয় নেন।

'বহিপীর' নাটকে নাট্যকাহিনির স্থান জমিদার হাতেম আলির বজরা। বজরার মধ্যে ক্ষয়িক্ষু সামন্তযুগের দুই প্রতিনিধি হাতেম আলি ও বহিপীর নিজের স্ব-সমস্যার জন্য চিন্তায় জর্জিরিত। একজনের জমিদারি হারানোর শক্তি, আরেকজনের অবাধ্য স্তৰীকে বুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা। এই দুই সমস্যার সমাধান বের করেন বহিপীর। তবে সেই সমাধানের মূলে ছিল বহিপীরের নিজের স্বার্থ উন্ধারের কুটকৌশল। তিনি জমিদার হাতেম আলিকে বোঝান যে, জোরজুলুম করে পাগলা হাতি তথা অত্যন্ত হিংস্র জন্মকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষকে কখনো জোর করে বশ করা যায় না। মানুষকে বশ করতে হয় কৌশল দিয়ে। বহিপীরের কথার নিহিতার্থ অর্থ এই যে, তাহেরাকে জমিদার পরিবার বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন। সুতরাং তাহেরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এখন জমিদার হাতেম আলি যদি তাকে বুঝিয়ে বহিপীরের সঙ্গে ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে বহিপীরও জমিদারের খাজনার টাকা ধার দিয়ে জমিদারি রক্ষা করবেন। এই কুটকৌশলের কথা হাতেম আলির কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে বহিপীর আলোচ্য মন্তব্য করেন।

সুতরাং বলা যায়, তাহেরাকে বশ করে নিজের স্বার্থসম্বিধ করার জন্য বহিপীর যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে চান সেটি-ই জমিদার হাতেম আলির কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে বহিপীর উপর্যুক্ত মন্তব্যের অবতারণা করেন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২৯

ক. "বদলোকেরা তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে থাছে।"- কথাটি বলা হয়েছে কেন? ৩

খ. বহিপীর তাহেরার মধ্যে একটি অসাধারণ নারীর পরিচয় পেয়েছেন কীভাবে? বিস্তারিত আলোচনা কর। ৭

২৯নং প্রশ্নের উত্তর: ► শিখনফল ৩ ও ১৪

ক "বদলোকেরা তোমাকে গিলে থাছে"- খোদেজা বেগম কথাটি বলেছেন তাহেরার দিকে নদীর ঘাটের খারাপ লোকদের কুনজেরে তাকানো প্রসঙ্গে।

বৃক্ষ পিরের মতে জোর করে বিয়ে দেওয়ায় তাহেরা তার নাবালক চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ডেমরাঘাটে এসে তার চাচাতো ভাই চিক্কার দিয়ে কারা করে। তাহেরাকে ঘাটে অসহায় অবস্থায় দেখে বদলোকেরা ভিড় করতে শুরু করে এবং এমনভাবে তাহেরাকে দেখতে থাকে যেন চোখ দিয়ে লোকগুলো তাহেরাকে গিলে থাবে। জিমিদারগিয়ি খোদেজা বেগম তাহেরাকে সেই অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন। কথা বলতে গিয়ে খোদেজা বেগম আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।

খ 'বহিপীর' নাটকের যে ছল ও সংঘাত তার মূলে রয়েছে তাহেরা চরিত্রের বিদ্রোহী মনোভাব। তাহেরা সেই সমাজে থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, যে সমাজে নারীরা পুরুষের বিপক্ষে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, উচু গলায় কথা পর্যন্ত বলতে পারত না। সেই সময় তাহেরা চরিত্রের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব চরিত্রটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। আর সেই অসাধারণ নারীর পরিচয় পেয়েছেন বহিপীর।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে তাহেরা। কারণ তাহেরাকে কেন্দ্র করেই নাটকের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। মাতৃহারা তাহেরার কুসংস্কারাঙ্গন বাবা ও সৎমা বৃক্ষ পিরের সঙ্গে জোর করে তাকে বিয়ে দেয়। কিন্তু সে এ অন্যায় বিয়ে মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ করেছে। প্রতিবাদবৃপ্ত সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ঘটনাচক্রে সে জিমিদারের বজরায় আশ্রয় পায়। বজরার একমাত্র হাশেম আলি ছাড়া সবাই তার বিরুদ্ধে গেলেও সে বৃক্ষ পিরের সঙ্গে তার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এই হিসেবে তাহেরা একটি অত্যন্ত অনমনীয় চরিত্র। 'বহিপীর' নাটকের সময়কালের প্রেক্ষাপটে নারী চরিত্রের মধ্যে এই অনমনীয় গুণ ছিল দুর্কর। সমাজের চিরায়ত প্রথার বাইরে গিয়ে, সন্তানী প্রথা ভেঙে তাহেরা চরিত্রটি হয়ে ওঠে অসাধারণ। তাহেরা চরিত্রের এই গুণে বহিপীর নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে না পারলেও তাহেরা চরিত্রটি তাকে করে তুলেছে বিমোহিত।

নিজের বিয়ের ক্ষেত্রে বাধীন যত থ্রকাশ করে তাহেরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, সামাজিক বাধার কারণে অনেক নারীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তাহেরার এই অধিকার সচেতনতা অনেক নারীকেই নিজ অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সংচেতন করে তুলবে। সবশেষে তাহেরা নতুন জীবনের সম্মানে হাশেম আলির হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সামগ্রীক আলোচনায় তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা যায়। যা কেবল বহিপীরকেই নয় বরং সচেতন সব পাঠককেই তার অসামান্যতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩০

ক. 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি কাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. "হকিকুল্লাহ বহিপীরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বাত্মক চরিত্র।" বর্ণনা কর। ৭

৩০নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ১৪ ও ৮

ক 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি তাহেরাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। সে মা-মরা মেয়ে, সৎমায়ের সংসারেই মানুষ। সৎমা ও বাবা বৃক্ষ বহিপীরের সাথে তার বিয়ে দেয়। এই অসম বিয়ে তাহেরা মেনে নেয়নি। বিয়ের রাতে পালিয়ে জিমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। ঘটনাচক্রে বহিপীর সেই বজরায় উপস্থিত হন। সেখানে তাহেরার ঘোঁজ পেয়ে তাকে ফিরিয়ে নিতে চান। কিন্তু তাহেরা তার সাথে ফিরে যেতে অব্যুক্তি জানায়। প্রয়োজনে সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মারা যাবে, তবু বহিপীরের সাথে যাবে না। জিমিদার হাতেম আলির পুত্র হাশেম আলি তার পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে বহিপীর ও হাশেম মুখোয়ারি বন্হে উপনীত হয়। এই বন্হের কেন্দ্রবিন্দু তাহেরা। বহিপীরের শরিয়তি বিয়ের দোহাই, পুলিশের ডয় কোনোকিছুই তাহেরাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি। অবশেষে হাশেম আলির সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাঢ়ায় সে। এরই মধ্য দিয়ে নাটকটি চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছায়। তাই বলা যায়, 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি তাহেরাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

খ "হকিকুল্লাহ বহিপীরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বাত্মক চরিত্র।"- মন্তব্যটি যথার্থ?

'বহিপীর' নাটকের নাম-চরিত্র বহিপীর। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। বছর-দুবছরাতে তিনি মুরিদদের বাড়ি গমন করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। মুরিদীরা সর্বো উজাড় করে পিরের সেবা করতে মরিয়া। বহিপীরের ক্রী মারা গেছে চৌদ্দ বছর আগে। তাই বহিপীরের একমাত্র তরস্য হকিকুল্লাহ। হকিকুল্লাহ একটি অপধান চরিত্র। সে বহিপীরের খাদেম অর্থাৎ দেখভাল করা লোক। প্রাচীনকালে সম্বাটদের যেমন তোষামোদকারী থাকত, 'বহিপীর' নাটকের হকিকুল্লাহ সে-জাতীয় চরিত্র।

নাটকের পুরো ঘটনাকাল পরিসরে হকিকুল্লাহর উপস্থিতি ছিল। কিন্তু সেটা উপস্থিতি না-থাকার মতো, সে বসে বসে হুক্কা টানে। নাটকের প্রথম ও শেষাঙ্কের বর্ণনাখণ্ডে হকিকুল্লাহকে হুক্কা খাওয়া অবস্থায় নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। তাকে এর ব্যত্যয় ঘটাতে বুর একটা চোখে পড়ে না।

হকিকুল্লাহ পিরের খেদমতদার। পিরসাহেবের লেবাস শুকাতে দিতে তাকে দেখা যায়। পিরসাহেবের পিঠ ব্যাথা করলে হকিকুল্লাহ তার পিঠ টিপে দেয়। পিরসাহেব থামতে বললে সে থামে, না থামতে বললে থামে না। মাঝামাজে হট্টোগোলের সময় বহিপীরের সাথে হকিকুল্লাহ তেতুরের কামারায় উকিদেয়। খোদেজা তাকে দেখে ডয় পায়। তখন সে বহিপীরের সহযোগী হিসেবে নিজের পরিচয় দেয়। মানবীয় বোধবুদ্ধি নেই হকিকুল্লাহর। এমনকি মানুষ হিসেবে নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশণ বহিপীরকে অবাক করে। বহিপীর তাহেরাকে ডয় দেখানোর জন্য হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বললে হকিকুল্লাহ বুদ্ধি থাটিয়ে পুলিশকে ডাকে না। তার এই বুদ্ধিমত্তা পিরকে বিস্মিত করে এ কারণে যে হকিকুল্লাহ-ও তাবতে শুরু করেছে! তবে পিরসাহেব তার প্রশংসাও করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হকিকুল্লাহ পিরের খেদমতদার। পিরসাহেবের উপস্থিতিতে তার ভূমিকা নগণ্য। বহিপীরের আদেশ

পালনই তার কাজ। বহিপীরের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। তাই বলা যায় যে, হকিকুলাহ বহিপীরের ধারাধরা একটি ব্যক্তিগত চরিত্র। পুরো নাটকে তার উপস্থিতি দৃশ্যমান হলেও তার কাজ কেবল বহিপীরের ডাকে সাড়া দেওয়া। বাকিটা সময় সে ঝুঁকা খেয়েই কাটিয়েছে। কোনো বিষয়ে তার কোনো বক্তব্য নেই। বহিপীরের উপস্থিতিতে তার নিজস্ব বলে কিছু প্রকটিত হয়নি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩১

ক. হাশেম তাহেরাকে বিয়ে করতে চাই কেন? ৩

খ. "বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ীদের অনুকূল পরিবেশ খোদেজার মতো ধর্মভীরু সাধারণ জনগোষ্ঠী।" মন্তব্যটির সমক্ষে যুক্তি দেখাও। ৭

৩১নং প্রশ্নের উত্তর : ১ শিখনফল ৬ ও ৮

ক. বহিপীরের হাত থেকে বাঁচাতে হাশেম তাহেরাকে বিয়ে করতে চায়।

"বহিপীর" নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাশেম আলি। সে বহিপীরের বিগৱাত ধারার চরিত্র। হাশেম আলি যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন চরিত্র। সে উচ্চশিক্ষিত তরুণ। জমিদারের ছেলে হয়েও বৈবায়িক চিত্ত-ভাবনা তাকে আকৃষ্ট করতে পারেন।

হাপাখানার ব্যাবসা করে সে নিজের পায়ে দাঢ়াতে চায়। অসহায়

তরুণী তাহেরার সাথে বৃন্দ বহিপীরের অসম বিয়ের ব্যাপারে হাশেম আলি সোচার। তার মতে, এ বিয়ের কোনো ভিত্তি নেই।

কেননা এ বিয়েতে তাহেরার মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। এমন বিয়ে আইন হারাও বীকৃত নয়। তাহেরার খোজে বহিপীর বজরায় এসে উপস্থিত হলে তাহেরা তার পায়। বহিপীরের

সাথে বাড়োয়ার চেয়ে সে আভাহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাকে আভাহত্যার হাত থেকে বাঁচায়।

বহিপীরের হাত থেকে বাঁচাতে সে তাহেরাকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত।

মূলত বহিপীরের সব চক্রান্ত থেকে বাঁচাতে হাশেম আলি

তাহেরাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত।

খ. "বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ীদের অনুকূল পরিবেশ

খোদেজার মতো ধর্মভীরু সাধারণ জনগোষ্ঠী।" — মন্তব্যটির সাথে

আমি একমত পোষণ করছি।

"বহিপীর" নাটকের কেন্দ্রীয় ও নাম-চরিত্র বহিপীর। সুনামগঞ্জে তার

বাড়ি। দেশের সব অঙ্গলে তার মুরিদ রয়েছে। বছর-দু-বছরান্তে

বহিপীর মুরিদদের বাড়ি যান। মুরিদরা সর্বস্ব দিয়ে বহিপীরের সেবা

করে। তিনি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে

গুঁজি করে তার ধর্মব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত ও

বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। বহিপীরকে ধূশি করার জন্য তার পেয়ারের মুরিদ

একযাত্র কল্যাণ কিশোরী তাহেরাকে পিরের সাথে বিয়ে নিতেও কসুর

করে না। এমনকি বহিপীর বললে তার শহরের ধনী মুরিদরা হাতেম

আলির জমিদারি রক্ষার টাকা দেবে বলে বহিপীর আভাবিষ্মাসী।

সমাজের কুসংস্কারাঞ্চন ধর্মভীরু বহিপীরের মতো ভক্তদের উৎখানের

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এমনই

একজন জমিদার হাতেম আলির পক্ষী খোদেজা বেগম।

"বহিপীর" নাটকের খোদেজা চরিত্রটি কুসংস্কারাঞ্চন ও ধর্মভীরু

বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রগতিশীল চিত্ত তিনি করতে পারেন না।

বরঞ্চ লোকের সাথে তাহেরার বিয়ে অন্যায় মানলেও পিরের সাথে

বিয়েকে খোদেজা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। তার কথায় যুবক

বা তরুণ পির না পাওয়া যাওয়ায় বৃন্দ পিরের সাথে বিয়েই ভাগ্যের

ব্যাপার। তিনি পিরের বদদোয়াকে তার পান। তাহেরায় প্রতি

মানবিকবোধ জন্মালেও পিরের বিরুদ্ধে কাজ করাকে তিনি

অঙ্গুলজনক ভাবেন। হাশেম ও বহিপীর তাহেরাকে ঘিরে বলে যুখোয়ুখি হলে তিনি পিরের পক্ষ অবলম্বন করেন। সার্বিক বিচারে খোদেজার কুসংস্কার, ধর্মভীরুতাই বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ীদের নিজস্ব মার্ব হাসিলে সহায়তা করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো প্রকার অর্থনৈতিক কর্তৃকান্তে সম্পৃক্ত না থেকেও বহিপীর জমিদারের জমিদারি রক্ষার সক্ষমতা রাখেন শুধু ধর্মীয় ভীতিকে কাজে লাগিয়ে। আর এই ধর্মব্যবসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ধর্মভীরু কুসংস্কারাঞ্চন সাধারণ মানুষ। 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা এই শ্রেণির প্রতিনিধি। তাদের মতো মানুষের জন্যই সমাজে পিরপ্রথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, বহিপীরের মতো ধর্মভীরু সাধারণ জনগোষ্ঠী।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩২

ক. খোদেজা বহিপীরের পক্ষ নিয়েছিলেন কেন? বুঝিয়ে দেখ। ৩

খ. 'বহিপীর' নাটকে কোন সময়কার সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৭

৩২নং প্রশ্নের উত্তর : ১ শিখনফল ৩ ও ১

ক. বহিপীরের বদদোয়া লাগার ভয়ে খোদেজা বহিপীরের পক্ষ নিয়েছিলেন।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রটি একটি অশ্রদ্ধান চরিত্র। তিনি জমিদারপঞ্জী। অত্যন্ত ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাঞ্চন এই চরিত্রটি সকল প্রগতিশীলতার বিরোধী। তাহেরার বাড়ি ছেড়ে পালানোকে তিনি মনে নিতে পারেননি। অসম বয়সের বিয়ে অনুচিত মনে করলেও বহিপীরের সাথে বিয়ে হওয়াকে তিনি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। যেহেতু যুবক পির পাওয়া যায় না, সেহেতু বৃন্দ পিরকে বিয়ে করেই সন্তুষ্ট থাকা হয়। তিনি বহিপীরের বদদোয়াকে তার পান। ছেলে হাশেম আলিকে তিনি বহিপীরের বিরুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন। তাহেরা বহিপীরের কাছে তার পরিচয় গোপন রাখতে বললেও খোদেজা তা শোনেন না, তিনি মনে করেন পিরসাহেবের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে সবকিছু জেনে যাবেন। হাশেম তাহেরাকে পিরসাহেবের কবল থেকে বাঁচাতে গেলে বহিপীরের সাথে যুখোয়ুখি হলে জড়িয়ে পড়ে। বহিপীর-হাশেমের এই স্বর্ণে পিরের বদদোয়ার ভয়ে খোদেজা বহিপীরের পক্ষ নেন। বহিপীরের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে খোদেজা এই কাজটি করেন।

খ. 'বহিপীর' নাটকে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের শুরুর সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের নাম-চরিত্র বহিপীর বাংলা অঙ্গলে পিরপ্রথার জোকে বসা বিষয়টিকে নির্দেশ করেছে। বহিপীর সারা বছর তার মুরিদদের বাড়ি ঘুরে বেড়ান। শহরে বহিপীরের ধনী মুরিদ আছে— এ বিষয়টি বাংলা অঙ্গলে শহর গড়ে ওঠার ইঙ্গিত করেছে, যা বিশ শতকের শুরুর দিকের নগর কলকাতা-চাকাকে নির্দেশ করে। বিতীয়ত, তাহেরার মতো নারী স্বাধীনতার প্রতীক চরিত্রের সাথে এ অঙ্গলের নারীজাগরণের বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষয়টি বিশ শতকের শুরুতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেল, নবাব ফয়জুরিসা, কজিলাতুমেছার নারীরাদী আন্দোলন ও সংগ্রামের ইঙ্গিত দেয়।

তৃতীয়ত, হাশেম আলি শিক্ষিত আধুনিক তরুণদের প্রতীক। বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আধুনিকতাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এদের আদর্শ ছিল সমাজ থেকে কুসংস্কার, গোড়াধি ও অম্ব ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গে যুক্তিবাদ, মানবতা প্রতিষ্ঠা করা। হাশেম আলি চরিত্রের মধ্যে

নাটক ▶ বহিপীর

আধুনিকতাবাদীদের সেই মনস্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। জমিদারপুত্র হয়েও বৈষম্যিক বৃদ্ধিশাস্তি নয়, বরং সে ঘৃতিবাদী, মানবিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

চতুর্দশ, ভিটিশ ভারতে ১৭৯৩ সালে সূর্যাস্ত আইন প্রণীত হয়। এই আইনে বলা আছে, জমিদাররা নিজ জমিদারি সীমার নির্ধারিত খাজনা নির্দিষ্ট দিন সূর্যাস্তের পূর্বে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে নতুনা জমিদাররা জমিদারি ষড় হারাবে এবং তা নির্দিষ্ট মূল্যে নিলামে ছড়বে। 'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলি সেই সূর্যাস্ত আইনের বলি হতে চলেছেন। তবে তার জমিদারির নাম-ভাক নেই। ফলে এ নাটকটি সেই সময় লিখিত যখন সূর্যাস্ত আইন শেষ দিকে। অর্ধাৎ উনিশ শতকের শেষ দিকে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হতে শুরু করে।

পঞ্চমত, নগর সভ্যতার সূচনার বিষয়টি এসেছে। জমিদার হাতেম আলি জমিদার হওয়া সত্ত্বেও শহরের বাল্যবস্তু আনোয়ারাউন্ডিনের কাছে টাকা ধার চাইতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। অর্ধাৎ প্রামীণ সভ্যতার বিপরীতে নগর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বিশ শতকের ইংরেজ কোম্পানির যান্ত্রিক শিল্প-কলকারখনার ইঙ্গিত দিয়েছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের সূচনার সমাজচিত্ত প্রতিফলিত হয়েছে। পিরপুরা, নারীজাগরণ, আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের উন্মেষ, কফিঝু জমিদারি ব্যবস্থা, নগর সভ্যতার বিকাশ ইত্যাদি বিষয় সেই সময়কেই নির্দেশ করছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৩

ক. হাশেম ও তার মায়ের মতবিবোধের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. "হাশেম আলি অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপীরের কৃটচালকে মোকাবিলা করে জয়লাভ করেছে।" তোমার যৌক্তিক যতান্ত দাও। ৭
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরঃ ।

► শিখনকল ১৪ ও ১৫

ক: বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচানো নিয়ে হাশেম আলি ও তার মায়ের মধ্যে মতবিবোধ দেখা দেয়।

হাশেম আলি জমিদারপুত্র হয়েও বৈষম্যিক চিন্তা তার চরিত্র কল্পিত করেনি। সে উচ্চশিক্ষিত, ঘৃতিবাদী, মানবিক চেতনাসম্পন্ন তরুণ। সে শিক্ষিত, পাশাপাশি মানবিক ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন। পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সঙ্গে মা-মরা কিশোরী তাহেরার বিয়েকে সে বৈধ মনে করে না। কেননা এ বিয়েতে তাহেরার মতকে সম্পর্শরূপে অংগীকৃত করা হয়েছে। তাই হাশেম আলি তাহেরার পক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে তার মা খোদেজা কুসংস্কারাছে। ধর্মজ্ঞতা তার চিন্তাচেতনাকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। তিনি মনে করেন পিরের সাথে বিয়ে সৌভাগ্যের বিষয়। পিরের বদনোয়াকে তিনি ভয় পান। এমনকি পিরের আধ্যাত্মিক শক্তিতেও তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন তারা তাহেরার কথা পিরসাহেবের কাছ থেকে লুকালেও আধ্যাত্মিক বলে পির তা জেনে যাবেন। তাই তিনি তাহেরাকে পিরসাহেবের হাতে তুলে দিতে চান। অন্যদিকে তার ছেলে হাশেম আলি চায় যেকোনো মূল্যে তাহেরাকে বাঁচাতে। এমনকি এ ক্ষেত্রে তাহেরাকে বিয়ে করে হলেও পিরসাহেবের হাত থেকে সে বাঁচাবে। মূলত তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে বাঁচানো নিয়ে হাশেম ও তার মায়ের মধ্যে মতবিবোধ দেখা দেয়।

খ: "হাশেম আলি অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপীরের কৃটচালকে মোকাবিলা করে জয়লাভ করেছে।"- মন্তব্যটি ব্যাখ্যা।

'বহিপীর' নাটকের মূল আকর্ষণ তাহেরাকে কেন্দ্র করে জমিদারপুত্র হাশেম আলি ও বহিপীরের ছন্দ। এই ছন্দে শেষ পর্যন্ত হাশেম আলিই জয়ী হয়েছে। নাটকের শেষে বহিপীর নিজেকে পরাজিত

শত্রু বলে উল্লেখ করেছেন। এক বিবেচনায় 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরকে খলনায়ক ও জমিদারপুত্র হাশেম আলিকে এই নাটকের নায়ক হিসেবে দাঁড় করানো যায়।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর অত্যন্ত ধূর্ত ও কৃটকোশলী চরিত্র। বৈষম্যিক স্বার্থ বিবেচনায় তিনি জীবন ও জগতকে দেখেন। সাধারণ ধর্মভীরু জনগোষ্ঠীর ভীতিকে কাজে সাগিয়ে ধর্মব্যাবসায় লিঙ্গ তিনি। তার পেয়ারের মুরিদ একমাত্র কন্যা কিশোরী তাহেরাকে তার মতো পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃন্দের হাতে তুলে দিতে চাইলে তিনি তা মেনে নেন। কিন্তু নারীজাগরণের প্রতীক তাহেরা এ অসম বয়সের বিয়ে মেনে নেয়নি। বিয়ের রাতে সে বাড়ি ছেড়ে পালালে বহিপীর তাকে বুজতে বের হন। তাহেরাকে পেতে তিনি নানা কৃটকোশলের আশ্রয় নিলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

বহিপীর-হাশেম দ্বন্দে জয়ী জমিদারপুত্র হাশেম। সে উচ্চশিক্ষিত, আধুনিকমনা, ঘৃতিবাদী ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন যুবক। তাহেরার সাথে বহিপীরের এ অসম বিয়ের কোনো অর্থ তার কাছে নেই। সে তাহেরাকে আস্থাহ্য্যার হাত থেকে রক্ষা করে। বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞায় সে অটল হিল। কখনো কখনো অস্থির ও অশান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত বহিপীরের সব কৃটচালকে সে শান্তভাবে মোকাবিলা করেছে। বহিপীরের শরিয়তি বিয়ের দোহাই, পুলিশের ভয়, এমনকি অসহায় বৃন্দ জমিদার বাবার সুখ কোনোকিছুই তাকে তার সংক্রম থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে তাহেরাকে নিয়ে অনিচ্ছিত অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছে। বহিপীরের সমস্ত কৃটচালকে ভেস্টে দিয়ে জয়ী হয়েছে সে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি তার ঘৃতিবাদী আধুনিক ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন যুবক হাশেম কৃটচালকে মোকাবিলা করেছে। এক্ষেত্রে কোনো সামাজিক ও পারিবারিক সংকট তাকে বিচলিত করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত জয় তারই হয়েছে। তাহেরাকে সে বহিপীরের কবল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায় যে, আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৪

ক. "কৃতজ্ঞতার জেজ নেশার মতো।" বুঝিয়ে দেখ। ৩

খ. "বহিপীর অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল লোক।" দৃঢ়ত্বসহ উপস্থাপন কর। ৭

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরঃ : ► শিখনকল ৬ ও ৮

ক: আশ্রয়দাতা হাতেম আলির জমিদারি বাঁচাতে বহিপীরের সাথে তাহেরার যাওয়া প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে।

তাহেরা সংযোগের সংসারে শান্ত। সংসা এবং তার বাবা মিলে তাকে বৃন্দ বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। নিজের মত উপেক্ষা করে এমন অসম বয়সের বিয়ে মেনে নেয়নি তাহেরা। বিয়ের রাতে সে ঘৰ ছেড়ে পালায়। অসহায় তাহেরা জমিদারের বজরায় আশ্রয় পায়। শৈশব থেকে তাহেরা মায়ের মেহেবিত। তাই হাতেম আলির পরিবারকে সে শৈশ্বর-চোখে দেখে। বহিপীরের কোনো অনুরোধই তাহেরাকে দমাতে পারেনি। এমনকি এক্ষেত্রে পুলিশের ভয়ও কোনো কাজে আসেনি। সে পানিতে ঝাঁপিয়ে আবহত্যা করতে প্রস্তুত তবু বহিপীরের সাথে যাবে না। তাই বহিপীর কৃট চুক্তির আশ্রয় নেন। তাহেরা বহিপীরের সাথে গেলে তিনি হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষার টাকা দিতে চান। চতুর বহিপীর ধারণা করে হাতেম আলির বিপদে তাহেরা এগিয়ে আসবে। হাতেম আলির বজরায় স্থান পেয়ে সে যে মেহমতা পেয়েছে তার

কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি সে হাতেম আলিকে রক্ষা করতে চাইবে। এ প্রসঙ্গেই বহিপীর হাতেম আলিকে বলেন যে, কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো।

খ “বহিপীর অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল লোক।”—‘বহিপীর’ নাটকের কাহিনি বিবেচনায় উল্লিখিত যথোর্থ। নিচে এ বিষয়ে ‘বহিপীর’ নাটক অবলম্বনে দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হলো—

‘বহিপীর’ নাটকের কেন্দ্রীয় ও নাথ-চরিত্র বহিপীর। সুনামগঞ্জে তার বাড়ি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। তাদের বাড়ি গিয়ে ওয়াজ-নিশত করেই তার দিন কাটে। তার প্রথম জীবন শারা গিয়েছে চৌদ্দ বছর পূর্বে। তার এক খানদানি বংশের পেয়ারের মুরিদ তার কিশোরী কন্যা তাহেরাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়। বহিপীর এতে অস্ত করেন না। কিন্তু বিয়ের রাতে সেই কিশোরী মেয়ে পালিয়ে যায়।

বহিপীর অত্যন্ত বৃদ্ধিমান লোক। তাই তাহেরা পালিয়ে যাওয়ার পর তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চাইলেও বহিপীর তাতে সম্মতি দেন না। কেননা বৃদ্ধের সাথে কিশোরীর বিয়ে আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। এবং এ বিয়েতে তাহেরার ঘৰতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। ফলে পুলিশে জানালে হিতে-বিপরীত ঘটার আশঙ্কাই বেশি। তাই বহিপীর নিজে তাহেরাকে খুঁজতে বের হন।

বজরায় তাহেরার স্বাদ জানতেও বহিপীর বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। হাতেম আলিকে তিনি গোপনে তাহেরার পরিচয় জিনে নিতে বলেছেন। তাহেরার তথ্য পেয়েও তিনি অধৈর্য হননি। শুধু খোদার শোকর আদায় করে চুপ থাকেন। তাহেরাকে তিনি ধর্মীয় শরিয়তের বিয়ের দোহাই দেন, পুলিশের ডয় দেখান কিন্তু কিছুতেই কিছু না হলে তিনি নতুন বৃদ্ধি আঁটেন। জমিদার হাতেম আলিকে টাকা ধার দেওয়ার শর্তে তিনি তাহেরাকে ফিরে পেতে চান। বহিপীর বুঝতে পারেন আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে তাহেরা বহিপীরের এই কৃটচালকে অঙ্গীকার করতে পারবে না। হলোও তাই। তাহেরা বহিপীরের এই শর্তে সম্মত হতে বাধ্য হলো।

পুরো নাটকে বহিপীর অপরিসীম ধৈর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাহেরাকে ফিরিয়ে নেওয়ার সব চাল তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিচালনা করেছেন। তাহেরাকে তিনি কোনো প্রকার জোরজবরদ্ধি করেননি। পুলিশ ডাকার ডয় দেখানো ছাড়া কোনো প্রক্রিয় উত্তির আশ্রয়ও গ্রহণ করেননি। বহিপীরের এই ভাবভঙ্গিমাকে হাশেম সপ্তরীক আঙ্গীয়রাঙ্গিতে বেড়াতে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছে। বেড়াল যেমন শিকারকে থাবার নিচে পেয়ে না দেখার ভাব করে, বহিপীরের স্বভাব ঠিক তেমনই। শেষ পর্যন্ত তাহেরা হাশেমের হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেও বহিপীর কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি।

সুতরাং উপর্যুক্ত দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তে উপর্যুক্ত হওয়া যায় যে, ‘বহিপীর’ নাটকের বহিপীর চরিত্রটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি ও ধৈর্যের ওপর অচূট ছিল। কোনো প্রকার অস্ত্রবৰ্তা, প্রতিহিসামূলক কাজে তিনি অভিজ্ঞ হননি। তাই বলা যায় যে, বহিপীর অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল লোক।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৫

ক. ‘বহিপীরের’ নাম বহিপীর হয়েছিল কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. “খোদেজা ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাছম নারীসমাজের প্রতিনিধি।”—
আলোচনা কর। ৭

৩৫৬ প্রশ্নের উত্তর :

শিখনফল ১ ও ৩

ক. বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলতেন বলে তার নাম হয়ে যায়।
বহিপীর।

লুক্তার সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র (নাটক) ▶ নবব-দশম শ্রেণি
‘বহিপীর’ নাটকের মূল চরিত্র বহিপীর। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। সারা বছর সেসব মুরিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধর্মোপদেশ দেন। মুরিদরাও তার সেবায় সর্বস্ব উজাড় করে দেয়। একেক অঞ্চলে একেক ভাষা প্রচলিত হওয়ায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা অপর অঞ্চলে বোধগম্য নয়। বহিপীরের একার পক্ষে সব অঞ্চলের ভাষা রঙ করাটাও অসম্ভব। তাই বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। তাছাড়া কথ্যভাষাকে বহিপীর মাঠ-ঘাটের ভাষা মনে করেন। তিনি মনে করেন স্টার বাণী বহন করার সক্ষমতা নেই সেই ভাষার। ফলে বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথাবার্তা বলেন ও ধর্মোপদেশ দান করেন। বইয়ের ভাষায় কথা বলায় মানুষজন তাকে বইয়ের ভাষার কথা বলা পির এবং এর সংক্ষেপে বহিপীর বলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এটিই তার নামে পরিণত হয়।

খ “খোদেজা ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাছম নারীসমাজের প্রতিনিধি।”—‘বহিপীর’ নাটকের খোদেজা চরিত্রের আলোকে আলোচ্য মন্তব্যটি যথোর্থ।

‘বহিপীর’ নাটকের খোদেজা জমিদার হাতেম আলির পত্নী। নাটকের শুরুতে খোদেজা মানবদরদি নারী। অসহায় তাহেরাকে দেখে মাঝের বশবতী হয়ে তাকে তিনি বজরায় তুলে নেন। কিন্তু খোদেজা সামাজিক শৃঙ্খলে আবন্ধ নারী। তাই তিনি তাহেরার ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসাকে সায় দেন না। তাহেরাকে তিনি এ বিষয় নিয়ে তুষ্ণতাছিল্য করেন। নারী হিসেবে এমন দুঃসাহসের কাজ অনুচিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন। খোদেজা বৃক্ষজীব নারী। কুসংস্কারাছমতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সাথে কিশোরী তাহেরার অসম বিয়েকে তিনি সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করেন। তার মতে, পিরের সংস্পর্শে থাকা সৌভাগ্যের।

খোদেজা নারী স্বাধীনতার বিরোধী। চার দেওয়ালের মাঝে নারীর সৌন্দর্যকেই তিনি দেখতে পছন্দ করেন। তাহেরার অধিকার সচেতন মানসিকতা তাকে বিরুদ্ধ করে। তিনি বহিপীরের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তাহেরা তাকে পিরের কাছ থেকে পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করলে তা তিনি শোনেন না। তার বিশ্বাস, তাহেরার কথা না বললেও বহিপীর আধ্যাত্মিক শক্তির বলে জেনে যাবেন। তখন পিরের কাছে সত্য লুকানোর দায়ে তার ও তার পরিবারের ক্ষতি হবে। পুত্র হাশেম তাহেরাকে বাঁচাতে চাইলে খোদেজা ছেলেকে শাসন করেন।

বহিপীরের অভিশাপ বা বদদোয়াকে কুসংস্কারাছম খোদেজা ডয় করেন। সীতিমতো এই বদদোয়া তাকে আভেক্ষণ্য রাখেন। তিনি মনে করেন হাশেম তাহেরাকে বাঁচালে বহিপীরের বদদোয়া সাগরে হাশেমের জীবনে। বহিপীর ও হাশেম তাহেরার প্রশ্নে মুখোযুক্তি অবস্থান করলে সন্তানের পক্ষ ছেড়ে তিনি পিরের পক্ষ নেন পিরের বদদোয়ার ভয়ে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ‘বহিপীর’ নাটকের খোদেজা চরিত্রটি সর্বপ্রকার আধুনিক চিন্তা-চেতনার স্পর্শবিবর্জিত। শৃঙ্খলমুক্ত ভাবনা তিনি ভাবতে পারেন না; অন্যরা ভাবলে তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন তিনি। ধর্মীয় গোড়ামি, ভীতি, কুসংস্কার তার চরিত্রের কতকগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায় যে, খোদেজা ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাছম নারীসমাজের প্রতিনিধি।

নাটক ▶ বহিপীর

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৬

ক. "আমি যেন কোরবানির বকরি।"— উক্তিটি কার? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. "বহিপীরের ধর্মান্ত্র মনোভাব শেষ পর্যন্ত মানবিকতায় বিকশিত হয়েছে।" উক্তিটি 'বহিপীর' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৭

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ১৪ ও ৯

ক. "আমি যেন কোরবানির বকরি"— উক্তিটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রে।

'বহিপীর' নাটকের আধুনিক নারীজগরণের প্রতীক চরিত্র তাহেরা। সে মা-মরা যেয়ে। তার বাবা ও সৎমা তাকে পঞ্জাশোর্ধ বহিপীরের সাথে বিয়ে দেওয়া কোনো দিক বিবেচনাতেই যুক্তিসংগত নয়। জীবজন্মকে কোরবানি করার সময় যেমন তাদের অনুমতি জানার প্রয়োজন মনে করে না এসবের মালিক, তেমনই যেন তাহেরাকেও বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দেওয়ার বিষয়ে তার কোনোরূপ মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি তার বাবা-মা। নিজের অধিকার হারিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে তাহেরা। বিয়ের দিন পালিয়ে যায় সে। জমিদারপত্নীর দয়ায় আশ্রয় নেয় হাতেম আলির জমিদারি বজরায়। ঘটনাচক্রে বহিপীরও সেই বজরায় উপস্থিত হন এবং তাহেরার কথা জানতে পারেন। তিনি তাহেরাকে জোরপূর্বক তার সাথে নিয়ে যেতে চান। তখন তাহেরা জানায় যে; তার সৎ-মা আর বাবা পিরকে খুশি করার জন্য এই বিয়ে দিয়েছে। তাকে কোরবানির বকরির মতো মনে করে তারা এ কাজ করেছে। কিন্তু সে মানুষ। এবার পুলিশ ডাকলে, বাবাকে ডাকলে কিংবা জুলুম করলেও সে তার সাথে যাবে না।

খ. "বহিপীরের ধর্মান্ত্র মনোভাব শেষ পর্যন্ত মানবিকতায় বিকশিত হয়েছে।"— 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও বহিপীর চরিত্রের পরিণতি বিচারে মন্তব্যটি যথোর্ধ্ব।

'বহিপীর' নাটকের নাম-চরিত্র বহিপীর। তার বাঢ়ি সুনামগঞ্জে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। সারা বছর বহিপীর মুরিদদের বাড়ি বাড়ি ঘান, ওয়াজ-নসিহত করেন। মুরিদরা সর্বস্ব দিয়ে পিরের সেবা করে। বহিপীর বিপত্তীক। তার প্রথম ছে যারা গেছেন চৌদ্দ বছর আগে। পির-মুরিদ করতে গিয়ে নিজের সেবার কথা চৌদ্দ বছর ভুলে থাকেন। চৌদ্দ বছর পরে এক পেয়ারের মুরিদের অনুরোধে তার ঝাঁসেবা পাওয়ার বাসনা জাগে। মুরিদ তার কিশোরী কল্যাকে পঞ্জাশোর্ধ বহিপীরের সেবায় অর্পণ করে। কিন্তু বিয়ের রাতে তার কন্যা পালিয়ে যায়। পুলিশে গেলে ঝামেলা বাড়ার ভয়ে বহিপীর নিজেই ঝীর খোজে বের হন।

তাহেরাকে পাওয়ার জন্য বহিপীর নানাবিধ কৃটকোশলের আশ্রয় নেন। গোপনে বজরায় আশ্রয় নেওয়া মেয়েটি তাহেরা কি-না তা জানার ছক করেন। তাহেরার পরিচয় স্পষ্ট হলে বহিপীর শিকার হাতে পাওয়া শিকারি বেড়ালের মতো ভাল করেন। তাহেরার পর্যায়ক্রমিক প্রত্যাখ্যানকে তিনি গায়ে মাখেন না। তিনি তাকে ধৰ্মীয় শরিয়ত মেনে বিয়ের দোহাই দেন। তাহেরা এ বিয়েকে অঙ্গীকার করে। কেননা এতে তার মত ছিল না। বহিপীর জানান তার মত না থাকলেও তার বাবার মত ছিল। এরপর তিনি হকিকুলাহকে পুলিশ ডাকতে বলে তাহেরাকে ভর দেখান। শেষ পর্যন্ত হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হলে তিনি এই সুযোগটি গ্রহণ করেন। তিনি হাতেম আলিকে তার সাথে তাহেরাকে যাওয়ার শর্তে টাকা ধার দিতে চান। তাহেরা এই শর্তকে মেনে নেন। কিন্তু জমিদার হাতেম আলি এমন অমানবিক

বহিপীরের হাত থেকে বাঁচাতে তাকে নিয়ে অজ্ঞানার উদ্দেশ্যে চলে যায়। বহিপীরের এই ব্যর্থতাই যেন তাকে মানবিক করে তোলে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিনা শর্তে টাকা ধার দিয়ে হাতেম আলির জমিদারি রক্ষায় অংশ নেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একের পর এক অমানবিক ছক কষা বহিপীর শেষ পর্যন্ত তাহেরা ও হাশেম আলির বন্ধনকে মেনে নেন। মানবিক বোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে অসহায় জমিদারকে জমিদারি হাতানোর হাত থেকে রক্ষা করেন। তাই বলা যায় যে, বহিপীরের ধর্মান্ত্র মনোভাব শেষ পর্যন্ত মানবিকতায় বিকশিত হয়েছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৭

ক. পালিয়ে আসার পরও তাহেরার চিন্তা-ভাবনা না থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. তাহেরা চরিত্রের বৃপ্ত মূল্যায়ন কর। ৭

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ১৪ ও ১৫

ক. হাতেম আলির পরিবারের কাছে জীবনে অগ্রাপ্য রেহ-ভালোবাসা পাওয়ায় পালিয়ে আসার পরও তাহেরার চিন্তা-ভাবনা নেই।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। সে দুর্সাহসী, স্বাধীনচেতা নারী। তার মা নেই। সৎমায়ের ঘরেই সে মানুষ। বলতে গেলে শিশুকাল থেকেই সে রেহ-মমতাবাঙ্গিত। পরিবার তার কাছে কখনো স্বাভাবিক মানুষের পরিবার হয়ে ওঠেনি। সৎমা আর বাবা বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে তার বিয়ে দেয়। সারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এমন সিদ্ধান্তে তার পরিবার তার মতামতটুকু নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। নিজের অসতে এমন বিয়েকে সে মনে না। তাই সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। জমিদার হাতেম আলির ছী তাকে তার অসহায় অবস্থায় বজরায় ভুলে নেন। জমিদার পরিবারের মধ্যে সে তার অগ্রাপ্য পারিবারিক বৃপ্ত-প্রত্যাশাকে বাস্তবে পায়। তাহেরার নিজের পরিবার যেখানে নরকব্যন্ধনার মতো তাকে যন্ত্রণা দিত, সেখানে হাতেম আলির পরিবার তাকে মায়া-মমতার বন্ধন শিখিয়েছে। তাই পালিয়ে আসার পরও তাহেরার চিন্তা-ভাবনা নেই। অন্তত পূর্বতন পরিবার থেকে জমিদারের এই পরিবারে নিজের বাচস্পদ খুঁজে পেয়েছে সে।

খ. 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চরিত্রটি একই সাথে স্বাধীনচেতা, আধুনিক, অধিকার সচেতন, অনমনীয় ও মানবিক চেতনায় উন্নাসিত নারীর প্রতীক।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের ঘটনাপ্রবাহ আরতিত হয়েছে। এমনকি নায়ক চরিত্র হাশেম আলি ও খলনায়ক চরিত্র বহিপীরের মধ্যকার চূড়ান্ত বন্দের কেন্দ্রবিন্দু তাহেরা। তাই এই চরিত্রটি সবচেয়ে গুরুত্ববহু চরিত্র। তাহেরা বিশ শতকের আধুনিক নারী স্বাধীনতা ও জাগরণের প্রতীক। সমাজের প্রচলিত প্রতিবন্ধকতাকে সে বুঢ়ো আঙুল দেখিয়েছে। অধিকারের প্রশ্নে পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ করতেও বিধারিত হয়নি। তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তার চরিত্রকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে ভুলেছে।

বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নিজের মতামতকে উপক্ষা করায় সে সংসার ত্যাগ করেছে। অনিষ্টিত অজ্ঞানার পথে পা বাঢ়াতে সে হিতীয়বার ভাবেনি। বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে মতামত না নিয়ে বিয়েকে সে বলিষ্ঠ কঠে অধীকার করেছে। শরিয়তি বিয়ের অজ্ঞাত, বৃন্দের প্রতি সহানুভূতি, পুলিশের ভয় কোনোকিছুই তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি। প্রয়োজনে সে আভ্যন্তা করবে, তবু বহিপীরের সাথে যাবে না।

১৯৬২

তবে আশ্রয়দাতা হাতেম আলির অসহায় মুখজ্বরি তাকে বিচলিত করেছে। আশ্রয়দাতার উপকারে লাগার কৃতজ্ঞতাবোধ তার চরিত্রকে মানবিক করে তুলেছে। জমিদারি রক্ষার টাকা পাওয়ার বিনিময়ে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শর্তকে মেনে নিয়ে সে বহিপীরের সাথে কিরে যেতে রাজি হয়েছে।

বিশ শতকের নারীজগরণের সব গুণ তাহেরার মাঝে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। সে অনমনীয়, কিন্তু অমানবিক নয়; সে স্বাধীনচেতা, কিন্তু অবিবেচক নয়। সে আধুনিক, ঐশ্বর্যময়ী, অবিচল নারীসভার ধারক। ব্যক্তিত্বের গুণে সে মহিমাবিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতাবোধকে সে খাটো করে দেখেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে একচূল ছাড় না দেওয়া তাহেরা জমিদারি বাঁচাতে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শর্ত নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত। দুঃসাহসের সাথে সে সকল প্রতিবন্ধকতা ঘোকাবিলা করেছে; ঘোরবাঢ়ি ছেড়ে নিজেকে চালিয়েছে নিজের মতো। জীবন কীভাবে চলবে, সামনে কোন কঠিন মূহূর্ত আপেক্ষা করছে সেই ভাবনায় কখনোই বিচলিত নয় সে। নিজের স্বাধীনতা, স্বকীয়তাকে তাহেরা রেখেছে সবকিছুর উপরে। হাশেমের সাথে অচেনা-অজানা-অনিচ্ছিতের পথে যেতেও সে ভাবিত নয়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৮

ক. "এই পিরসাহেব আপনার পিরসাহেব নন তো?"— উক্তিটি কার? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. "বহিপীর নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আধুনিক মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।"— আলোচনা কর। ৭

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর : ► শিখনকল ১ ও ১৩

ক. "এই পিরসাহেব আপনার পিরসাহেব নন তো?"— উক্তিটি 'বহিপীর' নাটকের জমিদারপুত্র হাশেম আলির।

'বহিপীর' নাটকটি বহিপীর নামক এক ধূর্ত পিরকে কেন্দ্র করে রচিত। বহিপীর সারা বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মুরিদদের বাড়ি বান। মুরিদরা তাদের সর্বস্ব দিয়ে পিরের সেবা করে। একবার তার পেঁয়ারের এক মুরিদ তার কিশোরী কন্যা তাহেরাকে তার সাথে বিয়ে দেয়। তাহেরা পঞ্জাশোর্ধ্ব বৃন্দ পিরের সাথে নিজের যতান্ত উপেক্ষা করা এ বিয়ে মেনে নেয় না। তাই সে বাড়ি ছেড়ে পালার। ডেমরার ঘাটে তাকে অসহায় অবস্থায় দেখে জমিদার হাতেম আলির স্তৰী দয়াবশত তাকে বজরায় আশ্রয় দেন। ওদিকে তাহেরাকে না পেয়ে তার বাবা ও সৎমা পুলিশে জানানোর কথা বললে চতুর বহিপীর তা নিবেদ করেন। কেননা কনের অমতে বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। তাই তিনি নিজেই তাহেরাকে খুঁজতে বের হন। দুর্ভাগ্যবশত কালবৈশাখি বাড়ের কবলে পড়ে বহিপীরের ডিঙি নৌকা ও জমিদারের বজরায় ধাক্কা লাগে। অবশেষে পিরসাহেব একই বজরায় আশ্রয় নেন। বজরায় বাড়ের কবলে একজন পির আসায় জমিদারপুত্র হাশেম তাহেরাকে জিজেস করে এই পিরই তাহেরাকে বিয়ে করা বহিপীর কি না।

খ. "বহিপীর নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আধুনিক মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।"— 'বহিপীর' নাটকের সার্বিক ভাব বিচেনায় আলোচ্যমন্তব্যটি যথার্থ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা নাট্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'বহিপীর'। বহিপীর নাটকের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই নাটকের প্রধান ও অধিধান চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য বিচার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লেকচার সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র (নাটক) ► নবম-দশম শ্রেণি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বাবার সরকারি চাকরির সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বদলি হওয়ায় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার সুযোগ পান। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের পিরপথার স্বরূপ শৈশবেই তার নজরে আসে। বহিপীর সেই ঘরানার একজন পির। বহিপীর নাটকের কেন্দ্রীয় ও নাম-চরিত্র তিনি। কিন্তু বহিপীরের মাঝে পিরসূলভ ভঙ্গিমি স্থান পায়নি। তাহেরাকে ফিরে পেতে তিনি কৃটক্রান্তের আশ্রয় নিলেও কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি বা জানুবিদ্যার আশ্রয় নেননি। তাছাড়া শেষে হাশেম-তাহেরার অজানার উদ্দেশ্যে চলে যাওয়াকে বহিপীর মেনে নিয়েছেন এবং বিনা শর্তে হাতেম আলির জমিদারি রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন, যা চরিত্রটিকে মানবিক করে তুলেছে। ফলে বহিপীর চরিত্র পির সম্পন্দাদের হলেও ওয়ালীউল্লাহ তাকে আধুনিক মানুষের স্বরূপে নির্মাণ করেছেন।

জমিদারপুত্র হাশেম আলি আগামোড়া আধুনিক মানুষ। সে উচ্চশিক্ষিত, যুক্তিবাদী, মানবিক চেতনাসম্পন্ন। বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়েকে সে যৌক্তিক মনে করে না। অসহায় তাহেরাকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞায় সে অনড় থেকেছে শেষ অবধি। তাই এই চরিত্রটি আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে ওয়ালীউল্লাহর হাতে।

তাহেরা যুক্তিবাদী, স্বাধীনচেতা, অধিকার সচেতন, আধুনিক নারীজগরণের প্রতীক চরিত্র। তাহেরা তার সিদ্ধান্তে অনমনীয় কিন্তু কৃতজ্ঞতাবোধ চরিত্রটিকে মানবিক করে তুলেছে। নিজের অমতের বিয়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী। বহিপীরের সাথে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে সে অটল ছিল। অথচ আশ্রয়দাতার উপকারে আসার প্রশ্নে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শর্তকে সে মেনে নিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। অনমনীয় তাহেরাকে নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ মানবিক করার মধ্য দিয়ে আধুনিক নারীতে পরিণত করে তুলেছেন।

আধুনিয়ত, স্থিতবী, মানবিক গুণে উত্তীর্ণ আরেক চরিত্র জমিদার হাতেম আলি। পৈতৃক জমিদারি হারানোর সংশয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে বহিপীরের অমানবিক শর্তের কথা তাহেরাকে বলেন। শেষ পর্যন্ত তাহেরা রাজি হলেও বহিপীরের অমানবিক শর্তকে প্রত্যাখ্যান করেন জমিদার হাতেম আলি। ওয়ালীউল্লাহ হাতেম আলির কাছে সম্মান ও সম্পন্দের চেয়ে মানবিকতাকে বড় করে তুলে আধুনিকতার স্পর্শ পাইয়ে দিয়েছেন।

তাই বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আধুনিক মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৩৯

ক. "মাঝখান থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই।"— উক্তিটি স্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. 'বহিপীর' নাটকের সবচেয়ে সহানুভূতিশীল ও মানবিক চরিত্র হাশেম।— উক্তিটির সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৭

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর : ► শিখনকল ৩ ও ৯

ক. "মাঝখান থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই"— উক্তিটি স্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন খোদেজার ধর্মান্বয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ তাহেরাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কিশোরী এই নারীর সাথে পঞ্জাশোর্ধ্ব বহিপীরের বিয়ে দেয় তার বাবা ও সৎমা। এই বিয়েতে তাহেরার মত সম্পূর্ণ অগ্রহ্য করা হয়। তাই অধিকার সচেতন, স্বাধীনচেতা তাহেরা বিয়ের রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তার অসহায়তা দেখে জমিদারপত্নী খোদেজা তাকে বজরায় তুলে নেন। খোদেজা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আধুনিকতার স্পর্শবিবর্জিত। সামাজিক শৃংখলার বাইরে তিনি কোনোকিছু চিন্তা করতে পারেন না। পিরের সাথে তাহেরার

বিয়েকে তিনি সৌভাগ্য মনে করেন। তাহেরা তাকে তার পরিচয় বহিপীরের কাছে পোপন করতে বললে পিরের আধ্যাত্মিক শক্তির ভয়ে তিনি পিরের কাছে সব বলে দেন। তাহেরাকে তিনি বহিপীরের সাথে যেতে উদ্বৃত্ত করতে চান। বহিপীরের সাথে তাহেরার এ বজরায় খিলন হলে খোদার সুস্থিতি পড়ার বলে তার বিশ্বাস। বহিপীরের হাতে তাহেরাকে তুলে দেওয়াকে খোদেজা সওয়াবের কাজ মনে করেন। বহিপীর খুশি হলে তারা অনেক সওয়াব পাবেন বলেও বিশ্বাস কুসংস্কারাত্মক, ধর্মাত্মক এ নারীর।

খ 'বহিপীর' নাটকের সবচেয়ে সহানুভূতিশীল ও মানবিক চরিত্র হাশেম।— 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রাবাহ ও হাশেম আলি চরিত্রের অবিচল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য মন্তব্যটি যথাযথ।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর, তাহেরা ও হাতেম আলি চরিত্র শেষ পর্যন্ত মানবিক চেতনায় উত্তীর্ণ হলেও হাশেম আলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবিক চেতনায় অটুট। অন্যান্য চরিত্রের সাপেক্ষে তাই এই চরিত্রটিকে সহানুভূতিশীলতা ও মানবিকতার সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলা যেতে পারে।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় তথা নাম-চরিত্র বহিপীর শুরু থেকেই অত্যন্ত ধূর্ত ও কৃটকৌশলী। তাহেরাকে উদ্বার করার জন্য তিনি পুলিশের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন। কেননা তাদের এই অসম বিয়ের আইনি বৈধতা নেই। ফলে হিতে-বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তাহেরাকে তিনি শরিয়তি বিয়ের দোহাই দেন, পুলিশের ডয় দেখান এবং সবশেষে হাতেম আলির জমিদারি রক্ষায় অর্থ সহায়তার বিনিয়য়ে তাহেরাকে পেতে চান। কিন্তু সব কৌশল ব্যর্থ হলে তিনি মানবিকতায় উত্তীর্ণ হয়।

তাহেরা চরিত্রটি প্রথম থেকেই বাধীনচেতা ও অনমনীয়। সে অসম বিয়ে না মেনে অনিচ্ছ্যতার পথে- পা বাড়াতেও বিধারিত হয়নি। বহিপীরের শরিয়তি বিয়ের দোহাই, পুলিশের ডয় তাকে নমনীয় করতে পারেনি। কিন্তু আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রশ্নে তাহেরা মানবিক হয়ে উঠেছে।

হাতেম আলি চরিত্রটি প্রথম দিক থেকেই আকৃতিমগ্ন। জমিদারি রক্ষার শেষ ডরসা বন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে অর্থ সহায়তা না পেয়ে তিনি দিশেছারা। তাই বহিপীরের অমানবিক প্রশ্নে প্রথমে সায় দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই শর্ত থেকে বেরিয়ে আসেন। এমন অমানবিক শর্তে টাকা নিতে অবীকৃতি জানিয়ে হাতেম আলি চরিত্রটি মানবিক চেতনায় উত্তীর্ণ হয়।

'বহিপীর' নাটকের একমাত্র চরিত্র হাশেম আলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। সে শিক্ষিত, আধুনিক, বৃক্ষিবাদী তরুণ। শিক্ষা কেবল তার বাধ্যক দিক হয়ে ওঠেনি, এটি তার ধন্যবাক্তব্যে ভূমিকা রেখেছে। তাহেরা ও বহিপীরের বিয়ে সামাজিক ধর্মীয় মতে বীকৃতি পেলেও হাশেম আলির কাছে এ বিয়ের কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা এ বিয়েতে তাহেরার মতামতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। হাশেম তাহেরাকে অসহায় অবস্থা থেকে উদ্বার করার জন্য প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছে। সে তাকে আগ্রহস্ত্যার হাত থেকে বাঁচায়। মাকে স্পষ্ট বলে দেয়, সে তাহেরাকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাবে। বজরার সবাই তাহেরার বিপক্ষে চলে গেলেও একমাত্র হাশেম শেষ পর্যন্ত তাহেরার পক্ষে অবিচল থেকেছে। শেষে তাহেরাকে নিয়ে পা বাড়িয়েছে অনিচ্ছিত অজানার উদ্দেশ্যে। সুতরাং দেখা যায় যে, হাশেম আলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবিক চেতনায় ও সহানুভূতিতে অটুট ছিল। তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হাশেম 'বহিপীর' নাটকের সবচেয়ে সহানুভূতিশীল ও মানবিক চরিত্র।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪০

- ক. বহিপীর ঝড়ের রাতে জমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নিয়েছিল কেন? ৩
খ. 'বহিপীর' নাটকে মুসলিম সমাজের পিরপ্রথার যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা আলোচনা কর। ৭

৪০নং প্রশ্নের উত্তর :

▶ শিখনয়স্ল ৮ ও ৩

- ক. 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। ধর্মাত্মক সাধারণ মানুষের কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বাধীনিত্বেই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। 'শহরে অবস্থিত ধনী মুরিদরা তাকে জমিদারি রক্ষার মতো মোটা অঙ্গের অর্থ প্রদান করতেও রিখা করে না। তিনি তার পেয়ারের মুরিদের কিশোরী কন্যাকে বিয়ে করেন। তার প্রথম স্ত্রী মারা যায় চৌক বছর আগে। তাই বৃন্ধ বয়সে একাকিনি কাটানোর বাহানায় তিনি কিশোরী তাহেরাকে বিয়েতে মত দেন। কিন্তু বিয়ের রাতে তাহেরা পালিয়ে যায়। তাহেরার বাবা-মা পুলিশে খবর রাতে চাইলেও বহিপীর তাতে মত দেন না। কেননা তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তিনি নিজেই তার সহকারী হকিকুরাহকে নিয়ে তাহেরাকে খুঁজতে বের হন। নদীমাত্রক বাংলাদেশে নদীপথ ছাড়া সেই সময়ে ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল না। তাই বহিপীর নৌকা ভাড়া করে তাহেরার খোজে রওয়ানা দেন। পথে কালবৈশাখি ঝাড় উঠলে বহিপীরের নৌকা ছোট খালে ঢোকে ঝড়ের কবল থেকে বাঁচতে। তখন জমিদার হাতিম আলির বজরার সাথে নৌকার ধাক্কা লাগলে নৌকা আঘড়েবা হয়ে পড়ে। জমিদার বহিপীরকে তার বজরায় তুলে আশ্রয় দেন।

- খ. 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের জবানে বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভেতর জেকে বসা পিরপ্রথার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। এই নাটকে নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মাত্মতার কারণে সৃষ্টি পিরপ্রথার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

- 'বহিপীর' নাটকের নাম-চরিত্র বহিপীর ধর্মকে আশ্রয় করে সৃষ্টি পিরপ্রথার অন্যান দৃষ্টান্ত। ধর্মকে আশ্রয় করেই তার জীবিকা চলমান। এমনকি জমিদার হাতেম আলির চেয়ে অর্থনৈতিক-সামাজিক মর্যাদায় তার স্থান উচু। বহিপীরের বাড়ি সুনামগঞ্জে। সাধারণ মানুষের চেয়ে নিজের মর্যাদা উচ্চত রাখার জন্য তিনি জনসাধারণের ভাষা ব্যবহার করেন না। বইয়ের ভাষার ওয়াজ-নসিহত ও কথাবার্তা বলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদান রয়েছে। বছর-দুবছরে তিনি একবার মুরিদের বাড়িতে গমন করেন। অশিক্ষিত ধর্মভীরু মুরিদরা সর্বস্ব উজাড় করে তার সেবা করে। বহিপীর কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ষ নন। অর্থচ তার লেবাস, চলাচলে কোনো দারিদ্র্যের ছাপ নেই। বহিপীরের চাওয়ামাজুর মুরিদানরা অসম্ভব বস্তুকেও পিরের সামনে হাজির করতে কসুর করবে না। বহিপীর উল্লেখ করেছেন, তিনি চাইলেই অনেক ধনসম্পদের মালিক বলে যেতে পারেন। খোদা তাকে এমন মুরিদান দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তা চান না। কেননা তার অর্থসম্পদের প্রতি লোভ নেই। বহিপীর নিঃসন্তান। তার প্রথম স্ত্রী চৌক বছর আগে মারা গেছেন। ফলে বৃন্ধ বয়সে তাহেরাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে তিনি অমত করেন না। তাহেরা বিয়ের রাতে পালিয়ে গেলে তাকে পাওয়ার জন্য তিনি নানা কৃটকৌশলের আশ্রয় নেন। ধর্মভীরু খোদেজা পির সন্ধানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী চরিত্র। এক অর্থে তৎকালীন সরল ধর্মভীরু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি খোদেজা। তিনি বহিপীরের বদদোয়াকে ভয় করেন। তিনি মনে করে বহিপীর আধ্যাত্মিক বলে সব অজানাকে

জেনে ফেলতে পারেন। তাই বহিপীর ও নিজ পুত্রের মুখোমুখি অবস্থানে খোদেজা বহিপীরের বদ্দোয়ার ভয়ে বহিপীরের পথে অবস্থান করেন।

‘সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ‘বহিপীর’ নাটকে নাট্যকার অভ্যন্ত
সৃষ্টিভাবে তৎকালীন সমাজে জেঁকে বসা পিরপঞ্চা ও জনসাধারণের
মনন্তর তুলে ধরেছেন।

বর্ণনাভূলক প্রশ্ন ৪১

୪୧ନ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର : ► ଶିଖନଫଳ ୧୧ ଓ ୧୮

ক বছরের নির্ধারিত দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে বাহ্যিক খাজনা পরিশোধসংক্রান্ত আইনকে সূর্যাস্ত আইন বলে।

୧୯୯୩ ସାଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତେ ଲଙ୍ଘ କରନ୍ତୁ ଯାଲିସ ଚିରମ୍ବାୟୀ ବନ୍ଦୋବନ୍ତ ଚାଲୁ କରେନ । ଏଇ ଫଳେ ଜମିଦାରଗଣ ତାଦେର ଅଧୀନଷ୍ଟ ଭୂମିର ସ୍ଥାୟୀ ଯାଲିକ ବନେ ଥାନ । ଚିରମ୍ବାୟୀ ବନ୍ଦୋବନ୍ତେ ଅନେକଗୁଲୋ ଧାରାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଧାରା ହଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ତଥା ସାନ୍ଦ୍ର ଆଇନ । ଏହି ଧାରାର ବଳା ହେଁବେ, ଜମିଦାରଗଣ ବଜରେର ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବେ ବାତସରିକ ଖାଜନା ପରିଶୋଧ କରତେ ବାଧିତ ଥାକବେନ । ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବେ ଖାଜନା ଦିତେ ବ୍ୟର୍ଥ ହଲେ ଜମିଦାର ତାର ଜମିଦାରି ହାରାବେନ । ତଥବା ତାର ନିର୍ଧାରିତ ଜମିଦାରି ନିଲାମେ ତୁଲେ ନିଲାମ ଘେବେ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଖାଜନା ହିସେବେ ପରିଗପିତ ହବେ । ଚିରମ୍ବାୟୀ ବନ୍ଦୋବନ୍ତେ ଫଳେ ଜମି ଜମିଦାରଗଣେର ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପଦେ ପରିଣତ ହେଁ । ଆବାର ଖାଜନା ପରିଶୋଧ କରତେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜମିଦାରଙ୍ଗା ହେଁ ସର୍ବବାନ୍ତ ।

খ “একটি স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটি স্বপ্ন গঁড়ার মানসিকতাই হাশেম আলিকে আধুনিক মানুষে পরিণত করেছে।” ‘বহিপীর’ নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও হাশেম আলির দৃঢ় স্বভাব বিচারে আলোচ্য স্বত্ত্বাব্যটি যথিযুক্ত।

'বহিপীর' নাটকের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র জমিদার হাতেম আলির
ছেলে হাশেম আলি। হাশেম উচ্চশিক্ষিত। সে বিএ পাশ করেছে।
জমিদারপুত্র হয়েও বাবার জমিদারির প্রতি তার কিঞ্চিং আকর্ষণ
নেই তার। শুরু থেকেই সে স্বাধীনচেতা, মানবিক চিঠ্ঠা-
চেতনাসম্পন্ন, আধুনিক মানুষ। বৈবাহিক চিঠ্ঠা তাকে আকৃষ্ট করতে
পারেনি। নাটকে তাকে অস্থিরচিত্ত বলা হয়েছে। কিন্তু সে নিজের
সিদ্ধান্তে শুরু থেকে শেষ অবধি স্থির থেকেছে। ব্যাবসা করে
প্রতিষ্ঠিত হতে চায় সে। তাই সে ছাপাখানার ব্যাবসা করতে চায়।
নিজের ও এলাকার ভরূণ মুবকদের আর্থিক সজ্জলভার দিক
বিবেচনায় তার এই উদ্যোগ প্রশংসিত। বহিপীরের সাথে তাহেরোর
অসম বয়সের বিয়েকে সে মানে না। তাই অসহায় তাহেরোকে সে
বহিপীরের কবল থেকে রক্ষা করতে চায়। শেষ পর্যন্ত সে
তাহেরোকে নিয়ে অজনান উদ্দেশ্যে পাড়ি জড়িয়েছে।

ହାଶେମ ଆଲିର ଚରିତ୍ରେ ଆରେକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିକ ଅଭିଯୋଜନ ଦକ୍ଷତା । ବାବାର ଜୟନ୍ତୀର ହୟାନୋର ଦୁଃଖତାଯ ସେ କାତର ହେଁଥେ । ଜୟନ୍ତୀର ଅର୍ଥସମ୍ପଦେର ବିବେଚନା କରେ ନାୟ, ତାର ବାବାର ସମୟ ବିବେଚନାଯ ସମ୍ମାନହୟାନିର କଥା, ସେ ବିବେଚନା କରେ । ହାଶେମ ଅକ୍ଷପଟେ ସ୍ଥିକାର କରେଛେ ପ୍ରେସେର ବ୍ୟାବସା ନା ଦିତେ ପାରଲେ ତାତେ ତାର କୋନୋ ଆକ୍ଷେପ ନେଇ । ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ । କୋନୋ ନା କୋନୋ କାଜ ସେ ବୁଝେ ନିତେ ପାରବେ । ତାର କାହେ କାଜେର ଫେତେ ଛୋଟ-ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭେଦ

ଲୁକଚାର ସୃଜନଶୀଳ ବାଂଲା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର (ନାଟିକ) ► ନବମ-ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ
ନହିଁ । ସବ ପେଶାକେଇ ସେ ସମ୍ମାନେର ଚୋଥେ ଦେଖେ । ଏହି ବୋଥ ହାଶେମ
ମାଲିକେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଭାବନାର ନ୍ତର୍ନ୍ତର କାରିଗରେ ପରିଣତ କରେଛେ ।
ଏ ସ୍ଵପ୍ନ ଡେଙ୍କେ ଗଡ଼ିତେ ଜାନା ଆଧୁନିକ ଜୀବନଦର୍ଶନେର ପ୍ରତିତ୍ତ ଚାରିତ୍ର ।
ତାଇ ବଳା ଯାଯି ଯେ, ଏକଟି ସ୍ଵପ୍ନ ଡେଙ୍କେ ଗେଲେ ଆରେକଟି ସ୍ଵପ୍ନ ଗଡ଼ାର
ଜାନମିକିତାଟି ହାଶେମ ଚାରିତ୍ରିକେ ଆଧୁନିକ ଶାନ୍ତେ ପରିଣତ କରେଛେ ।

বর্ণনাযুক্ত থেকে ৪২

- ক. "নতুন এক জীবনের বাদ পেয়েছি!"— বুঝিয়ে লেখ। ৩
 খ. "অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়!"—
 এই উক্তির আলোকে তাহেরোর প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গ বিশ্লেষণ
 কর। ৭

৪২নং প্রশ্নের উত্তর :

► ଶିଥନମ୍ବଳ ୯୯ ୧୪

ক বহিপীরের অমানবিক শর্ত প্রত্যাখ্যান করে হাতেয় আলি মানবিকতার পরিচয় দিয়ে আন্তরিক মুক্তি পেয়েছেন, যেটাকে তিনি নতুন জীবনের ঘাস পাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলি রেশমপুরের ক্ষয়িক্ষু জমিদার। কিন্তু সাম্রাজ্য আইনে সেই জমিদারিও নিলামে ওঠার উপক্রম। এ কারণে তিনি তার জমিদারি রক্ষার জন্য শহরে থাকা তার বালানস্থুর কাছে অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে যান। হাতেম আলি জমিদারি নিলামে ওঠার ব্যাপারটি ঢাঁ-সন্তানের কাছ থেকে গোপন রাখেন। কিন্তু বন্ধু আনোয়ারউদ্দিন তাকে নিরাশ করলে ঘটনাটি তিনি প্রকাশ না করে পারেন না। তিনি যানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তখন বহিপীর ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে তাকে এক অমানবিক শর্তে জমিদারি রক্ষার টাকা ধার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শর্তটি হলো, টাকা ধার দেওয়ার জন্য তাহেরা বিবিকে তার সাথে কিন্তে যেতে হবে। প্রথমে যানবিক বিপর্যস্ততার জন্য বহিপীরের এই শর্তে ঘোনসম্মতি জানালেও পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙে। জমিদার তৎক্ষণাৎ এই শর্তে টাকা ধার নিতে অবীকৃতি জানান। যানবতার জয় হয়। তাই যানবিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে হাতেম আলি নতুন এক জীবনের স্বাদ পান।

খ “অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়।”—
উল্লিটির যেন তাহেরো চরিত্রের প্রতিবাদী দিকটির প্রকাশক হয়ে
উঠেছে।

'বহিপী' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র তাহেরা। যাত্ত্বারা মেঝে
তাহেরাকে তার বাবা তার সৎয়ায়ের কুপরামর্শে তাদের পির সাহেব
বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়েতে তাহেরার মতামত লেওয়ার
প্রয়োজন তারা মনে করেনি। বহিপীর পঞ্জাশোর্ধ্ব ব্যৱস্থ। তার
প্রথম ত্রী মারা গেছেন চৌদ্দ বছর পূর্বে। তাছাড়া তাদের কোনো
সন্তান ছিল না। এমন পাত্রের সাথে কিশোরী কন্যাকে বিয়ে
লেওয়ার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে কৃটচুক্তির সর্বনিম্ন ও জগন্যতম
পর্যায়। তাই বিয়ের রাতে কিশোরী তাহেরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে
অনিষ্টিতের পথ বেছে নেয়।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রটি দুঃসাহসিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। পুরুষতাত্ত্বিক সমাজে নারীর প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তার প্রথম প্রতিবাদ সূচিত হয়েছে তাহেরা চরিত্রটি দ্বারা। পাশাপাশি বিশ শতকের শুরুতের সামাজিক পরিমণ্ডলে বেগম রোকেয়া, ফয়জুদ্দেসা, ফজিলাতুদ্দেসা ও পরবর্তীকালে সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুনদের দ্বারা নারীজাগরণের যে স্তুপাত ঘটে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টিক্ষেত্রে তাহেরা চরিত্রটি। তার বিরুদ্ধে ঘটতে যাওয়া সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে

বলিষ্ঠ কঠে প্রতিবাদ করেছে। সে বহিপীরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ওই বিয়েতে তার মত ছিল না, সে মত দেয়নি। তাই ওই বিয়ে সে মানে না। বহিপীরের 'বিবি' বলাতেও সে বারবার প্রতিবাদ করেছে। তাহেরা বলিষ্ঠ ব্যক্তিতে উজ্জ্বল। প্রয়োজনে সে পানিতে ঝাপ দিয়ে আজ্ঞাবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত, তবু সে বহিপীরের সাথে যাবে না। কেননা বহিপীরের সাথে যাওয়ার মানে তার সন্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে অঙ্গুরেই বিনট করে দেওয়া। এক্ষেত্রে পুলিশের ডয়, শরিয়তি বিয়ের দোহাই কিংবা মানবতার প্রশ্ন কোনো কিছুই তাকে তার অবচল অবস্থা থেকে সরাতে পারেনি। সে ঘাসীন ব্যক্তিতে বলীয়ান। সে বুকে গেছে অধিকার কেউ কউকে অতি সহজে দিয়ে দেয় না, সেটা নিজ প্রচেটায় আদায় করে নিতে হয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনায় তাহেরার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বিশ শতকের পরিমন্ডলে তাহেরা একটি প্রতিবাদী চরিত্র।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৩

ক. বিয়ের রাতে তাহেরার পালানোর কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. "ধর্মের নামে সীয় হীনবার্ধ চরিতার্থ করাই বহিপীরের প্রকৃত ধর্ম।" — মন্তব্যটি বিচার কর। ৭

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ১৪ ও ৮

ক. 'বহিপীর' নাটকের প্রধান চরিত্রের একটি তাহেরা। সে মা-মরা কিশোরী। শিশুকাল থেকে সংমায়ের সংসারেই বড় হয়েছে সে। বাবা-তাকে ব্রেহ-ঘয়তার ঘাতিতে নয়, দায়িত্ব পালনের জন্য ভরণপোষণ দিয়েছে। বড় হওয়ার পর বিয়ে দিয়েছে নিজেদের পিরের সাথে। বহিপীরের বয়স পঞ্চাশেরও অধিক। তিনি নিঃসন্তান। তার প্রথম বউ মারা গেছেন চৌদ বছর আগে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদান রয়েছে। সেখানে বছর-দুবছর একবার পায়ের ধূলো দেন পিরসাহেব। মুরিদা সর্বো উজ্জ্বল করে দেয় পিরের সেবায়। এবার তার পেয়ারের খানদানি বৎশের মুরিদ তাহেরার বাবা তার কিশোরী কন্যাকে পিরের সেবায় উৎসর্গ করেছে। কিন্তু ঘাসীনচেতা, অধিকার সচেতন তাহেরা বহিপীরের সাথে এমন বিয়ে মেনে দেয়নি। সে বহিপীরকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ওই বিয়ে সে মানে না। কেননা ওই বিয়েতে সে মত দেয়নি। তাই বিয়ের রাতে দুঃসাহসী তাহেরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

খ. "ধর্মের নামে সীয় হীনবার্ধ চরিতার্থ করাই বহিপীরের প্রকৃত ধর্ম।" 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও বহিপীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর অসাধু ধর্মব্যবসায়ী। আধ্যাত্মিক কথা বললেও বৈষ্ণবিক বৃন্দ তার টনটনে। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তার মুরিদান রয়েছে। বছর-দুবছরে তিনি মুরিদের বাড়িতে যান। মুরিদা যথাসর্বো দিয়ে পিরের সেবা করতে ভোলে না। বহিপীর ক্যেন্দ্রে অধিনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত নন। অথচ তার পোশাক-আশাকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা প্রস্ফুটিত হয়। বহিপীর প্রকাশ করেছেন যে, তিনি চাইলে মুরিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জমিদারের জমিদারিও রক্ষা করতে পারেন। সুতরাং ক্ষমতার দিক থেকে তৎকালীন পির সম্প্রদায়ের সমাজের উচ্চ স্তরের অধিকারী হয়ে উঠেছিল।

'বহিপীর' অভ্যন্তর ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। অশিক্ষিত সাধারণ মনুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তার ধর্মব্যবসা পরিচালনা করেন। তার প্রথম ধন্বী মারা গেছেন চৌদ বছর আগে। এখানে তিনি তার এক খানদানি বৎশের পেয়ারের মুরিদের কন্যা

তাহেরাকে তার অমত সন্তুষ্ট বিয়ে করেন। বিয়ের রাতে কিশোরী তাহেরা পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ি ছেড়ে পালায়। বহিপীর এতে চালাকির আশ্রয় নেন। তিনি আইনের আশ্রয় নেন না, কেননা আইন দ্বারা ওই বিয়ে বীকৃত নয়। তাহেরাকে তিনি প্রথমে পুলিশের ডয় দেখান। তাহেরা এতে নরম না হলে শরিয়তি বিয়ের দোহাই, মানবতার বাহ্যনা দেখান। এতেও কাজ না হওয়ায় তিনি জমিদার হাতিম আলির অসহায়ত্বের সুযোগ প্রাপ্ত করেন। মোট কথা নিজের উদ্দেশ্য হস্তিলের জন্য বহিপীর সকল প্রকার হীন কর্মকান্ডের আশ্রয় নেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বহিপীরের জীবিকা থেকে শুরু করে বৈবাহিক অবস্থা— সব ক্ষেত্রেই তিনি ধর্মের আশ্রয় নিয়ে অধর্ম করতে প্রস্তুত। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নেক্ষণ মন্তব্যটি যথার্থ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৪

ক. জমিদারপত্নী খোদেজা পিরের বদদোয়াকে ডয় করেন কেন? ৩
বুঁবিয়ে লেখ।

খ. "হাতেম আলি উচ্চ নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ।" 'বহিপীর' নাটকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৭

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর : ► শিখনফল ৩ ও ১৪

ক. কুসংস্কারাজন্তা ও ধর্মভীতির কারণে খোদেজা পিরের বদদোয়াকে ডয় করেন।

'বহিপীর' নাটকের কুসংস্কারাজন্ত, ধর্মভীরু চরিত্র খোদেজা আবহমানকালীন গ্রামীণ সংস্কারমনা গ্রামীণ নারী সমাজের প্রতিনিধি। সকল প্রকার সুস্থিতি তার কাছে বাড়াবাড়ি। সমাজ শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতেই তিনি বাছন্দ্যবোধ করেন। তাহেরার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসাকে তিনি দৃঢ়সাহসী কর্মকান্ড বলে মনে করেন। এমন কাজ অনুচিত। ধর্মীয় অপসংস্কার তার মর্যাদালোকে বিষ্ম। তিনি মনে করেন, বিয়ের মতো সামাজিক চুক্তি তকদিরের ব্যাপার। তাছাড়া পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃন্দ পিরের সাথে বিয়েকেও তিনি সৌভাগ্য মনে করেন। তিনি বহিপীরের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তাহেরা তাকে তার বজ্রায় আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি বহিপীরকে না-জানানোর অনুরোধ করলেও খোদেজা সেই অনুরোধ গায়ে মাখেননি। তিনি মনে করেন, তারা তাহেরার কথা বহিপীরকে না জানালেও বহিপীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে সরকিছু জেনে যাবেন। তখন বহিপীর তাদেরকে বদদোয়া দেবেন। তাই তিনি পিরসাহেবকে তাহেরার কথা বলে দেন। বহিপীরের বদদোয়ায় তাদের ক্ষতির আশঙ্কা করেন খোদেজা। মূলত কুসংস্কারাজন্তা ও ধর্মভীতির কারণেই তিনি বহিপীরের বদদোয়াকে ডয় করেন।

খ. "হাতেম আলি উচ্চ নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ"— 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও কার্যকরণ সম্পর্ক বিচারে আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জমিদার হাতেম আলি। রেশমপুরে তার সামাজ্য জমিদারি রয়েছে। এককালে এই জমিদারির খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেই সুদিন হাতেম আলির বাবার আমলেই শেষ হয়ে গেছে। এখন তার কাছে যেটুকু আছে তাকে নাট্যকার 'চাকের চোল' বলে উল্লেখ করেছেন। তবু দেশে সম্মান নিয়ে বসবাস করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সাম্রাজ্য আইনে জমিদার হাতেম আলির জমিদারি হারানোর উপক্রম। আজ্ঞানিমগ্ন জমিদার জমিদারি নিলামে গোপন রেখেছেন। চিকিৎসার বাহ্যনা করে তিনি শহরে বস্তুর কাছে টাকা ধার নিতে এলে ছী-সন্তানও তার সাথে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে।

বিপক্ষ ঘটে বালাবস্থ আনোয়ারউদ্দিনের কাছ থেকে জমিদার টাকা ধার না পাওয়ায়। এতদিনের জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শক্তিয় হাতেম আলি উভাস্তের মতো আচরণ করেন। তার স্তু-সন্তান এই সংবাদ শুনলে বজরায় তুলশ্বল কাণ্ড ঘটে যায়। কুটকৌশলী বহিপীর অসহায় বিপন্ন জমিদারকে একটি অমানবিক শর্ত দেন। বহিপীর তাকে জানান জমিদারি রক্ষার টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন, যদি তাহেরা বহিপীরের সাথে যায়। অসহায় উভাস্ত জমিদারের কাছে এমন আজ্জব শর্ত ঠাট্টার মতো ঠেকে। তিনি তাহেরাকে এই শর্তের কথা জানালে কৃতজ্ঞতার বশে তাহেরা রাজি হয়। কিন্তু দিশেহারা হয়ে গড়লেও উচ্চ বাস্তিত্বের অধিকারী হাতেম আলির বৃক্ষতে অসুবিধা হয় না বহিপীরের এমন শর্ত অমানবিক। তাই তিনি তৎক্ষণাত বহিপীরকে জানান তাহেরা তার সাথে যেতে রাজি হলেও বহিপীরের এই শর্ত টাকা তিনি নেবেন না। এভাবেই 'বহিপীর' নাটকের শুরু থেকেই হাতেম আলি উচ্চ নৈতিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি উচ্চ নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৫

- ক. "তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।" বহিপীরের এবৃপ্ত উক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. তাহেরা ও বহিপীর নাটকীয়ভাবে কীভাবে একই বজরায় আশ্রয় নিয়েছিল?— আলোচনা কর। ৭

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৯ ও ১

ক. "তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।"— বহিপীরের এবৃপ্ত উক্তির কারণ বহিপীরের কুটচালকে ছিন করে হাশেমের হাত ধরে তাহেরার অজানার উদ্দেশ্যে গমন। 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তাহেরার সংমায়ের কুপরামর্শে তার বাবা বৃক্ষ বহিপীরের সাথে তাহেরাকে বিয়ে দেয়। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবাদী তাহেরা ওই অসম বয়সের বিয়েকে মেনে নেয়নি। তাই সে বিয়ের রাতে বাঢ়ি ত্যাগ করে। বহিপীরও তাহেরার খোঁজে তার সহকারী হকিকুল্লাহকে নিয়ে বের হন। নাটকীয়ভাবে বাড়ের কবলে পড়ে তাদের নৌকার সাথে তাহেরাকে আশ্রয়দানকারী বজরার সংর্ব হয়। এবং মরতে মরতে বেঁচে বহিপীর সেই বজরাতেই আশ্রয় পান। তাহেরা বহিপীরকে দেখে আভাস্তা করতে গেলে জমিদারপুত্র হাশেম তাকে বাঁচায়। বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচানোর কঠিন শপথ করে সে। বহিপীরের শরিয়তি বিয়ের দোহাই, জমিদারি রক্ষার টাকা দেওয়ার শর্ত সবকিছু যোকাবেলা করে জমিদারপুত্র হাশেম তাহেরাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সব কুটচালে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে বহিপীর তাদের সিদ্ধান্তকে শেনে নেয়। তাই সে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

খ. মানবতাবশত জমিদারিপত্নী খোদেজা তাহেরাকে তাদের জমিদারি বজরায় তুলে নিলে সেই রাতেই ঝড়ের কবলে আধভোবা নৌকা থেকে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে নাটকীয়ভাবে আশ্রয় পান বহিপীর। এভাবে তারা উভয়ে আবার এক ঝদের নিচে উপস্থিত হয়।

'বহিপীর' নাটকের আরেক প্রধান চরিত্র তাহেরা। সে মা-মরা মেয়ে। শিশুকাল থেকেই সংমায়ের সংসারে মানুষ। অনাদর-অবহেলায় তার জীবন কেটেছে। নিঃসন্তান, বিপজ্জিক, পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সাথে তার সম্পূর্ণ অমতে বিয়ে দেয় তার বাবা ও সংমা। অধিকার সচেতন তাহেরা এই বিয়েকে মেনে নেয়নি। সে বিয়ের রাতেই বাঢ়ি ত্যাগ করে ডেমরার ঘাটে পৌছায়। তাকে নিয়ে লোকজন বাজে মন্তব্য করছিল, বদলোকেরা চোখ দিয়ে তাকে গিলে খাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে অসহায় একটা মেয়েকে থাকতে দেখে জমিদারপত্নী খোদেজার মায়া হয়। তিনি তাকে বজরায় আশ্রয় দেন।

এদিকে বিয়ের রাতে কলে পলায়ন করায় তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চাইলে বহিপীর তাতে সায় দেন না। ধূর্ত বহিপীর বৃক্ষতে গেরেছিলেন তাহেরার মতের বিরুদ্ধে এমন বিয়ে আইন ঘারা বীকৃত নয়। ফলে আইনের সহায়তা নিতে গেলে সেই আইনে তাদের কেন্সে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তিনি তার সহকারী হকিকুল্লাহকে নিয়ে তাহেরার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। নদীমাত্তক দেশ হওয়ায় এবং সড়কপথ অনুগ্রহ হওয়ায় বহিপীর ডিঙি নৌকা ভাড়া করে বের হন। রাতে কালবেশাবি ভাড় উঠলে বাড়ের কবল থেকে রক্ষা পেতে সব নৌযান ছোট খালের ভেতর আশ্রয় নিতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে বহিপীরের নৌকার সাথে হাতেম আলির জমিদারি বজরার সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বহিপীরের ডিঙি নৌকার আকারে ছোট হওয়ায় ডুবতে শুরু করে। হাতেম আলি আধভোবা নৌকা থেকে পিরসাহেবকে বজরায় তুলে নেন।

এভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিমণ্ডলে নাটকীয়ভাবে বহিপীর ও তাহেরা একই বজরায় আশ্রয় নেয়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৬

- ক. "আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না।" কথাটি তাহেরা কেন বলেছিল? ৩
খ. "হাশেম আলি শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক চরিত্রের প্রতিনিধি।" হাশেম চরিত্রের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৭

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ১৪ ও ১৪

ক. বহিপীরের সাথে তাহেরার অসম বয়সের বিয়েতে তাহেরার মত ছিল না। আইনমাফিক এ বিয়ের কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই তাহেরা বহিপীরকে বিবি সাহেব ডাকতে নিষেধ করেছে। 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মা নেই। সংমায়ের ঘরে সে যানুষ হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই সে মেহ-ভালোবাসা ব্যক্তি। তার বাবা ও সংমা বহিপীরের শুরিদ। বহিপীর বছর-দুবছরাতে একবার তাদের বাড়ি এলে তারা তাদের সর্বব উজাড় করে তার সেবায় লিপ্ত হয়। তাহেরার সংমায়ের কুপরামর্শে তার বাবা এবার বহিপীরের সাথে তার বিয়ে দেয়। বিয়েতে তাহেরার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন তারা মনে করেনি। নিজের সম্পূর্ণ অমতে পঞ্চাশোর্ধ্ব সন্তানহীন বৃক্ষ পিরের সাথে এ বিয়ে তাহেরা মনে না। তাই সে বিয়ের রাতে বাড়ি ছেড়ে পালায়। কিন্তু নাটকীয়ভাবে তার আশ্রয় নেওয়া জমিদারি বজরায় মরতে মরতে এসে আশ্রয় নেন বহিপীর। একই বজরায় তাহেরাকে পেয়ে তিনি খোদার শোকর আদায় করেন। বহিপীরের দাবি শাস্ত্রমতে তাহেরার সাথে 'তার বিয়ে হয়েছে। তাই তিনি তাহেরাকে 'বিবি সাহেব' বলে সম্মান করেন। এতে তাহেরা প্রতিবাদ করে। কেননা এই বিয়েতে তাহেরার মত ছিল না। তাই সে বহিপীরকে দৃঢ়তার সাথে বিবি সাহেব ডাকতে নিষেধ করে।

খ. "হাশেম আলি শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক চরিত্রের প্রতিনিধি।" 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও হাশেম আলির কর্মকান্ডের আলোকে উক্তিটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাশেম আলি। সে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী বাঙালি তরুণ সমাজের প্রতিনিধি।

হাশেম আলি সব ধরনের কুসংস্কারমুক্ত সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচার বুক। সে নতুন দিনের বার্তাবাহক। সে জমিদারপুত্র। কিন্তু বৈষয়িক চিন্তা তার মনকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বাবার জমিদারির প্রতি তার বিদ্যমান আকর্ষণ নেই। এ জন্য জমিদার হাতেম আলি তাকে অস্থিরমতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে স্বীকৃত ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সে চায়

নাটক ▶ বহিপীর

ব্যাবসা করে প্রতিষ্ঠিত হতে। তাই ছাপাখানার ব্যাবসা করার প্রত্যয় বাস্ত করে বাবার কাছে। হাশেম কোনো নির্দিষ্ট কর্মকে বড়ো করে দেখে না, তার কাছে সব কাজই সমান মর্যাদাপূর্ণ। বাবার জমিদারি হারিয়ে ছাপাখানার ষপ্প ভেঙে গেলেও সে দমে যায়নি। সে নতুন করে ষপ্প দেখার জন্য আগ্রহী। এই অপরাজেয় মানসিকতা তাকে আধুনিক ষপ্পবাজ মানুষে পরিণত করেছে। হাশেম আলির শিক্ষা তার মনুষ্যত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যদিকে হাশেম আলি সচেতন বাস্তিক। সামাজিক কুসংস্কার-বৈষম্যের প্রতি সে সোচ্চার। তাহেরার অমতে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স্ক বহিপীরের সাথে কিশোরী তাহেরার অসম বিয়েকে সে যৌক্তিক মনে করে না। তার কাছে এ বিয়ের কোনো অর্থ নেই। তাই সে প্রথম থেকেই তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করে। তাহেরা আভ্যন্তর্যামী করতে গেলে সে তাকে পানিতে ঝাপ দেওয়ার বাধা দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় বিয়ে করে হলেও তাহেরাকে বাঁচানোর। বহিপীরের শরিয়তি বিয়ের দোহাই, পুলিশের ডয়, বাবার করুণ অসহায় মুখ কোনোকিছুই তাকে তার সচেতন মানসিকতা থেকে বিচলিত করতে পারেনি। সে তার অঙ্গীকার প্ররুণে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে।

তাই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক চরিত্রের প্রতিনিধি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৭

ক. "নিজেকে যেন কসাইর মতো মনে হচ্ছে।"- ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. 'বহিপীর' নাটকে সামন্তত্বের পতন ও নতুন দিনের আগমনের যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা আলোচনা কর। ৭

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর : ➤ শিখনকল ৯ ও ১৪

ক: বহিপীরের অমানবিক শর্তে অসহায় জমিদার হাতেম আলির টাকা ধার নেওয়ার বিষয়টি আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের আভ্যন্তরিক, স্থিতিধী ও মানবিক চরিত্র জমিদার হাতেম আলি। রেশমপুরে তার সামান্য জমিদারি ছিল। কিন্তু খাজনা বাকি পড়ার সাম্ভা আইনে তা নিলামে ঘোষণ উপকৰণ। তাই জমিদারি রক্ষার টাকার, সম্মানে তিনি শহুরে বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে যান। বিষয়টি তার স্তু-পুত্র এমনকি বজরায় আশ্রয় নেওয়া বহিপীরের কাছেও গোপন রাখেন। অতঃপর বাল্যবন্ধু তাকে নিরাশ করলে তিনি তার বিষয়টিকে গোপন রাখতে পারেন না। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার বহিপীরের কাছে সবকিছু খুলে বলেন। বহিপীর তার অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে এক অমানবিক শর্তে তাকে টাকা ধার নেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেন। শর্তটি হলো, তাহের নামক আশ্রয়প্রার্থী বহিপীরের সাথে ফিরে যাওয়ার শর্তে তিনি জমিদার হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষার টাকা দেবেন। শুরুতে মানসিকভাবে উচ্চান্ত হাতেম আলির কাছে শর্তটি ঠাণ্ডা মনে হলেও ধীরে ধীরে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বহিপীর তাকে অমানবিক এক শর্তের মুখোমুখি দাঢ় করিয়েছেন। বিষয়টি তাহেরাকে বললে আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাহেরা এই শর্তকে মেনে নেয়। কিন্তু মানবিক হাতেম আলির কাছে নিজেকে কসাইর মতো মনে হতে থাকে।

খ: 'বহিপীর' নাটকে ক্ষয়িক জমিদার হাতেম আলির বিপর্যস্ত অবস্থা সামন্তত্বের পতন ও জমিদারপুত্র হাশেম আলির ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ষপ্প পুঁজিবাদ তথা নতুন দিনের আগমন বার্তা দিয়েছে।

'বহিপীর' নাটকে নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিভিন্ন ষপ্পের মীমাংসায় পৌছেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো সামন্তত্বের পতন ও নতুন দিনের সূচনা।

'বহিপীর' নাটকে ধ্বনিত হয়েছে নতুন দিনের বার্তা। সেই নতুন দিন হলো গ্রামের বিপরীতে নগর সভ্যতার বিকাশ। 'বহিপীর' নাটকে শহরকে সমৃদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়েছে। শহরে পড়ে জমিদারপুত্র হাশেম আলি জমিদারির প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। সামন্তত্বাত্মিক ষপ্পস্থায় বিপরীতে সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বণি করেছে। তাই সে ছাপাখানার ব্যাবসাকে পেশা হিসেবে দেখেছে। তাছাড়া গ্রামের জমিদাররাও অসহায় হয়ে পড়েছে। আর তাদের অর্ধ-সহায়তার জন্য শহরমুখী হতে হচ্ছে। জমিদার হাতেম আলি তার জমিদারি রক্ষার টাকা আনতে যাচ্ছেন শহরে বাল্যবন্ধুর কাছে। বহিপীর জমিদারকে অর্থসাহায্য করার জন্য হাত পাতবে শহরের ধনী মুরিদদের কাছে।

নতুন দিনের ষপ্প দেখা যায় তাহেরার মাঝেও। খোদেজার মতো সে সামাজিক শৃঙ্খলে আবস্থা থাকেন। নিজের বিবুল্দ্বে হওয়া সকল বৈষম্যের বিবুল্দ্বে সে দৃঢ়কষ্টে সোচ্চার হয়েছে। নিজের নির্ভর হয়ে উঠেছে নিজেই। এই আভ্যন্তরিন্দ্রিয়শীলতা শহুরে কর্মজীবী উপার্জনক্ষম নারীদের বার্তা দেয়।

সুতরাং, উপর্যুক্ত দৃষ্টিতে আলোকে বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকে সামন্তত্বের পতন ও নতুন দিনের আগমনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। হাতেম আলির জমিদারির ক্রান্তিলগ্নে শহরমুখী হওয়া থেকে শুরু করে জমিদারপুত্র হাশেম আলির পুঁজিবাদী ভাবনা কিংবা খোদেজার সামাজিক শৃঙ্খলে থাকার বিপরীতে তাহেরার শিকল ভাঙা প্রতিবাদ- প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরাতন সামাজিক কাঠামোর পতন ও নতুনত্বের বার্তা ধ্বনিত হয়েছে। তাই আলোচ্য উক্তি যথৰ্থে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৮

ক. তার চোখটা হিঁসে পশুর মতো জ্বলে উঠল কেন? ৩

খ. "শোষণমূলক সূর্যাস্ত আইন হাতেম আলির বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।" উক্তিটির সমক্ষে তোমার মতামত দাও। ৭

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর : ➤ শিখনকল ৭ ও ১১

ক: তাহেরা বহিপীরের সব কথাতেই অসম্মতি জ্ঞাপন করলে বহিপীরের চোখ হিঁসে পশুর মতো জ্বলে ওঠে।

'বহিপীর' নাটকের প্রধান উপজীব্য পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃন্দ বহিপীরের সাথে কিশোরী তাহেরার অসম বিয়ে। বহিপীর সুনামগঞ্জবাসী। সারা দেশে তার মুরিদান রয়েছে। বছর-দুরছারাতে মুরিদের বাড়ি গেলে মুরিদরা সর্বস্ব উজ্জ্বল করে পিরের সেবায়। কিশোরী তাহেরার বাবা ও সৎসা বহিপীরের মুরিদ। সৎসায়ের ক্রকান্তে বাপ বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ে দেয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃন্দ পূর্বতন দাম্পত্য জীবনে সত্তানহীন বহিপীরের সাথে জীবনের অনিচ্ছিত এমন বিবাহকে মেনে নেয়নি তাহেরা। বিয়ের রাতে সে পালিয়ে জমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। নাটকীয়ভাবে বাড়ের কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে পিয়ে বহিপীরও আশ্রয় নেন জমিদারি বজরায়। ধীরে ধীরে বহিপীর জানতে পারেন তাহেরাও এই বজরায় আশ্রয় নিয়েছে। তাই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে নানা কৃটচালের আশ্রয় নিতে শুরু করেন। কিন্তু তাহেরা বহিপীরের সব প্রস্তাৱ প্রত্যাখ্যান কৰার তার চোখ হিঁসে জ্বলে ওঠে কোতে।

খ: "শোষণমূলক সূর্যাস্ত আইন হাতেম আলির বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।" 'বহিপীর' নাটক অবলম্বনে উক্তিটির সমক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের একটি ধারা সূর্যাস্ত আইন। এই আইনে বলা হয়েছে জমিদারগণ বছরের নির্ধারিত দিন সূর্য ডোবার পূর্বে



অধীন জমির রাজস্ব আদায় করতে বাধিত থাকবেন। যদি কোনো জমিদার তার নির্ধারিত খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে তার জমিদারি নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে উক্ত জমির রাজস্ব বুঝে নেওয়া হবে।

'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি এই শোষণমূলক সূর্যাস্ত আইনের ভূক্তভোগী। তিনি ক্ষয়িক্ষু জমিদার। রেশমপুরে তার যৎকিঞ্চিং জমিদারি রয়েছে। এককালে তাদের জমিদারির নামডাক ছিল। কিন্তু সেই সুসময় তার পিতার আমলেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তার হাতে ঘটে অসে তাকে নাট্যকার ঢাকের ঢোল অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য বলে ঠাণ্ডা করেছেন। তবু সমাজে সম্মান বজায় রেখে চলার জন্য তা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু খাজনা বাকি পড়ায় সার্ব্য আইনে জমিদারি নিলামে গঠার উপকৰ্ম হয়েছে। হাতেম আলির একমাত্র সহায় তার এই জমিদারি। এর সাথে তার সামাজিক মর্যাদা জড়িত। তাই জমিদারি হারালে তিনি সম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারবেন না।

জমিদারি নিলামে গঠার সংবাদ পরিবারের কাছে গোপন রেখে চিকিৎসার নাম করে জমিদার তার শহুরে বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে টাকা ধার চাইতে যান। কিন্তু তার বন্ধু তাকে নিরাশ করে। ফলে জমিদার হাতেম আলি মানবিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বিদ্রম হয়ে বহিপীরের অমানবিক শর্তও প্রথমে মাথা পেতে নেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হাতেম আলির বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য দায়ী ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক সূর্যাস্ত আইন। এই আইনের বলেই তার জমিদারি নিলামে উঠতে যাচ্ছে, যার সাথে তার সম্মানসহকারে বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িত। তাই বলা যায় যে, জমিদার হাতেম আলির বর্তমান অবস্থার জন্য ইংরেজদের শোষণমূলক সূর্যাস্ত আইন দায়ী।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৪৯

- ক. খোদেজা বেগম তাহেরাকে অকৃতজ্ঞ কেন বললেন? ৩
খ. "একবার ঝুট কথা বললে উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়।" উক্তিটির মধ্য দিয়ে হাতেম আলির অসহায়তা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে? আলোচনা কর। ৭

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৩ ও ১১

ক. হাশমের বিয়ের প্রস্তাবে তাহেরা মত না দেওয়ায় খোদেজা বেগম তাহেরাকে অকৃতজ্ঞ বললেন।

'বহিপীর' নাটকের কুসংস্কারাচ্ছন্ম ও ধর্মভীরু চরিত্র খোদেজা। তিনি বহিপীরের বদদোয়াকে ডয় পায়। মা মরা মেয়ে তাহেরাকে তার বাবা ও সৎমা বহিপীরের বদদোয়াকে ডয় পান। বাবা ও সৎমা পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সাথে বিয়ে দিলে তাহেরা বাড়ি থেকে পালায়। ডেমরার ঘাটে অসহায় তাহেরাকে মানবিকভাব উদ্বৃত্ত হয়ে বজরার তুলে নেন খোদেজা। কিন্তু তাহেরার সমাজবিরুদ্ধ কাজকে তিনি প্রশংসন দেন না। তার একমাত্র ছেলে হাশমের অসহায় তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়। সে তাহেরাকে পানিতে ঘোপ দিয়ে আঘাত্যা করার হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বিষয়টি খোদেজা ভালোভাবে নেননি। তিনি চান তাহেরা বহিপীরের সাথে ফিরে থাক। অনাদিকে হাশমের বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ের কোনো বৌদ্ধিকতা দেখে না। তাই সে অসহায় তাহেরাকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাতে চায়। এতে খোদেজার অমত দেখে তাহেরাও হাশমের প্রস্তাব অগ্রহ্য করে। তাহেরার প্রতি হাশমের এত আত্মত্যাগ সঙ্গেও তাহেরার তার অগ্রহ্য করায় খোদেজা তাহেরাকে অকৃতজ্ঞ বলেছেন।

খ. "একবার ঝুট কথা বললে তার উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়।" উক্তিটির মধ্য দিয়ে অসহায় জমিদার হাতেম আলির জমিদারি নিলামে গঠার ব্যাপারটিকে নিজের পরিবার ও বহিপীরের কাছ থেকে লুকানোর প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাতেম আলি। তিনি আত্মবংশ, স্থিতিধী ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন ক্ষয়িক্ষু জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি, রেশমপুরে তার যৎকিঞ্চিং জমিদারি রয়েছে। কিন্তু খাজনা বাকি পড়ায় সার্ব্য আইনে তার জমিদারি নিলামে গঠার উপকৰ্ম। বিষয়টি তিনি তার স্ত্রী ও পুত্র হাশমের আলির কাছ থেকে গোপন করেন। পরিবারের কাছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে শহরে যাওয়ার কথা বললেও মৃত্যু তিনি জমিদারি রক্ষার টাকার জন্য শহরে তার বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে যান।

কিন্তু বিপর্যি বাধে শহরের বাল্যবন্ধুর কাছে হাতেম আলি অর্থ সাহায্য না পাওয়ায়। এতে জমিদার দিশেহারা হয়ে পড়েন। হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি বহিপীরের কাছে সব প্রকাশ করেন। তার স্ত্রী ও ছেলে জমিদারি নিলামে তোলার ব্যবহার শুনলে বজরায় হৃলম্বুল কান্ত পড়ে যায়। বহিপীরও তখন তার আসল উদ্দেশ্য হাতেম আলির কাছে ব্যক্ত করে।

হাতেম আলির ঝুট কথা ছিল তার অসহায়ত। রেশমপুরের তার জমিদারি সার্ব্য আইনে নিলামে গঠার উপকৰ্ম। বিষয়টি তার সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। কিন্তু বিষয়টি স্ত্রী ও পুত্র জানতে পারলে তারাও হতাশ হয়ে পড়বে। তাই উচ্চ মানবিকতাবোধের অধিকারী হাতেম আলি তার স্ত্রী ও পুত্রের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন করেন। আবার অচেনা-অজানা বহিপীরের কাছেও তিনি এসব কথা জানানোর বিষয়টি সম্মানজনক মনে করেননি। তাই তার কাছেও বিষয়টি গোপন রাখেন। কিন্তু বিষয়টিকে ঢাকতে তার একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

তাই বলা যায় যে, "একবার ঝুট বললে আর উপায় থাকে না, তখন একটার পর একটা বলতেই হয়।" উক্তিটি জমিদার হাতেম আলির এ অসহায়তাকে নির্দেশ করেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৫০

- ক. "পিরের ছায়ায় বসবাসের সৌভাগ্য ক'জনের হয়?"— ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. পিরসাহেব জমিদার হাতেম আলির অবস্থিকর অবস্থার সুযোগে কীভাবে নিজের স্বার্থ হাসিলে বাস্ত ছিলেন, তা বিশ্লেষণ কর। ৭

৫০নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৩ ও ১১

ক. "পিরের ছায়ায় বসবাসের সৌভাগ্য ক'জনের হয়?" আলোচনা উক্তিটির মাধ্যমে খোদেজার কুসংস্কারাচ্ছন্ম ধর্মান্ব মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জমিদারপত্নী খোদেজা। তিনি কুসংস্কারমনা, ধর্মভীরু গ্রামীণ নারীসমাজের প্রতীক। খোদেজা যুক্তিবাদী, সমাজশৃঙ্খলের আবন্ধ। সমাজশৃঙ্খলের বাইরে প্রতিবাদী চিন্তাভাবনা তার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অসহায় তাহেরা বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে ডেমরার ঘাটে অবস্থান করলে তার প্রতি খোদেজার মায়া হয়। তিনি তাকে বজরায় তুলে নেন। কিন্তু বিয়ের রাতে পালিয়ে আসার কথা শুনে তিনি তাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েন না। ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এ চরিত্রটি বিয়েকে মনে করেন ভাগ্যের লিখন। বিয়েতে নারীর মত থাকার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন না। পঞ্চাশোর্ধ্ব বহিপীরের সাথে বিয়েকে তিনি সৌভাগ্যের কারণ মনে করেন। তিনি পিরের

নাটক ▶ বহিপীর

বদদোয়াকে ডয় পান। তাই তাহেরার নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি বহিপীরকে তার কথা বলে দেন। কেননা তিনি মনে করেন, বহিপীরের কাছে প্রকাশ না করলেও বহিপীর আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সবকিছু জেনে যাবেন। তখন তা তার সংসারে অভিশাপ হয়ে নেমে আসবে। পিরের ছায়ায় থাকাকেও তিনি সৌভাগ্য মনে করেন। তার মতে, সবাই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না।

৪ পির সাহেব জমিদার হাতেম আলির অবস্থার সুযোগে অমানবিক শর্তের মাধ্যমে নিজের ব্যার্থ হাসিলে ব্যস্ত ছিলেন।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় ও নাম-চরিত বহিপীর। নিজ ব্যর্থের বিচারে তিনি জীবন ও জগৎকে পরিমাপ করেন। তার পেয়ারের শুরুদি নিজ কিশোরী কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিতে চাইলে বহিপীর তাতে রাজি হন। কিন্তু বিয়ের রাতে এমন অসম বিয়ে না মেনে তাহেরা পালিয়ে গেলে তার কৃটবস্তির প্রকাশ ঘটে। তিনি পুলিশে খবর দিতে রাজি নন। কেননা আইন দ্বারা কনের অমতে বিয়ের কোনো ভিত্তি নেই। তাই তিনি নিজেই তাহেরাকে খুজতে বের হন। জমিদারি বজরায় এমন নাটকীয়ভাবে আশ্রয় পাওয়াকে বহিপীর খোদার বিশেষ ইঙ্গিত বলে ধারণা করেছেন এই উক্তির মাধ্যমে।

জমিদার হাতেম আলির বজরায় ঝড়ের কবলে আশ্রয় নিয়েছিলেন বহিপীর। হাতেম আলি ক্ষয়িক্ষু জমিদার। রেশমপুরে থাকা তার যত্নামান্য জমিদারি সাম্ভ্য আইনে নিলামে ওঠার উপক্রম। বড় আশা নিয়ে তিনি শহুরে বন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের কাছে টাকা ধরে চাইতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনিও তাকে নিরাশ করেন। ফলে জমিদারি হারানোর নিশ্চিত অধিঃপতনে জমিদার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। বিপর্যয় থেকে মানসিক ব্যস্ত পেতে তিনি বহিপীরের কাছে সবকিছু খুলে বলেন। অর্থ খল বহিপীর আশ্রয়দাতার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধ না রেখে তার ওপর অমানবিক শর্ত চাপিয়ে দেন। তাহেরার কাছে সকল কৃটচালে ব্যর্থ হয়ে তিনি অসহায় জমিদারের অবস্থিতিকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলে কাজে লাগাতে চান। শর্তটি হলো : তাহেরাকে তার সাথে ফিরে যাওয়ার শর্তে তিনি জমিদারের জমিদারি রক্ষার টাকা ধার দিতে প্রস্তুত। বিষয়টি হাতেম আলির কাছে প্রথমে ঠাণ্ডার মনে হলেও পরে তিনি এর অমানবিক দিকটি বুঝতে পারেন। তবে আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে তাহেরা বহিপীরের এই শর্তে রাজি হয়। ফলে বহিপীরের হীন ব্যার্থ চরিতার্থ হওয়ার স্ফূর্তিকামনা তৈরি হয়।

তাই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পিরসাহেব হাতেম আলির অবস্থার সুযোগে অমানবিক শর্ত চাপিয়ে দিয়ে নিজের ব্যার্থ হাসিলে ব্যস্ত ছিলেন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক. "নিশ্চয়ই ইহাতে কোনো গৃঢ়তত্ত্ব আছে।" উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ৩

খ. 'বহিপীর' নাটকের চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ কর। ৭

৫১২ প্রশ্নের উত্তর : ➤ শিখনকল ৮ ও ১৩

ক. "নিশ্চয়ই ইহাতে কোনো গৃঢ়তত্ত্ব আছে।" উক্তিটি মরতে মরতে বেঁচে পিয়ে জমিদারের বজরায় আশ্রয় পাওয়াটা খোদার বিশেষ কোনো ইঙ্গিত বলেই মনে করার দিকটিতে ইঙ্গিত করেছেন বহিপীর।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। বইয়ের ভাষায় কথা বলায় তার এরূপ নামকরণ হয়েছে। বহিপীর অত্যন্ত ধূর্ত ও বৈষম্যিক বৃন্ধিচালিত খল চরিত্র। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। সারা দেশে তার শুরিদান রয়েছে। বজর-দুবজরাণে তিনি শুরিদের বাড়ি যান। 'শুরিদা' সর্বস্ব দিয়ে তার সেবা করে। এবার তার এক পেয়ারের শুরিদ তার কিশোরী কন্যাকে বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। বহিপীরের বয়স পঞ্চাশের অধিক। তার প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান থেকে চৌক বছর আগে মারা যান। এমন অসম বিয়েকে মেনে নেয় না বিয়ের কনে তাহেরা। সে বিয়ের রাতে বাড়ি ছেড়ে পালায়। তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চাইলে ধূর্ত বহিপীর তা নাকচ করে দেন। তিনি ওই রাতেই তার সফরসঙ্গী হকিকুলাহকে নিয়ে তাহেরার ঘোঁজে বের হন। পথে কালৈবেশাখি ঝড়ের কবল থেকে বাঁচতে ছেট খালে আশ্রয় নেওয়ার সময় জমিদারের বৃহৎ বজরার সাথে বহিপীরের ডিঙি নৌকার ধাক্কা লাগে। আধডোবা অবস্থায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে বহিপীর জমিদারের বজরায় আশ্রয় পান। জমিদারি বজরায় এমন নাটকীয়ভাবে আশ্রয় পাওয়াকে বহিপীর খোদার বিশেষ ইঙ্গিত বলে ধারণা করেছেন এই উক্তির মাধ্যমে।

ব 'বহিপীর' নাটকটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত একটি আধুনিক নাটক। নাটকের প্রতিটি চরিত্র শেষপর্যন্ত আধুনিক মানুষে বৃপ্তিরিত হয়েছে। নিচে 'বহিপীর' নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলো।

'বহিপীর' নাটকের নাম-চরিত্র ও কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। বহিপীর নামটিই তার স্বভাবসূলভ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। তিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলায় তার এরূপ নামকরণ হয়েছে। বহিপীর বৈষম্যিক বৃন্ধিচালিত আধুনিক মানুষ। স্বভাবসূলভ পিরদের অনুগামী নন তিনি। নিজেই ঝীকার করেছেন তার কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নেই। কিশোরী তাহেরাকে বিয়ে করে তিনি কেন্দ্রীয় হস্তে জড়িয়ে পড়েন। তাহেরাকে উন্ধার করার জন্য নানা কৃটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে সবকিছুই ব্যর্থ হন তিনি। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের পরাজয়কে মেনে নিয়ে বিনা শর্তে হাতেম আলিকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে মানবিকতায় উত্তীর্ণ হন তিনি।

'বহিপীর' নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। নাটকের ঘটনাপ্রবাহ তাকে ঘিরেই আবর্তিত। তাকে কেন্দ্র করেই বহিপীর ও জমিদারপুত্র হাশেম আলি শুখোমুখি অবস্থান নেয়। তাহেরা যুক্তিবাদী, আধিকার সচেতন, আধুনিক নারীজাগরণের প্রতীক চরিত্র। বাবা ও সৎমা বৃন্ধ বহিপীরের সাথে তার সম্পূর্ণ অমতে বিয়ে দিলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নেয়। বহিপীরের কৃটকৌশলে না ভুলে নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থেকেছে সে। শেষপর্যন্ত হাশেম আলির হাত ধরে নতুন জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাশেম। সে যুক্তিবাদী, উচ্চশক্তিক, মানবিক চেতনাসম্পন্ন, আধুনিক নাগরিক চরিত্র। অসহায় তাহেরাকে ঝাঁচানোর সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই অনড় সে। বহিপীরের পুলিশের ভয়, ধর্মীয় বিয়ের দোহাই, বাবার অসহায় মুখ কোনোকিছুই তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাহেরাকে নিয়ে সে অনিচ্ছিত অজ্ঞানার পথে পাড়ি জমিয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের আরেক প্রধান চরিত্র জমিদার হাতেম আলি। তিনি স্থিতিধী, আঞ্চলিক ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন ক্ষয়িক্ষু জমিদার। জমিদারি হারানোর আশঙ্কায় মানসিক বিপর্যস্ততার কারণে বহিপীর তাহেরার বিনিময়ে টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তা

করলে তার বুবাতে অসুবিধা হয় না, এটি অমানবিক শর্ত। শেষ পর্যন্ত এমন অমানবিক সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে জমিদার হাতেম আলি মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'বহিপীর' নাটকের একটি অপ্রধান চরিত্র খোদেজা। তিনি কুসংস্কারজন্ম, ধৰ্মভীরু, প্রাণীগ শৃঙ্খলাবন্ধ নারী সমাজের প্রতিনিধি। অসহায় তাহেরাকে মানবিকতার বশে বজরায় আশ্রয় দিলে বহিপীরের আধ্যাত্মিক শক্তির ডয় চরিত্রটিকে ক্রমে ম্লান করে তুলেছে।

'বহিপীর' নাটকের পিরের ধারাধরা ব্যক্তিত্বীন চরিত্র হকীকুল্লাহ। নাটকজুড়ে তাকে ছুঁকা টানা আর পিরের বেদমত করা ছাড়া বিশেষ কোনো ভূমিকায় দেখা যায়নি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৫২

ক: "দুনিয়া সত্যাই কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র।" কে বলেছে? কেন বলেছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

খ. "তাহেরা আধুনিক ব্যক্তিত্বীল প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রতিনিধি।" উক্তিটির সপক্ষে তোমার মতামত দাও।

৭

৫২নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৮ ও ১৪

ক: "দুনিয়া সত্যাই কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র"— হাতেম আলির জমিদারি হারানো এবং তাহেরার পালিয়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বহিপীর অলোচ্য কথাটি বলেছেন।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় ঘন্ট বিয়ের রাতে তাহেরার পালিয়ে গিয়ে জমিদারের বজরায় আশ্রয় গ্রহণ। তাহেরার বাবা-সৎমা তার মতামতকে অগ্রহ্য করে বৃক্ষ বহিপীরের সাথে বিয়ে দিলে বিয়ের রাতে তাহেরা পালায়। তাকে খুজতে বহিপীর ঝড়ের কবলে পড়ে মরতে মরতে নাটকীয়ভাবে জমিদারের বজরায় আশ্রয় পান।

বহিপীর মনে করেন তার এই যাত্রার খোদার গৃহ্যত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া জমিদার হাতেম আলি জমিদারি নিলামে ওঠার বিষয়টি পরিবার ও বহিপীরের কাছ থেকে গোপন করেন। তিনি শহরে বসবাসরত বাল্যবন্ধুর আর্থিক সাহায্যের আশা নিয়ে নিয়ে গেলেও বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিন তাকে নিরাশ করেন। ফলে মানসিক বিপর্যস্ততায় বিচলিত হয়ে পড়েন হাতেম আলি। বহিপীরের কাছে মানসিক স্বত্তির জন্য সবকিছু স্বীকার করেন। বহিপীর তাকে সার্বন্ধনা দিতে গিয়ে নিজের উদ্দেশ্যে খুলে বলেন। তার বিশ্বাস— দুনিয়া মন্তব্ধ পরীক্ষাক্ষেত্র। খোদা তাদের বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করছেন।

খ: "তাহেরা আধুনিক ব্যক্তিত্বীল প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রতিনিধি।"— 'বহিপীর' নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ও তাহেরা চরিত্রের অভিবসুলভ বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোচ্য উক্তিটি যুক্তিযুক্তি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার 'বহিপীর' নাটকের চরিত্রসমূহকে আধুনিক মানববৈশিষ্ট্যের আদলে গড়ে তুলেছেন। তার অন্যতম কৃতিত্ব তাহেরা চরিত্রচিত্রণে। এই চরিত্রের মধ্যে লেখক বিশ শতকের নারীজগরণকে ধারণ করেছেন।

মা-মরা মেয়ে তাহেরা। শৈশব থেকে সে সৎমায়ের সংসারে বড় হয়েছে। তাই সে স্বাভাবিক স্নেহ-মমতা থেকে বাঞ্ছিত। বাবা তার দায়িত্ব পালন করলেও সেই দায়িত্বের মধ্যে মমত্ববোধ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সৎমায়ের কুপরামর্শে বাবা তাকে পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃক্ষ পিরের সাথে নিজের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিয়ে দেয়। এই বিয়ে না মেনে তাহেরা বাঢ়ি ত্যাগ করে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নেয়। নাটকীয়ভাবে ঝড়ের কবলে মরমর অবস্থায় বহিপীরও সেই বজরায় আশ্রয় নেন। বহিপীর তাহেরাকে নানা

কৃটচক্রান্তের আশ্রয়ে আয়তে নিতে চাইলেও তাহেরা বিচক্ষণতার সাথে সবকিছু অঙ্গীকার করে। শেষপর্যন্ত জমিদারপুত্র হাশেম আলির হাত থেরে অনিশ্চিত অজ্ঞানায় পাড়ি জমায় সে।

তাহেরা শুরু থেকেই তার প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। নিজের অঘতে বৃক্ষ বহিপীরের সাথে বিয়ে সে মানে না। কেননা বহিপীরের প্রথম স্তোত্র নিঃসন্তান ও বিপত্তীক। ফলে তাহেরা এ বিয়েতে রাজি হওয়া মানে তার পুরো ব্রহ্ময় ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঢেলে দেওয়া। তাই সে বাঢ়ি ত্যাগ করেছে। বহিপীর তাকে বিবিসাহেব ডাকলে সে তৎক্ষণাত এর প্রতিবাদ করেছে। সে দৃঢ়কঠে উচ্চারণ করে, বিয়েতে তার মত ছিল না। তাই আইনত তারা ঘোষি-ঝী নয়।

তাহেরা চিন্তা-চেনার দিক থেকেও অনেকাংশে আধুনিক ও ব্যক্তিত্বান। সমাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সে সোচার। নারী হলো নারীসুলভ গৃহযুৰী বৈশিষ্ট্য তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শুরু থেকেই সে নিজের সিদ্ধান্তে অনমনীয়। প্রয়োজনে সে নদীতে ঝোপ দিয়ে আছাহত্যা করতে প্রস্তুত, তবু বহিপীরের সাথে গিয়ে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবে না। আবার জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাকে ঝোকের বশে বিয়ে করতে চাইলে তাতেও সে প্রথম প্রস্তাবেই রাজি হয়নি।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তাহেরা আধুনিক ব্যক্তিত্বীল, প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রতিনিধি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৫৩

ক.: "আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই।"— ব্যাখ্যা কর।

৩

খ. 'বহিপীর' নাটকের নামকরণের প্রতীকী তাৎপর্য আলোচনা কর।

৭

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনফল ৮ ও ১৩

ক: "আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই।"— উক্তিটি দ্বারা বহিপীর তার মুরিদের ভালোবাসার দরূন এবাদতের অবসর না পাওয়ার দিকটি প্রকাশ করেছেন।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তিনি সুনামগঞ্জ নিবাসী, সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদান রয়েছে। বছর-দুবছরান্তে তিনি মুরিদের বাঢ়ি ঘূরে বেড়ান। মুরিদরা সর্বস্ব দিয়ে পিরের সেবায় লিঙ্গ হয়। কেউ গোয়ালের গরু বেচে, ছাগল, মুরগি জবাই করে পিরের সেবা করে, কেউ কিশোরী মেঘেকে পিরের সাথে বিয়ে দিয়ে পিরের ষষ্ঠুর হওয়ার ঘর্যাদার ভাগ নেয়। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গল থেকে দলে দলে লোক পিরের মুরিদ হওয়ার জন্য আসে। তারা কেউ কানাকাটি করে, কেউ ধনসম্পদ উজাড় করে দেয় পিরের পদতলে। তাই পিরসাহেব কোনো অবসর পান না। মুরিদের নিয়েই তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, মুরিদের চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা শোনেন, উপদেশ দেন। পিরসাহেব নিজেকে নিয়ে ভাবার অবসর পান না। অন্যের এবাদতের দীক্ষা দিতে গিয়ে নিজের এবাদত করার সুযোগ পান না। বহিপীরকে নিয়ে তার মুরিদের মাতোয়ারা হয়ে থাকার দিকটি বহিপীর আলোচ্য উক্তির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

খ: 'বহিপীর' নাটকের নামকরণের প্রতীকী তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

'বহিপীর' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার আলোচিত বাংলাদেশের প্রাণীগ সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে গড়ে ওঠা পিরপথার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

নাটক ► বহিপীর

সেই সময়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেকে বসা পিরপথা, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার ফুটে উঠেছে এই নাটকে। পিরসাহেবকে ধনী-গরিব সবাই ভয় করে। বিশেষত নাটকে উল্লিখিত জমিদারগুলী খোদেজা বহিপীরের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী এবং তিনি বহিপীরের বদনোয়াকে ভয় করেন। দেখা যায় যে, গ্রামের সাধারণ মুরিদরা পিরকে পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ধনসম্পদ এমনকি নিজের কন্যাসত্তানকেও পিরের সেবায় দান করে দেয়। যেহেনটি করেছে বহিপীরের পেয়ারের খানদানি বৎশের মুরিদ তাহেরোর বাবা ও সৎস্মা। তবে এই নাটকটি শেষ পর্যন্ত হাশেম আলির অদ্য মানসিকতার জরুর মাধ্যমে পাঠক ও দর্শকদের আলোর পথ দেখাই এবং এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছিত দেয়।

মূলত মুসলমান সমাজে পিরপথার সৃষ্টি হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা সুফি সাধকদের ইসলাম প্রচারের পথ ধরে। তারা ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পির-মুরিদি ব্যবস্থার চালু করে। ধীরে ধীরে স্বার্থাবেষী একটা মহল সাধারণ মানুষের সুযোগ নিয়ে তৎকালীন সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্রে গড়ে উঠা পিরপথাকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করতে শুরু করে। একসময় এটি পরিণত হয় ধর্মকে আশ্রয় করে অর্থ উপার্জনের উপায়ে। 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের সাথে তার মুরিদদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের বিচারে তথ্যটি বাস্তব বলে পরিগণিত হবে।

'বহিপীর' নাটকটির প্রতীকী তাংপর্য হলো বই থেকে মাসায়েল বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা মানুষের জ্ঞানতত্ত্ব নিবারণে ব্যবহার করেন যিনি তিনি পির। মূলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র থেকে বহিপীর নামকরণ সার্থক বলে মনে হলেও এর সাথে জড়িয়ে পড়েছে সামাজিক কুসংস্কার ও সাধারণ মানুষের ধর্মজীবি। এই নাটকে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে জ্ঞানের তথা মুক্তির পথে ধাবিত হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। এটিই 'বহিপীর' নামকরণের প্রতীকী তাংপর্য।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৫৪

ক. "মনে হয় তাহাতে পবিত্রতা নাই, গান্ধীর নাই।"- ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. পিরের সাথে তাহেরোর বিয়েকে 'কেবল নামেই বিয়ে' বলা হয়েছে কেন? আলোচনা কর। ৭

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনকল ৮ ও ১৪

ক. "মনে হয় তাহাতে পবিত্রতা নাই, গান্ধীর নাই।"- উক্তিটির মাধ্যমে বহিপীর কথ্যভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

'বহিপীর' নাটকের নাম-চরিত্র বহিপীর। তার এমন উভটি নামের মধ্যে গৃঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। বহিপীর সুনামগঞ্জের অধিবাসী। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। একেক অঞ্চলে একেক কথ্যভাষা প্রচলিত। বহিপীরের পক্ষে প্রত্যেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা রঞ্জ করা অসম্ভব। তাছাড়া এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে কুটু শোনায়। তাই বাধ্য হয়ে বহিপীর বইয়ের ভাষা অর্থাৎ সাধুভাষা রঞ্জ করেছেন। তিনি সব সময় বইয়ের ভাষা ব্যবহার করেন। তাই লোকজন তাকে বইয়ের ভাষায় কথা বলা পির সংক্ষেপে বহিপীর বলে। বইয়ের ভাষা ব্যবহার করার আরও একটি কারণ রয়েছে। বহিপীরের কাজ ধর্মের বাণী জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া। কথ্যভাষায় গুরুগান্ধীর নেই বলে খোদার বাণী বহন করার ক্ষমতা এর নেই বলেও তার দাবি। তাই তিনি মনে করেন, কথ্যভাষার কোনো পবিত্রতা নেই, গান্ধীর নেই।

খ. পিরের সাথে তাহেরোর বিয়েতে তাহেরোর মতামতকে উপেক্ষা করায় এই বিয়েকে 'কেবল নামেই বিয়ে' বলা হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের মূল ছন্দ পঞ্জাশোর্ধ্বে বহিপীরের সাথে তাহেরোর অসম বিয়ে। বহিপীরের পেয়ারের মুরিদ তাহেরোর বাবা ও সৎস্মা। তাহেরো শিশুকাল থেকে সৎমায়ের সংসারে বড় হয়েছে। তার

সৎমায়ের পরামর্শে তার বাবা বৃক্ষ বহিপীরের সাথে তার বিয়ে দেয়। বিয়েতে তাহেরোর মতামত নেওয়া হয়নি। বলা যায়, তার সম্পূর্ণ অমতে তারা এই বিয়ে দিয়েছে। তাই তাহেরো এই বিয়েকে মানে না। বিয়ের রাতে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নেয়।

নাটকীয়ভাবে ঝড়ের কবলে ঝুঁতে ঝুঁতে বেঁচে গিয়ে বহিপীরও আশ্রয় নেন জমিদারের সেই বজরায়। ধীরে ধীরে তিনি জানতে পারেন তাহেরো এই বজরায় আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বিভিন্ন কুটকোশলের আশ্রয় নিয়ে তাহেরাকে বাগে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহেরো কোনোভাবেই তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ে না। বহিপীরের 'বিবি সাহেব' ডাকায় তাহেরো দৃঢ়কষ্টে প্রতিবাদ করে। সে জানিয়ে দেয়, এ বিয়েতে তার মত ছিল না; তাই তার কাছে এ বিয়ে কোনো অর্থ দাঢ় করে না। ফলে আইনত বহিপীরের তার প্রতি কোনো দাবি থাকার কথা নয়।

হাতেম আলির শিক্ষিত যুক্তিবাদী ছেলে হাশেম আলিও তাহেরোর সাথে বহিপীরের বিয়েকে বৈধ মনে করে না। কেননা এ বিয়েতে তাহেরোর সম্মতি নেওয়া হয়নি। যদিও বহিপীরের শান্তীয় বিয়ের দোহাই দেন। হাশেম আলি তাহেরো বহিপীরের ধৰ্মীয় বিয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সে এই বিয়ের কাগজ পেলে কুটিকুটি করে ছিড়ে ফেলতে চায়। শুরু থেকে সে শান্তভাবে প্রতিহত করেছে। এমনকি তাহেরোর মত থাকলে সে তাকে বিয়ে করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

সূতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ধর্মীয় শান্তমতে তাহেরোর সাথে বহিপীরের বিয়ে হলেও আধুনিক আইনের বাবা এ বিয়ে স্বীকৃত নয়। এ বিয়েতে তাহেরোর মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে। এ বিয়ে ছিল তার সৎমায়ের কুট চৰ্মাতের ফল। তাই বলা যায় যে, পিরের সাথে তাহেরোর বিয়েতে তাহেরোর মত না থাকায় এই বিয়েকে "কেবল নামেই বিয়ে" বলা হয়েছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৫৫

ক. "খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ত ঘরও ঠাকুর দিয়া দাঢ় করাইয়া রাখা যায়।"- বহিপীরের এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

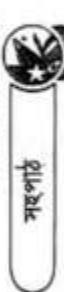
খ. "তাহেরো ব্যক্তিত্ববাদী, অধিকার সচেতন ও আধুনিক নারীসত্ত্বার মূল প্রতীক"- 'বহিপীর' নাটকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৭

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর :

► শিখনকল ৮ ও ১৪

ক. 'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলিকে উদ্দেশ্য করে বহিপীর এ উক্তিটি করেছেন। 'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হয় খাজনা বাকি পড়ার কারণে। সূর্যাস্ত আইনের কারণে সর্বব্রাহ্ম হতে বসা জমিদার তাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। শহরে তার বাল্যবন্ধুর কাছে টাকা ধার চেয়ে ব্যর্থ হলে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। বহিপীর তার এ অবস্থার কথা জানতে পেরে তাকে বিভিন্নভাবে সাক্ষনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রশ্নাঙ্ক উক্তিটি বাবা তিনি বুঝিয়েছেন খোদা ইচ্ছা করলে চৰম বিপদগ্রস্ত মানুষকেও বিপদমুক্ত করতে পারেন। বিপদের একমাত্র সহায় হিসেবে যথন আল্লাহর সাহায্যের কথা বহিপীর আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে রূপকার্যে প্রকাশ করেছেন।

খ. 'বহিপীর' নাটকের তাহেরো চরিত্রটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অনবদ্য সৃষ্টি। সাধারণ প্রামীণ কিশোরী তাহেরো তার প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ও অনড় মানসিকতার কারণে সব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করেছে। তাহেরোর বাবা ও সৎস্মা ছিলেন বহিপীরের মুরিদ ও অন্ধভক্ত। বহিপীরের বয়স অনেক বেশ হলেও তার সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয় তাহেরাকে। বাবা ও সৎস্মায়ের এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি স্বাধীনচেতা তাহেরো। অন্যায় এ বিয়ের প্রতিবাদে সে ছোট চাচাতো ভাইকে



সাথে নিয়ে বাড়ি থেকে গালিয়েছে। ডেমরার ঘাটে তাকে দেখে জমিদারগাঁও খোদেজা তাদের বজরায় স্থান দিয়েছেন। পরিবার ও সমাজের চাপিয়ে দেওয়া অসম বিয়োকে অগ্রহ্য করে তাহেরা নতুন করে জীবনকে গড়ে তোলার যে সাহসিকতা দেখিয়েছে তা তার ব্যক্তিত্ববোধের পরিচয় বহন করে।

জমিদারের বজরায় ঘটনাচক্রে বহিপীর আশ্রয় নেন এবং তাহেরার উপস্থিতি জানতে পারেন। তিনি তাহেরাকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে নিতে চাইলে তাহেরা যেতে অবৈকৃতি জানায় এবং জোরাজুরি করলে আগ্রহ্য করতে চায়। সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে হলেও স্বাধীনতা ও বাচার অধিকার আদায় করতে চায়। বহিপীর পুলিশ ডেকে তাহেরাকে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে গিয়েও পিছপা হয়েছেন তাহেরার দৃঢ় মানসিকতার কথা যাখায় রেখে। বহিপীর জমিদারের বিপদের সুযোগ নিয়ে তাহেরাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে তাহেরা রাজি হয়েছিল। কিন্তু তার এই পরিবর্তন ছিল মানবিক দিক বিবেচনা করে। নিজের বিপদকে সে অন্য কারণ ঘাড়ে চাপাতে চায়নি। তাই জমিদার হাতেম আলিকে সাহায্য করতে চেয়েছে নিজের অস্তিত্বে পিরের সাথে যেতে চেয়ে। এ থেকে তাহেরার চরিত্রে মানবিকবোধের বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাশেম তাহেরাকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাইলেও সে প্রথমে মত দেয়নি। কারণ ঝোকের বশে তার মতো বিপদগ্রস্ত নারীকে সাহায্য করলেও পরে তার অনুশোচনা হতে পারে। হাশেমের দৃঢ় মানসিকতা তাকে ভরসা দিয়েছে। জীবনকে পিরের ছাঁ হয়ে তার সেবায় কাটিয়ে না দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে পরিবার ও সমাজের বিবুল্দ্ধ দাঁড়িয়ে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাহেরা চরিত্রটি নতুন দিনের জীবনবাদী আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। তাই বলা যায়, তাহেরা ব্যক্তিত্ববাদী; অধিকার সচেতন ও আধুনিক নারীসত্ত্ব মূর্ত প্রতীক।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ৫৬

- ক. ‘আমার সবকিছু উচ্ছেদ যাবে’— জমিদার হাতেম আলির একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
 খ. “‘বহিপীর’ নাটকের হাশেম আলি নতুন দিনের অঞ্চলিক”— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৭

৫৬নং প্রশ্নের উত্তর:

► শিখনকল ১১ ও ১৪

ক. জমিদার হাতেম আলির জমিদারি রয়েছে রেশমপুরে। কিন্তু খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে ওঠার উপকূল হয়। তিনি বাল্যবন্ধু আনোয়ারাউন্দিনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে শহরে যান। এ বিষয়টি তিনি পুত্র হাশেম আলি ও ছাঁ খোদেজার কাছে গোপন রাখেন। চিকিৎসার অভ্যন্তরে শহরে এসে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে

পড়েন। কারণ জমিদারি হারালে তিনি স্বর্বস্তুত হয়ে পথে বসবেন এবং তার পুত্র হাশেম আলিকে ছাপাখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে পারবেন না। জমিদার হাতেম আলি তার আসন্ন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

খ. হাশেম আলি রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলির পুত্র। ‘বহিপীর’ নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাশেম আলি। সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং উদার মানবিকতাবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। ‘বহিপীর’ নাটকের নাম-চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র হাশেম আলি। নাটকের আখ্যানভাবে সে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বৃদ্ধিমত্তার সঙ্গে বহিপীরের সকল কৃটচালকে যোকাবিলা করেছে এবং পরিশেষে বিজয়ী হয়েছে। বহিপীর তার জাগতিক স্বার্থ উন্ধার করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে হাশেম ইতিবাচকভাবে জীবন ও জগৎকে দেখেছে। মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধে বিশ্বাসী হাশেম আলি বিপন্ন তাহেরার পাশে নিয়ন্ত্রণভাবে দাঁড়িয়ে নতুন দিনের অঞ্চলিক হিসেবে। সে সমাজের প্রথাগত ধ্যানধারণাকে ভেঙে দিয়েছে। এদিক থেকে তাকে এ উপন্যাসের নায়ক চরিত্র বৃপ্তে অভিহিত করা যায়। ডেমরার ঘাটে একটি বিপন্ন মেয়েকে বজরায় আশ্রয় দেন হাশেমের মা খোদেজা। মেয়েটি বহিপীরের ছাঁ তা জানার পর বহিপীর তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদী তাহেরার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করেছে হাশেম আলি। তাহেরার সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করে সে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। তাহেরা আবাহন করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করেছে। তার মা, বহিপীর ও অন্যরা তাহেরার বিরুদ্ধে গেলেও সে শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে থেকেছে। মেয়েটির প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে সে তার অবস্থানে অটোল ছিল। এক্ষেত্রে তার মায়ের সাবধানবাণী, বহিপীরের ভীতি প্রদর্শন, পিতার করুণ মুখ কোনোকিছুই তাকে সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি। বিপন্ন তাহেরার প্রতি হাশেমের এ মনোভাব তাকে উদার ও মানবিক চরিত্রবৃপ্তে ফুটিয়ে তুলেছে।

হাশেম আলি চরিত্রটি আধুনিক সভার প্রতীক। তার ব্যক্তিজীবনে নানাবিধি বাধা, সংকট ও সমস্যা রয়েছে। পিতার জমিদারি হারানোর শঙ্কা, প্রেস স্থাপন করতে না পারা, আর্থিক বিপর্যয় ইত্যাদি বিষয় তাকে মানবিক মানুষ হয়ে ওঠা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আবার তাহেরাকে রক্ষা করতে তাকে নিয়ে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাসের মূলে কৃঠারাঘাত করেছে। নিজের জীবনে অনিচ্ছৱতা থাকলেও তাহেরাকে নিয়ে সে নতুন জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছে। চিন্তাভাবনা ও মানসিকতার দিক থেকে হাশেম আলি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি থেকে প্রাপ্তির ছিল। তাই বলা যায়, ‘বহিপীর’ নাটকে হাশেম আলি নতুন দিনের অঞ্চলিক।



এক্সকুলিশ সাজেশন Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সকুলিশ সাজেশন

► কুল ও এসএসসি পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	★★ (ভলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	★★★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
পর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব পর্ণনামূলক প্রশ্নের কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
পর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৩, ৪, ৭, ১৮, ২৫, ৩০, ৪৭	৮, ১৯, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৫০, ৫৪	২, ২১, ২৯, ৩৮, ৪৪, ৪৯, ৫৫

